# রসিক আলী ২

শা হ রি য়া র

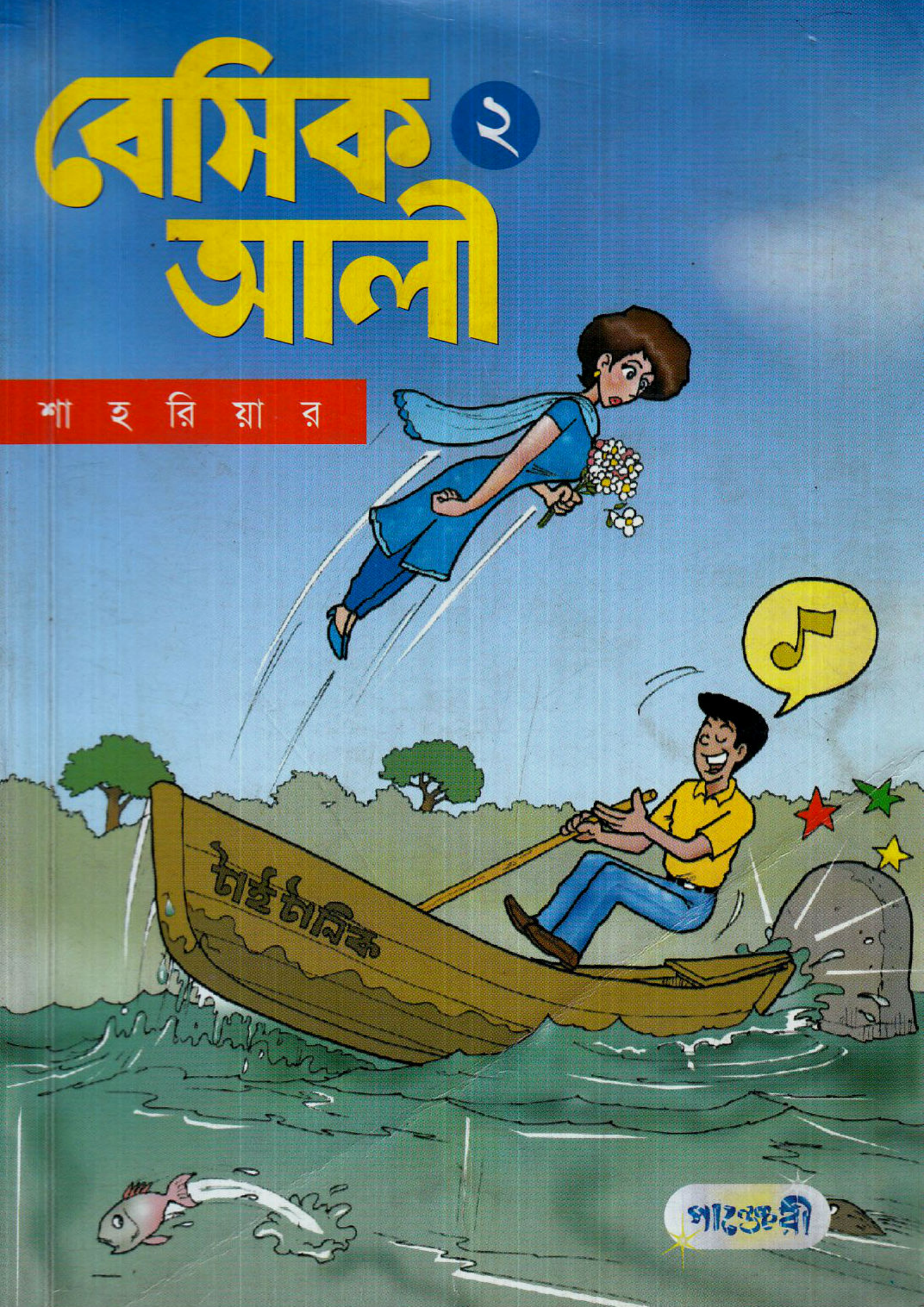


পরশপাথর

বয়স
১৫+

# বেসিক আলী

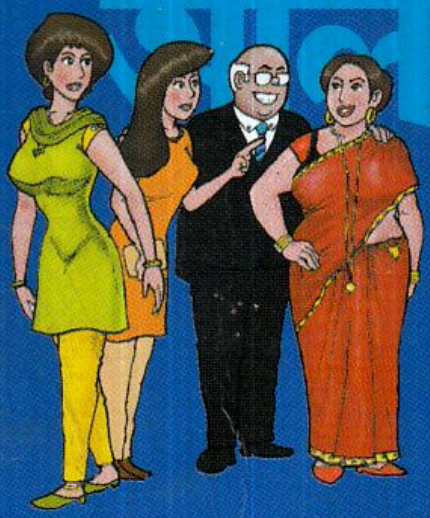

www.panjeree.com

## আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

বেসিক আলী কার্টুন স্ট্রিপের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'প্রথম আলো'র উপসম্পাদকীয় পাতায় নভেম্বর ২০০৬-এ। প্রতিদিনের এ স্ট্রিপ কার্টুনের মূল বিষয় হচ্ছে পরিবার, বন্ধুত্ব এবং অফিস ঘিরে মজার মজার ঘটনা। বেসিক আলী হচ্ছে বিশিষ্ট ঋণখেলাপী ব্যবসায়ী তালিব আলী ও তাঁর স্ত্রী মলি আলীর বড় ছেলে। বেসিকের ছোট বোন নেচার আলী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী এবং ছোট ভাই ম্যাজিক স্কুলের ছাত্র। বেসিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আত্মভোলা হিল্লোল এবং বেসিকের হৃদকম্প হচ্ছে অফিস কলিগ রিয়া হক। এদের সবাইকে নিয়েই অনবদ্য কার্টুন স্ট্রিপ– বেসিক আলী।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

9 847003 802269

# বেসিক আলী

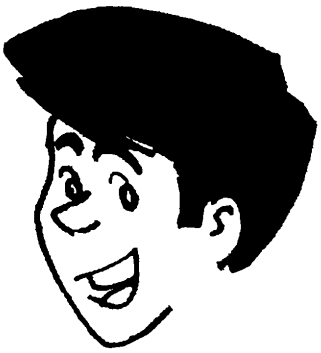

শা হ রি য়া র

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

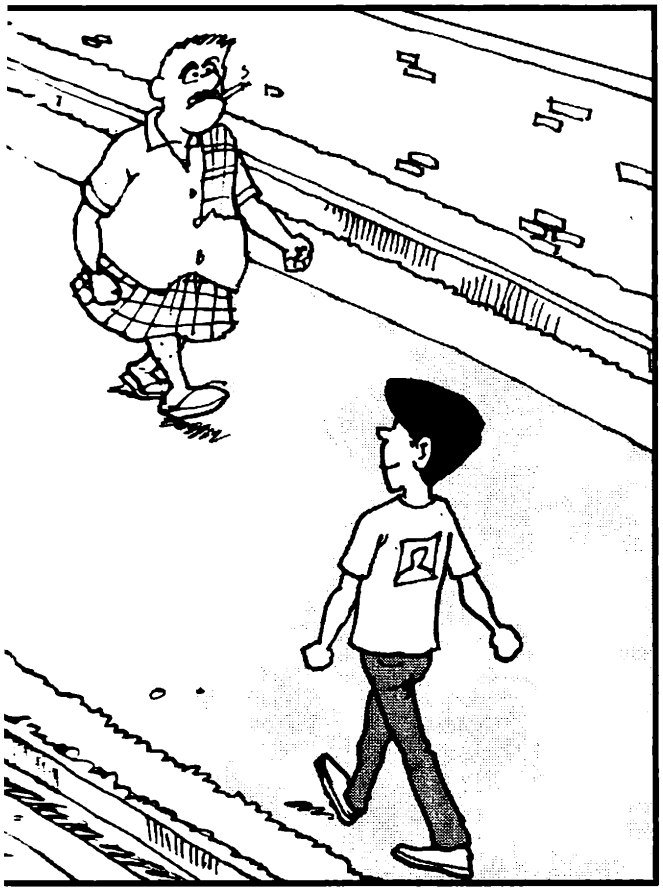

আরে?
স্তায় এত জায়গা থাকতে ওপাশ থেকে এসে ধাক্কা মেরে যাচ্ছেন কেন?
মাফ কইরা দেন...
আমি মিনিবাস চালাই তো... তাই অভ্যাসডা একটু খারাপ!

দেখছেননি বাই, কুকুরটা বড় সৌন্দর্য!
কুকুরটা 'সৌন্দর্য'? হা হা হা হা...!

ইয়ানো হাইস্যো- কৌতুকের কী আছে? আন্নে হাসেন কিয়ার লাই?
ইয়ানো? হি হি হা হা... কী হাস্যকর!

আর ভাষা লই মস্করা! আই তোর ফেট কাটি লাম... তোরে ছিড়ি লাম...
হা হা হি হি... কী হাস্যকর কথা!!

আর ভাষা লই মস্কারি? আই তোরে মারি লামু আই হেনী কলেজের ফোলা।
হেনী কলেজ? হা হা হা

তোরে আইজ ফাড়ি লামু!
খাইছে!

কসম! আমি এতক্ষণ ভেবেছি আপনি আমাকে হাসাতে নোয়াখালীর ভাষায় বিভিন্ন জিনিস বলছেন!

বেলু মিয়া, একটা কলা দাও তো!
অনেক খিধা পেয়েছে!
?
সাঁই
সেকি!! তুই কি ভুল করে কলাটা ফেলে দিয়ে খোসাটা খেয়ে ফেলেছিস?
ওয়াক থু! ওয়াক থু!

প্রতিদিন কোনো এক বদমাশ টিফিন টাইমে আমাদের টিফিন গায়েব করে দিচ্ছে! একটা কিছু কর, ম্যাজিক!
জানি! এবং আজ সে ধরা পড়বেই!

আমার টিফিনের বার্গারের ভেতর একটা বোম্বাই মরিচ ঢুকিয়ে ক্লাসে রেখে এসেছি। এক্ষুনি একটা চিৎকার শুনব আমরা!

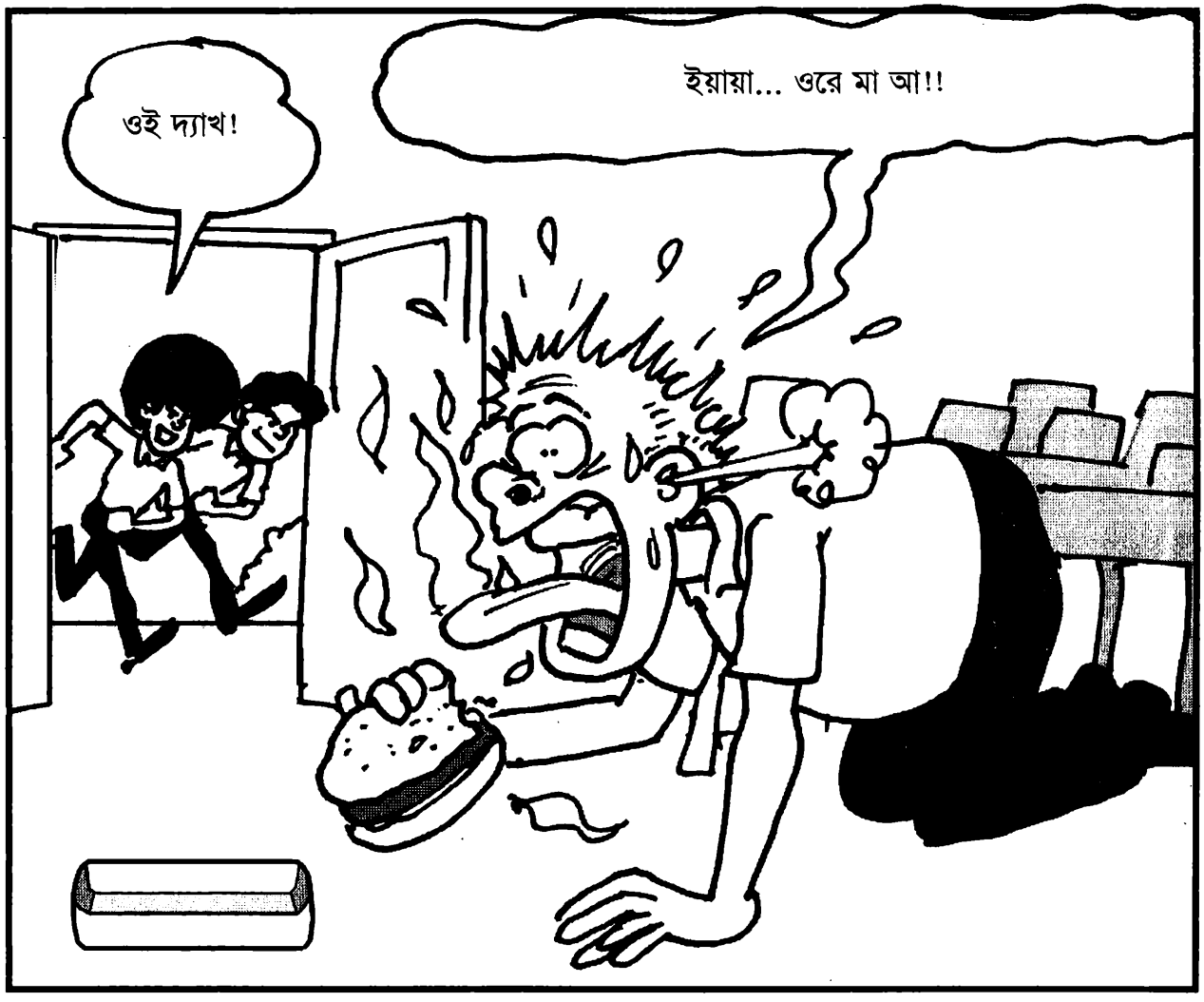
ওই দ্যাখ!
ইয়ায়া... ওরে মা আ!!

হ্যারে শয়তান, ফ্যানটা ছাড় তো!
সুইচটা তো তোমার থেকে কাছে। তুমিই ছাড়ো!
ফ্যানের সুইচটা তোর দিক থেকে বেশি কাছে!
না! তোমার দিকে কাছে!
এই দ্যাখো! তোমার থেকে সুইচটা ৬.৫ ফিট দূরে আর আমার থেকে ৭.৩ ফিট! অতএব সুইচটা তুমি টিপবে!!

বাঃ বেশ টসটসে আপেল দেখা যাচ্ছে।
চাচা, আপেল কত করে?

একটা আপেল মাত্র পাঁচ টাকা?
বলে কী? দেখি তো একটা...
ভালো লাগলে আরও নেব!

আরে মিয়া করেন কি–
এইডা তো শো-পিস,
মাটির আপেল!
কটাশ!



বেসিক আলী

এই মিয়া তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে নকল ও মাটির ফল বেচছ কেন?
বাটপার! এদিকে তাকাচ্ছ না কেন?

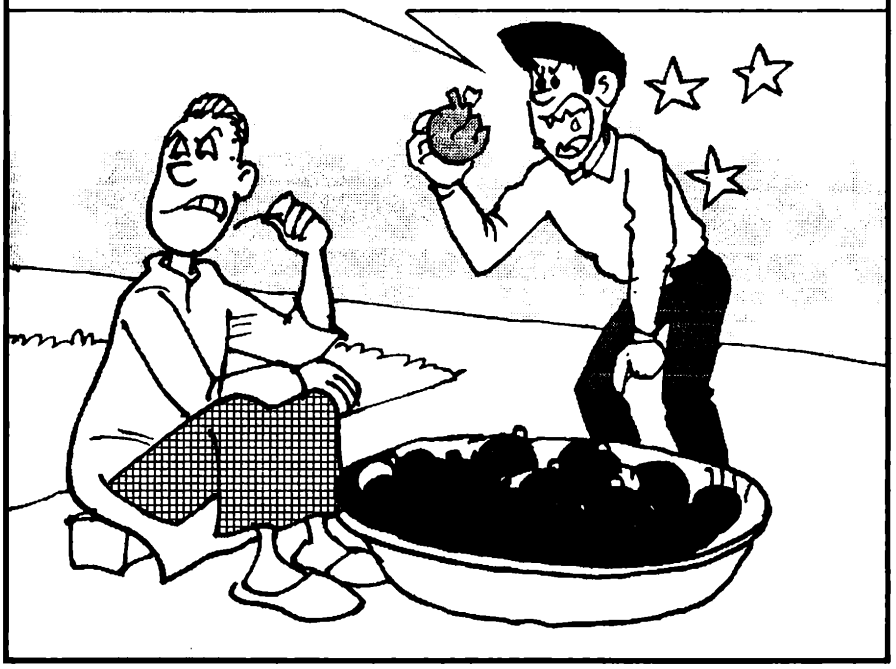

আপনে ভুল কইরা মাটির ফলরে আসল ফল ভাইবা কামড়াইছেন। আমি তাকায়া থাকলে কী লাভ হইত?

আমাকে থামাতে পারতে!

আমি ঠিকই সব দেখতে পাই। আমার জিনিস ইটা দিয়া ভাঙলে আপনের খবর আছে!

দ্যাখ চান্দিছিলা, আমাকে আরেক বার হারু ম্যাজিক বলবি তো তোকে শেষ করে দেব!
তুই তো হারছিসই, হারু ম্যাজিক!

হারতে পারি... কিন্তু আমার চান্দি ছিলা না। নে, চাপ ঠেকা!

নাঃ হেরে গেলাম... তোর চান্দিতে চাপ মারার লোভ সামলাতে পারিনি!
A

ভাইয়া, তোর এই পিঠ চুলকানির কাঠের হাত দেখে আমার মাথায় বিপ্লবী এক IDEA এসেছে। কালই একটা জিনিস দেখাব!

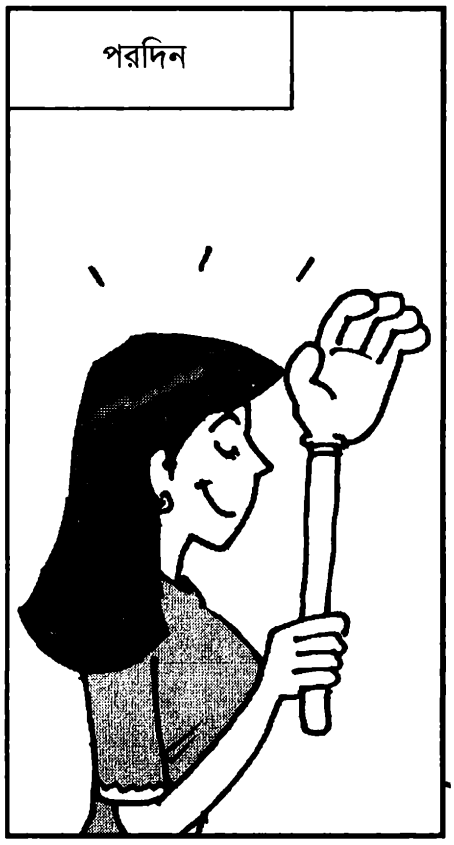
পরদিন

আমার নতুন আবিষ্কার 'বাথরুম অ্যাসিস্টেন্ট'! এখন থেকে নিজ হাতে শৌচকর্ম নয়... কে প্রথমে টেস্ট করবে?

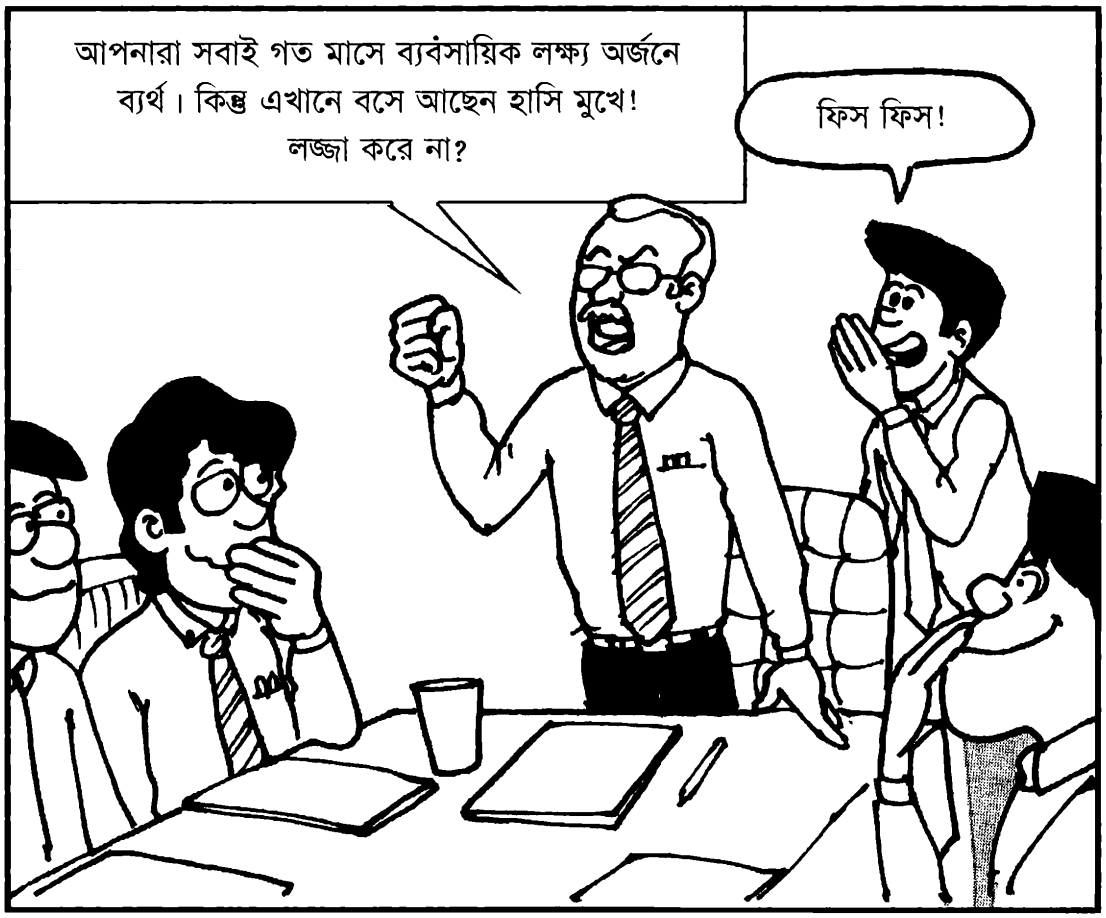

আপনারা সবাই গত মাসে ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ। কিন্তু এখানে বসে আছেন হাসি মুখে! লজ্জা করে না?
ফিস ফিস!

এ মিটিংয়ে কোনো ফিস ফিস চলবে না! যা বলার, স্পষ্ট ও জোরে বলে ফেলো!
ইয়ে...

স্যার, আপনার জিপারটা খোলা!

অ্যা?!

চোরের প্রতি নোটিশ : টাকা নাই! আঁচল থেকে প্রচুর টাকা চুরি হওয়ায় আমি দেউলিয়া।

তোমার আঁচলে টাকা থাকবে না, এ হতে পারে না। তুমি হচ্ছ MADDEST...

তাই তোমার আঁচল তহবিলে আমি 'টাকা চোর' বিশ টাকা দান করছি!

লক্ষ্মী ছেলে আমার... কত টাকা চুরি করতে চাইছিলি?

হিঃ হিঃ কেমন ভুজুং-ভাজুং দিয়ে একশ টাকা আদায় করে ফেললাম!

আরে কিছু হবে না! লাফ দাও!
অসম্ভব! এখান থেকে লাফ দিলে মরে যাব!
কমপক্ষে হাত-পা তো ভাঙবেই! তারপর তুমি আমাকে কম ভালোবাসবে আর আমি দুঃখে মারা যাব!
ও ভাই... আপনি বরং চটপটি দুটো এই পর্বতের ওপর সাপ্লাই করেন!
হাকিমের চটপটি
চটপটি

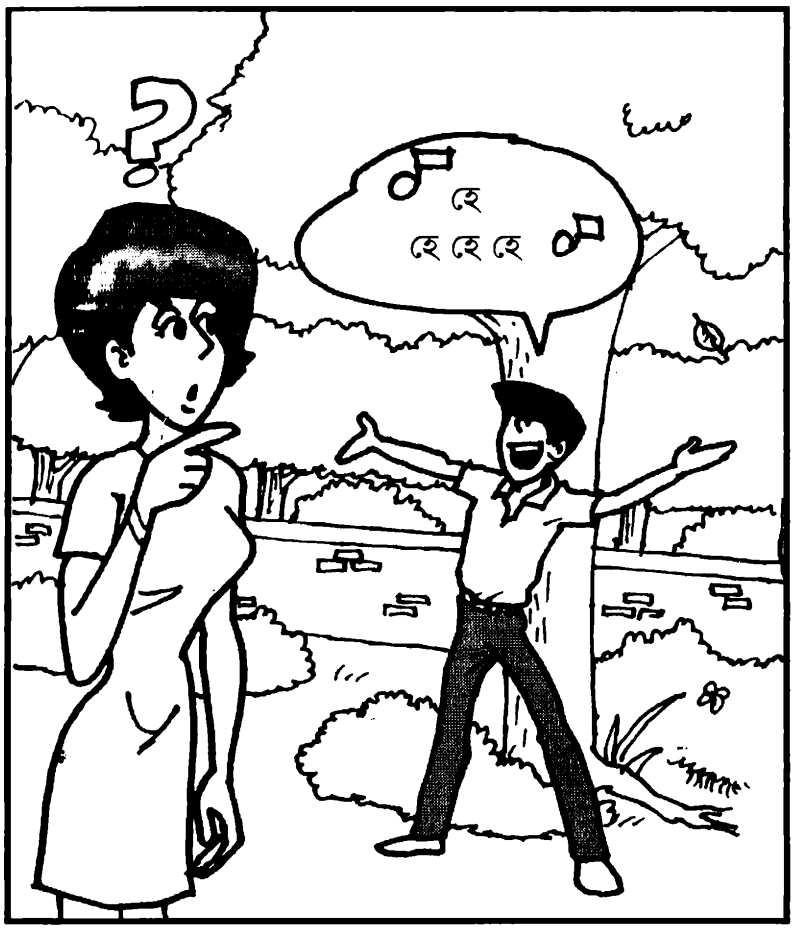
হে
হে হে হে

হো
হো হো হো

তুমি আমার
আমি তোমার...

আমি পাগল? সিনেমায় প্রেম করে নাচা-গানা ঠিক
আর বাস্তবে করলে বুঝি পাগল?

স্ স্ স্
ফুস!

তোর এই বডি স্প্রে-টার গন্ধটা তো দারুণ... কত দাম রে?

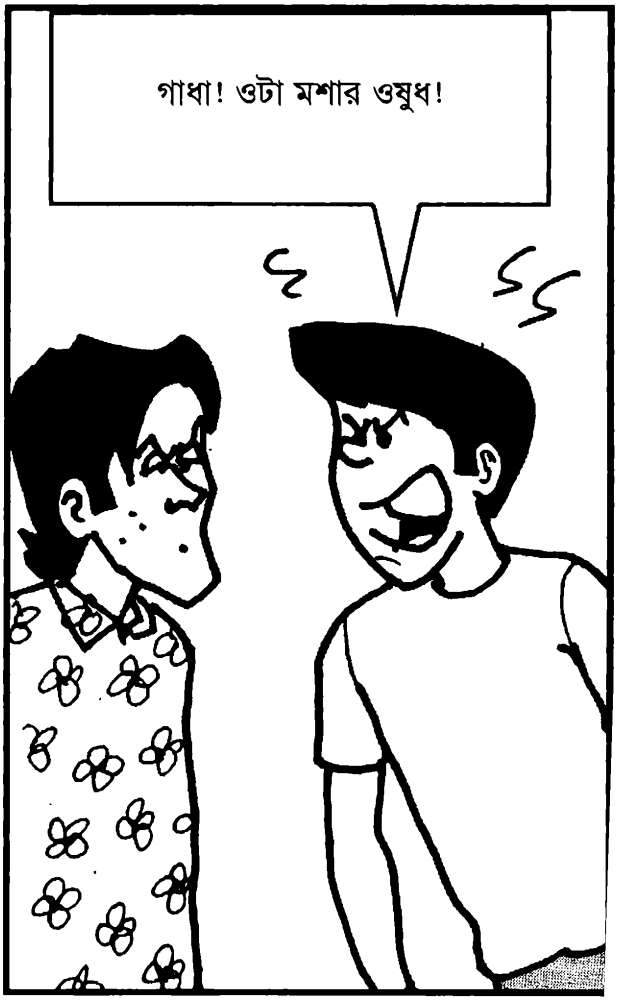
গাধা! ওটা মশার ওষুধ!

ভুল বলেনি, মলি আপা। তুমি শুকিয়ে গেছ– একটু মোটা হওয়া উচিত!
অ্যা? পাগল নাকি তুই, রেবেকা?
আমি জীবনে এমন অদ্ভুত কথা শুনিনি। আমাকে ত্রিশ-চল্লিশ পাউন্ড ওজন কমাতে হবে!
না আপা, তুমি আর একটু মোটা হলে আমাকে একটু শুকনো দেখাবে!
হু, এখানটায় দাঁড়াও!
হেঃ হেঃ সাত-আট বছর আগেও তোর মা আর মামী ছিল ফটো সুন্দরী।
এখন ওরা ভটু সুন্দরী!
হুঁ! আর তুমি তো মিয়া টেকো, বুড়া, হোৎকা MR. UNIVERSE!

বুঝলে নীলা, বিয়ের আটাশ বছর পরও তোমার
দুলাভাই আমার জন্য পাগল!

দুলাভাইকে সব সময়ই পাগল মনে
হয় আমার...

বাবা, তুমি তো কোনো কালেই শিল্পী ছিলে না।


প্রেম আমাকে শিল্পী বানিয়েছে! তোর মায়ের প্রতিকৃতি মোনালিসার পর এক বৃহৎ শিল্পকর্ম!

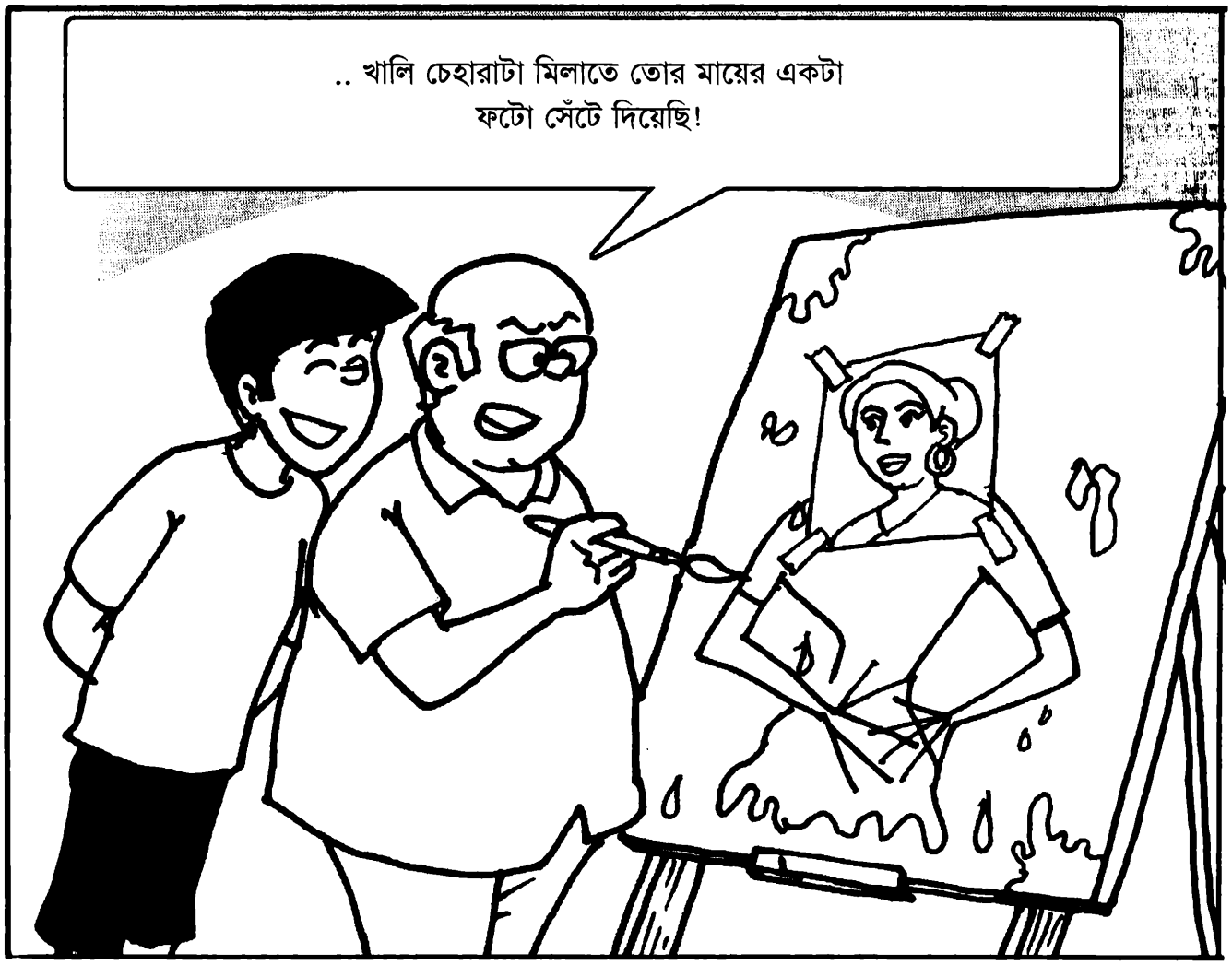


.. খালি চেহারাটা মিলাতে তোর মায়ের একটা ফটো সেঁটে দিয়েছি!

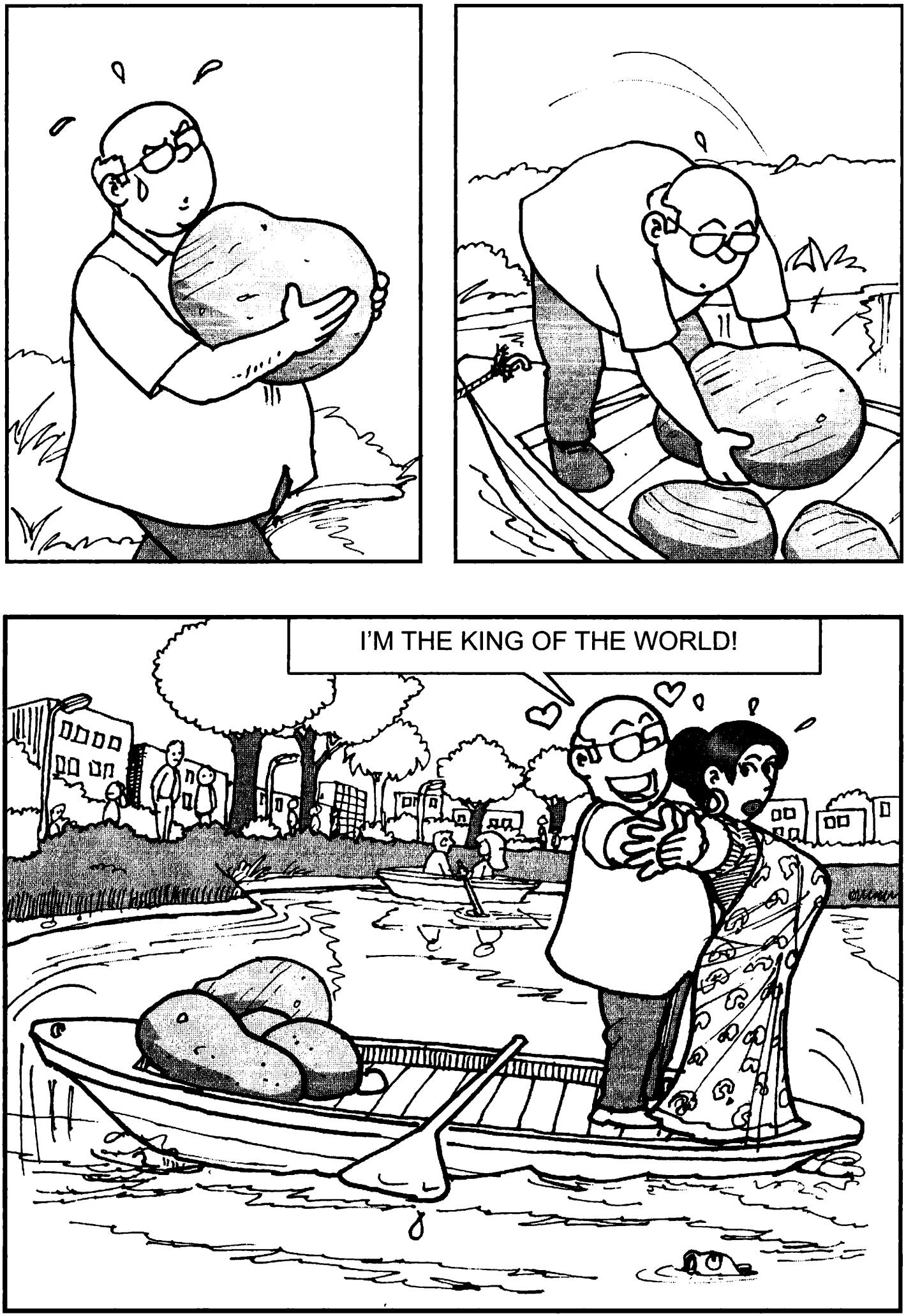

I'M THE KING OF THE WORLD!

বুঝলে বেসিক, আমাদের নতুন ভিপি হাদ্দাদ সাহেব ভালো ব্যাংকার হলেও জঘন্য লোক। সে এত খারাপ যে তার বউ-বাচ্চারা বাড়ি থেকে পালিয়েছে!

চরম প্রতিক্রিয়াশীল আর সবাইকে গালাগালি করে... ডেইলি কাউকে গালি না দিলে তার ভাত হজম হয় না। ছুটির দিনে বাসায় যখন একা থাকে...

.. তখন নিজেকে নিজে গালাগালি করে।

ব্যাটা শয়তান, তোকে দেখিয়ে দেব...

ডেকেছেন, স্যার?
হ্যা, এ চেয়ারটায় বসো!
??
স্পেশাল চেয়ার... অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি... হিঃ হিঃ
কেউ যেন আমার সামনে স্বস্তিতে বসতে না পারে!



বেসিক আলী

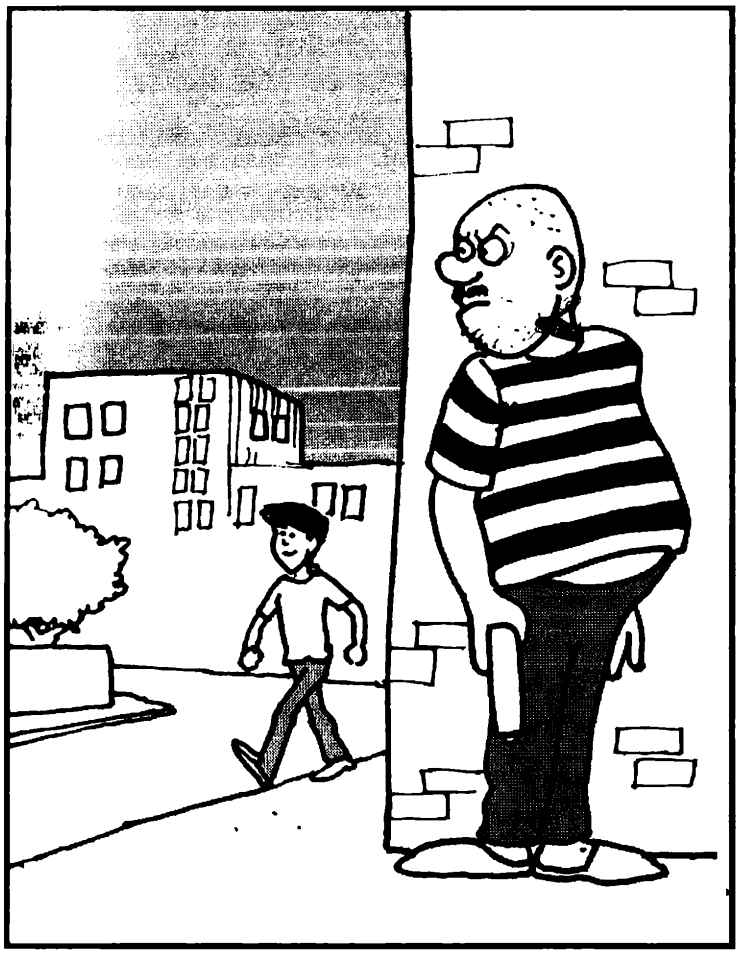

??
!!
দুইডা ভিক্ষা দিবেন?

কামের সময় ভিক্কা চায়া আমার মক্কেল খেদাইছস... এক থাবড়ে তর...
মাফ কইরা দ্যান! আপনেরে চিনি নাই!

যাউক... এইবার তো ওই ভিক্ষুকে আমারে চমকায়া দিতে পারব না!!

ওরে দুই মুইখ্খা সাপ... এইবার তুই কিনা আমার ধনে ভাগ বহাইতাছস?

সত্যি, আমার কাছে কিছু নেই। যা ছিল তা এক মিনিট আগে ওই ভিক্ষুককে দিয়ে ফেলেছি!

আবার ভিক্ষুক?

ব্যাটা ভিক্ষুকের বাচ্চা! আমার মক্কেল থেকা এক মিনিট আগে যা লইছস তা ফিরৎ দে– নইলে মাইরা ফালামু!!

একটা সিরগেটের লেগা আমারে মারবেন? লন, এইডা লইয়া যান!

ফকির মিয়া, মিলাদ উপলক্ষে তোমার জন্য নিজ হাতে শাহী খানা বানিয়েছি! খেয়ো।


চাকুম!
চুকুম!


বললাম গরিব মানুষকে এভাবে শাহী খাবার খাওয়ালে অসুস্থ হয়ে যায়... না, শুনলে না!
ওরে মা... মইরা গেলাম...

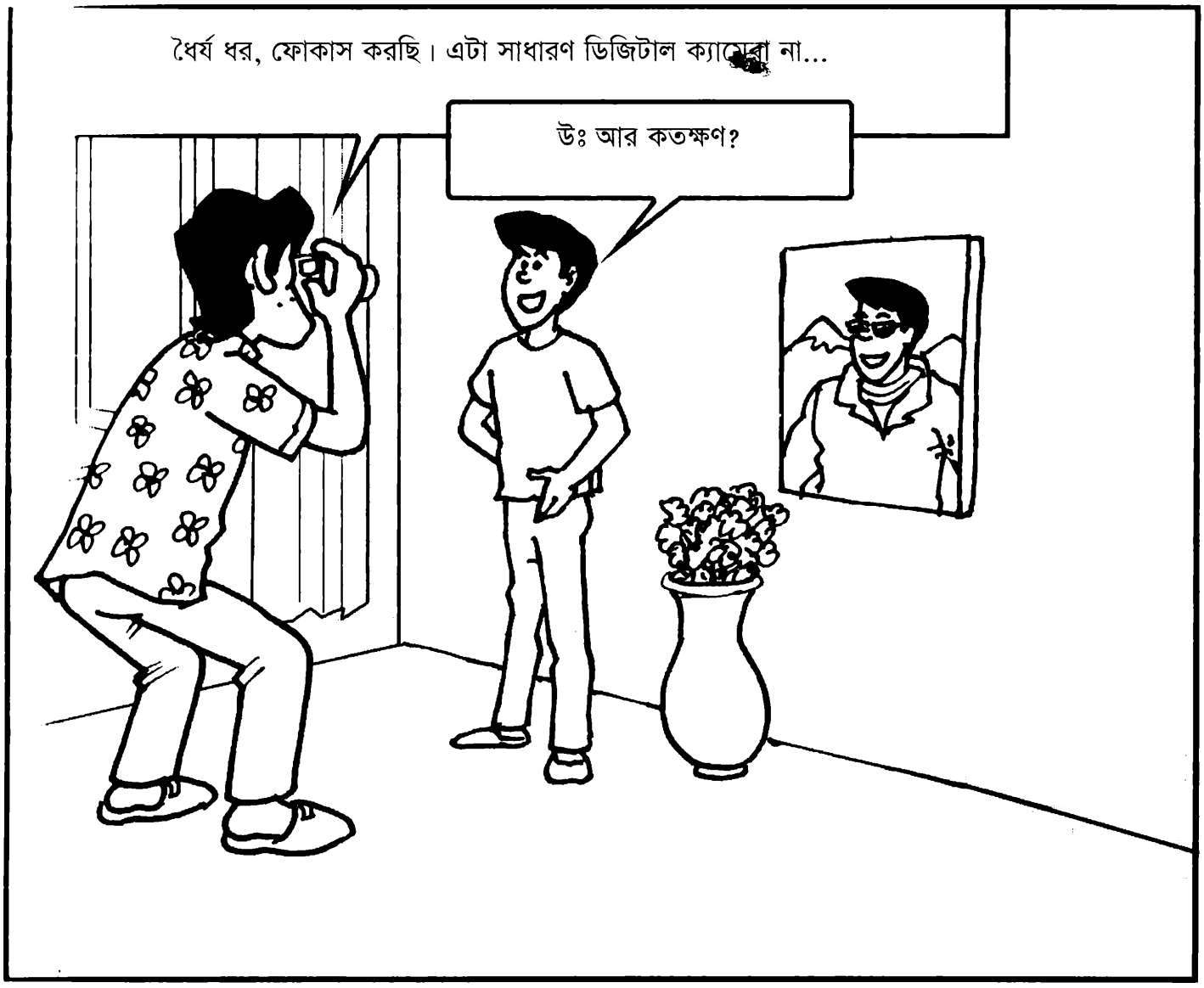

ধৈর্য ধর, ফোকাস করছি। এটা সাধারণ ডিজিটাল ক্যামেরা না...
উঃ আর কতক্ষণ?

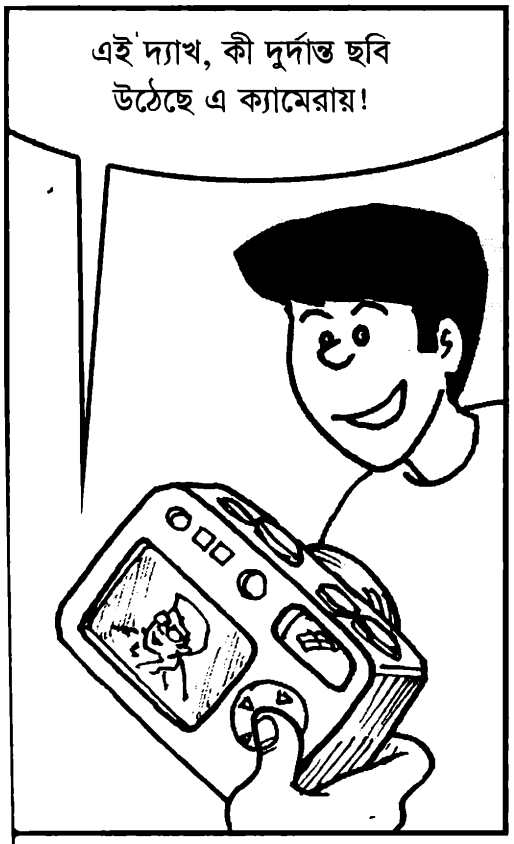


এই দ্যাখ, কী দুর্দান্ত ছবি উঠেছে এ ক্যামেরায়!

সানগ্লাস? জ্যাকেট? একি, তুই তো আমার দার্জিলিংয়ের ছবির ছবি তুলেছিস!!

গলায় তিনটা মোবাইল
লাগিয়ে ঘুরছিস কেন?
সুবিধা! তিনটার তিন নাম্বার! প্রথমটার নাম্বার দিয়েছি পরিবার ও বন্ধুদের কাছে।
দ্বিতীয়টা শুধু রিয়ার। তৃতীয়টা পাওনাদার আর অফিসের বসদের...!
যাক... অবশেষে বাতিল পুরানো মোবাইলগুলো
মনের মতো করে বিদায় করতে পারলাম...

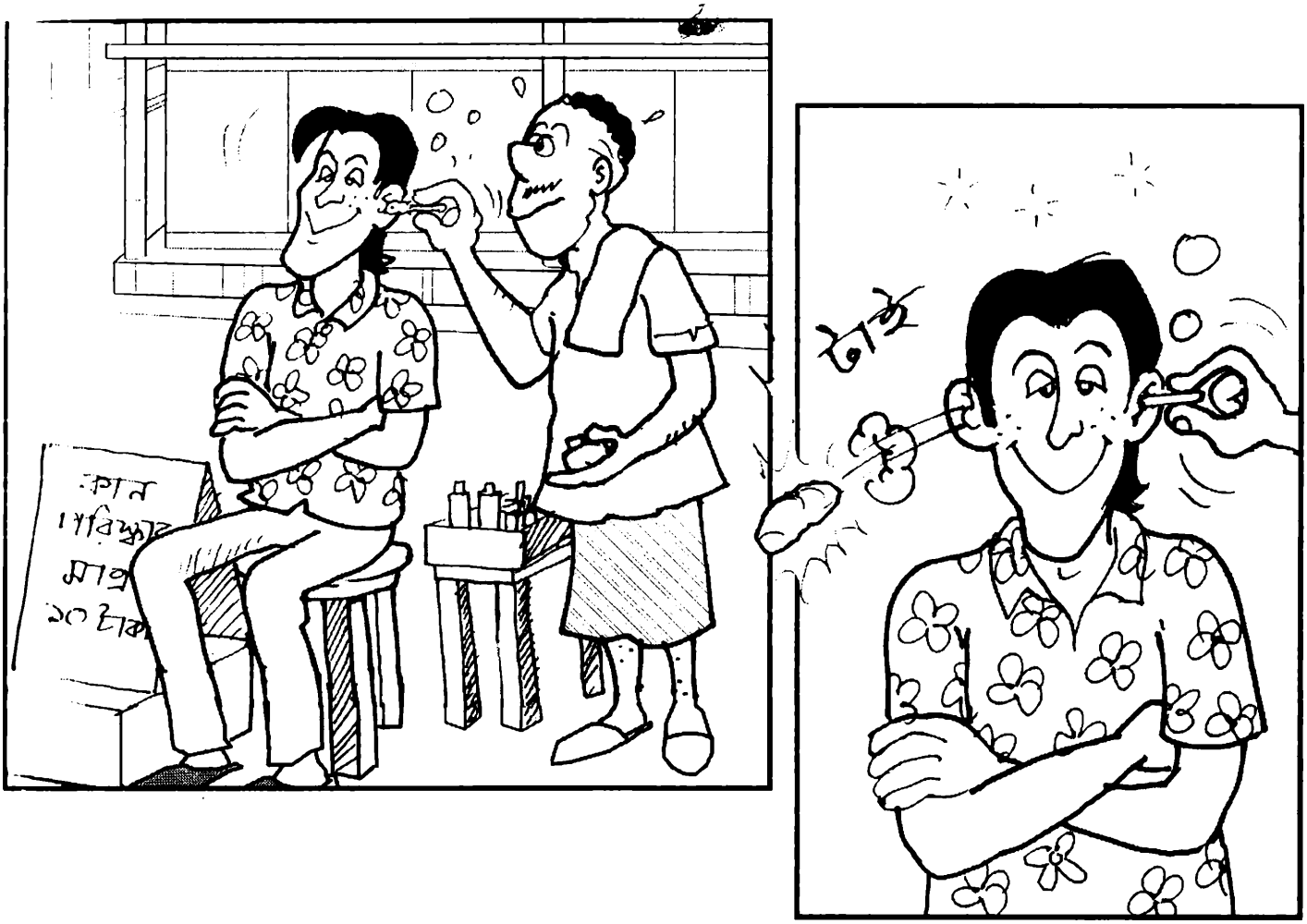

কান
পরিষ্কার
মাত্র
১০ টাক
ঠাই
আক্কাস! জলদি যা– একখান বেরেনের ডাক্তার লইয়া আয়!

ক-দিন ধরে দেখছি তুই একদিকে কাত হয়ে বসছিস, ফোঁড়া নাকি?
কই? না তো?

এই যে এদিক উঁচু, ওদিক নিচু!
ওঃ আচ্ছা!

আমার মানিব্যাগটায় পুরানো কাগজপত্র বেশি হয়ে গেছে আর কি...!!

আরে... একটা পাঁচ ট্যাকা!!
ইডায় তার প্যাঁচানো ক্যান?
ভিকটিম নং এক...!
ইরি মা... ইডায় শট মারে...!
Battery
12 Volt

আরে! একটা চকোলেট বার!
আশ্চর্য! এটা তার দিয়ে প্যাঁচানো কেন?
ভিকটিম নং দুই!
12V BATTERY
বজজজ

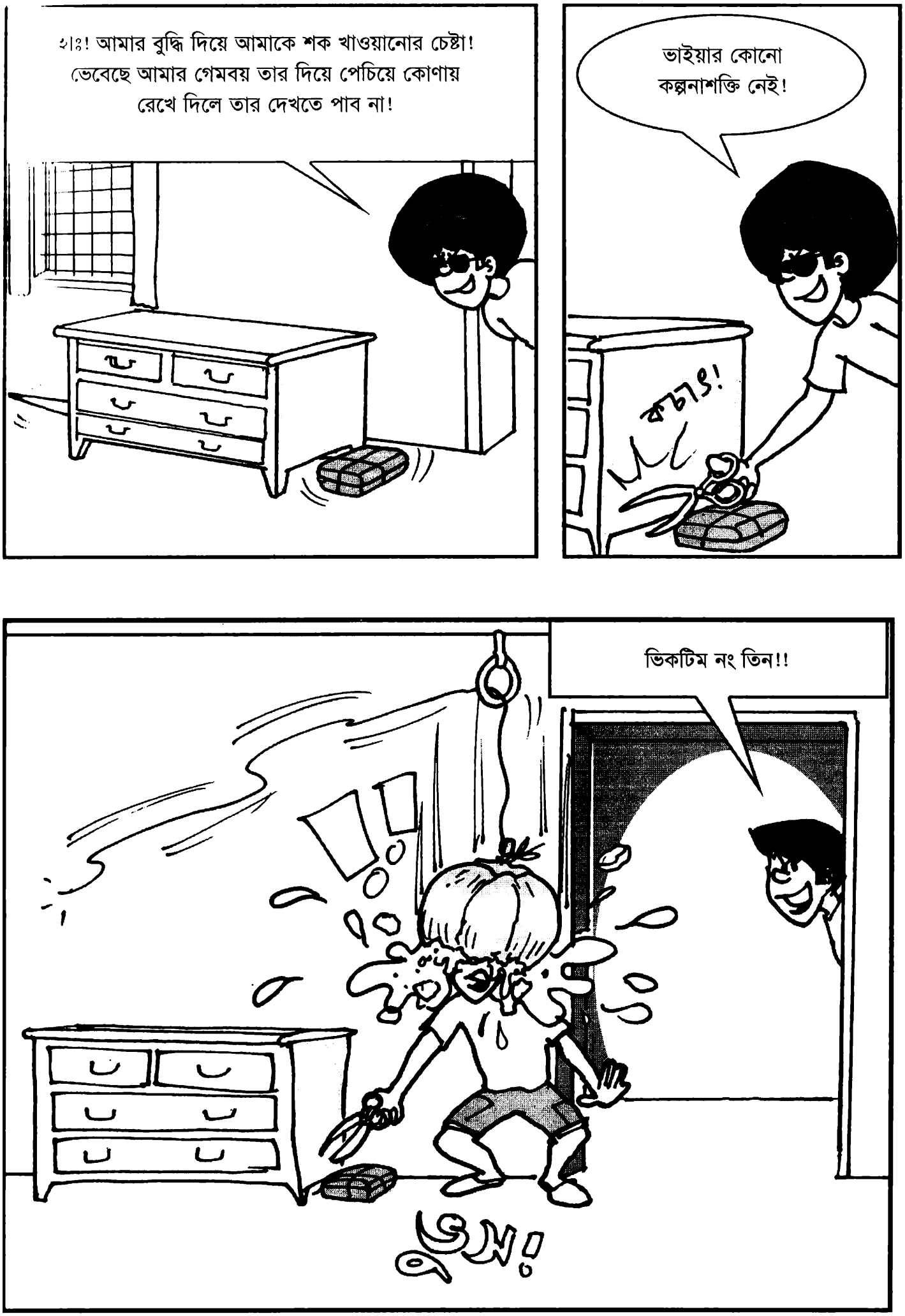
হাঃ! আমার বুদ্ধি দিয়ে আমাকে শক খাওয়ানোর চেষ্টা!
ভেবেছে আমার গেমবয় তার দিয়ে পেচিয়ে কোথায়
রেখে দিলে তার দেখতে পাব না!
ভাইয়ার কোনো
কল্পনাশক্তি নেই!
কচাং!
ভিকটিম নং তিন!!
ভম!

বেসিক সাহেব, রিয়া ম্যাডাম... অফিসটা প্রেম করার জায়গা না!

হাদ্দাদ সাহেব, আমরা প্রেম নয়, ঝগড়া করছি!

আমি ওকে যতই বলছি যে নীল পোশাকে ওকে দারুণ লাগে– ও বলছে, না! ভীষণ ঝগড়া করছি!

।।জিয়া, তোমার আদব-কায়দা আরও ভালো রপ্ত করতে হবে। বাসায় ভাবীর মতো কেউ এলে সালাম দিবে, বসাবে আর পানাহার করাবে, ঠিক আছে?
হ!

সালাম, বসানো, পানাহার...

সেদিন বিকেলে...
নেন খালাম্মা, পান আহার করেন।
বাঁচাও!

তোর চাকুরি পারমানেন্ট হয়েছে,
এ তো সুখবর! মিষ্টি খাওয়াবি না!
অবশ্যই!

?
বেলু মিয়া...

আমি মিষ্টি খেতে চেয়েছি,
চিনি না!
কেন? চিনি কি মিষ্টি
না?

দ্যাখ হিল্লোল, গাড়িটা তো মাজুল। তোর এইসব ভারী ভারী মালপত্র এটা দিয়ে টানা কি ঠিক হবে?
ওঃ বুঝেছি... লাগবে না তোর সাহায্য!
না... ঠিক আছে...

হু! সব এঁটে গেছে। যা, এগুলো আমার বাসায় নামিয়ে দে!

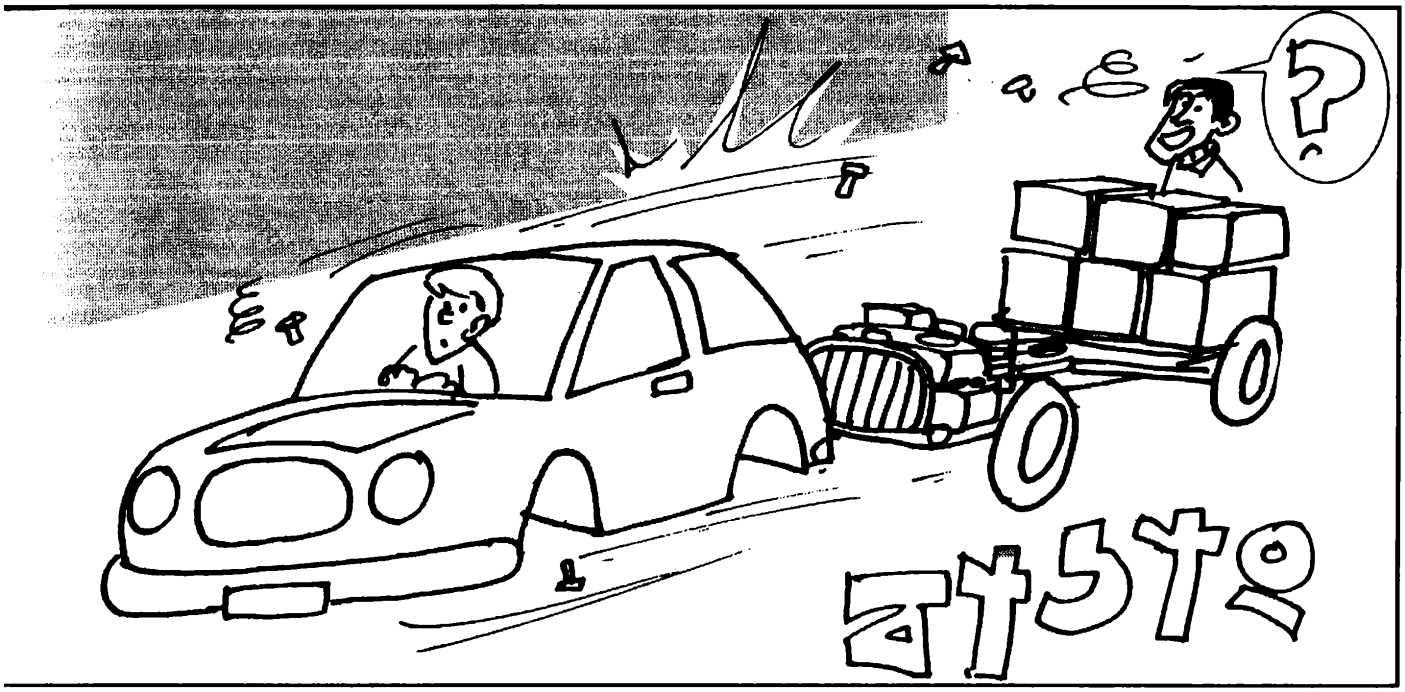
?

ইইইই!!!!
বাঁচাও!

... ওই যে... ওই সেই ভয়ংকর পিঁপড়ে! ওটাকে মারো, বেসিক!
অ্যা??

তুমি এত কাছে বসবে না– কাঁধে হাত রাখবে না! অনেক লজ্জা পাই...
কিন্তু আমরা তো প্রেমিক-প্রেমিকা এবং দোস্ত...

কোনো ধুন-ফুন চলবে না! জনসমক্ষে লজ্জা... লজ্জা...

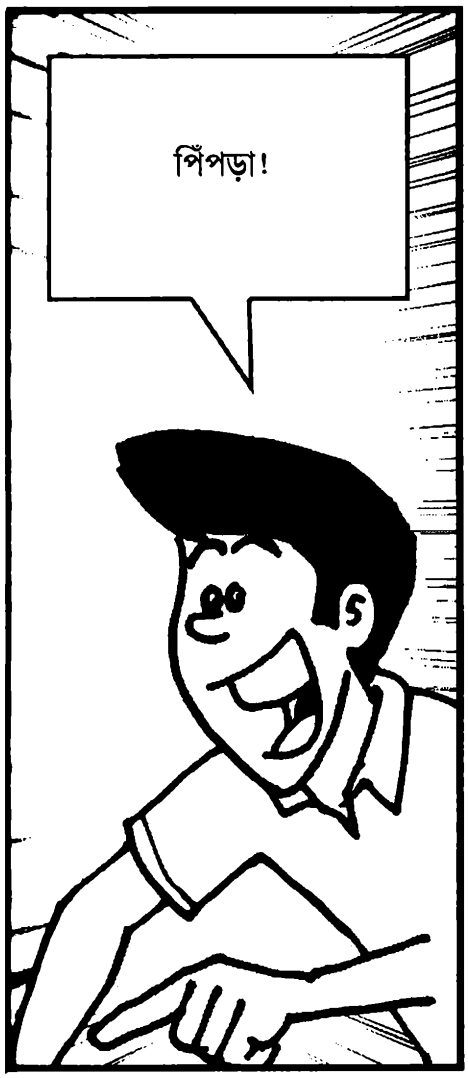
পিঁপড়া!

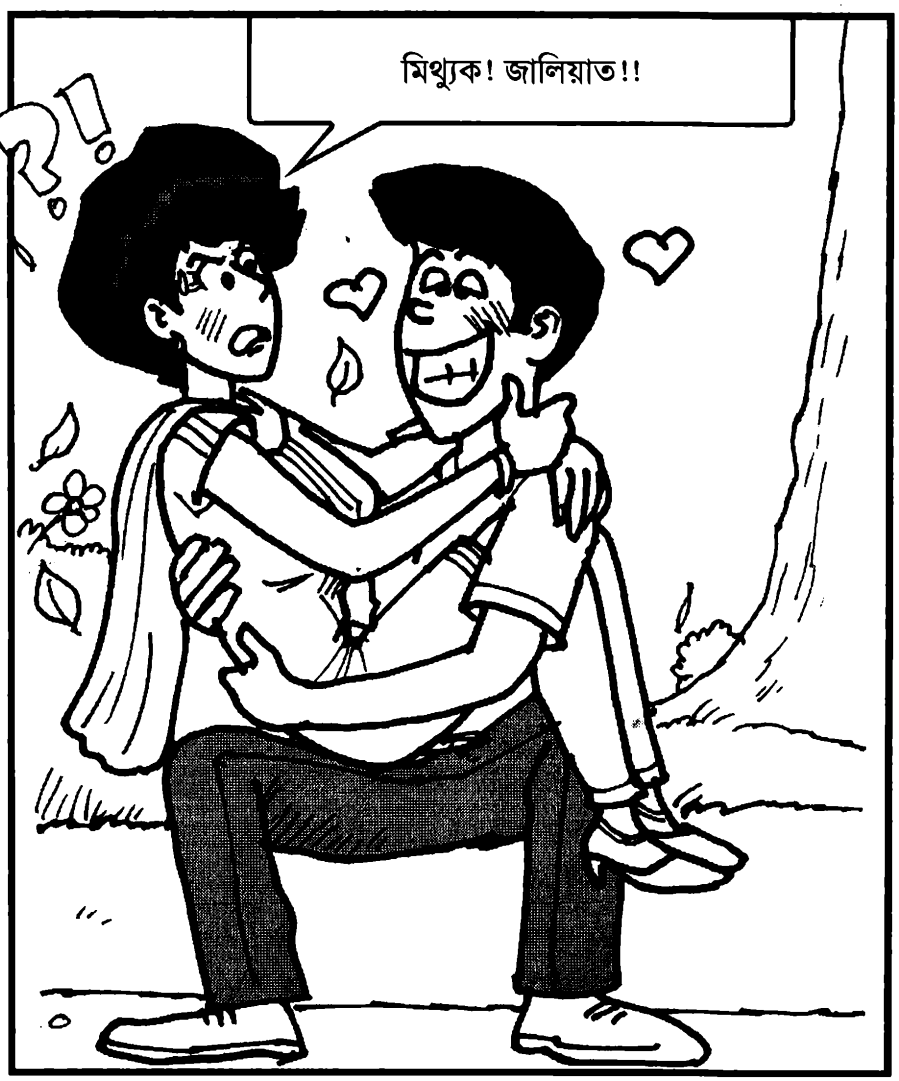
মিথ্যুক! জালিয়াত!!

পিঁপড়াকে ভয় পায় রিয়া... হা হা হা... এমনকি আমার FUNNY মাও তোমার কাছে-ধারে নেই...

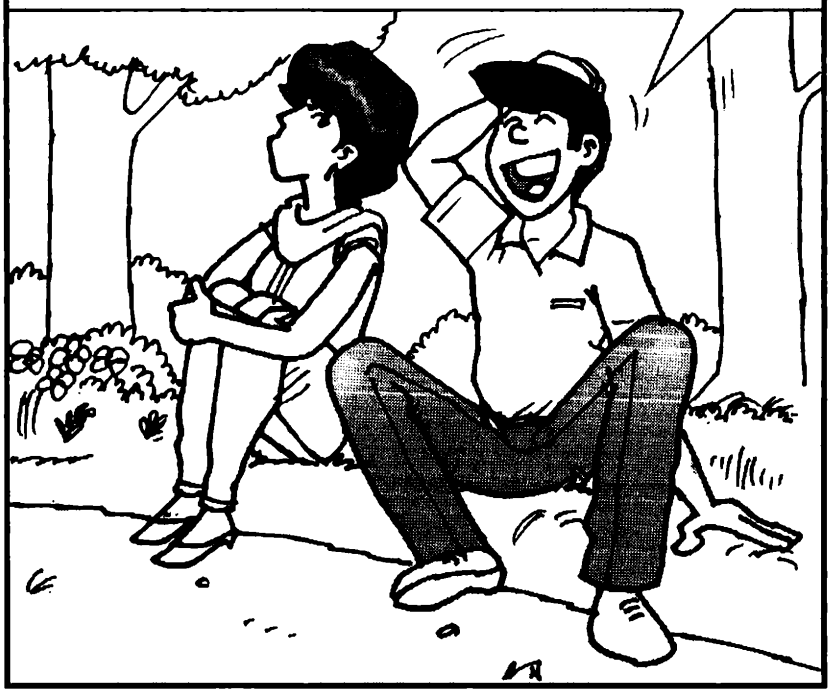


খুবই খারাপ ব্যবহার করছ। সবারই কিছু না কিছু ভয় থাকে! তোমারও আছে!
হা-হা... আমাকে ভয় দেখাও তো...

তেলাপোকা! মৌমাছি! প্রজাপতি! বস! অঙ্ক শিক্ষক...

আজ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন প্রচারবিমুখ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী।
তো তালিব ভাই, আপনার মতে অর্থনীতির কী হাল?
লীড নিউজ
LIVE

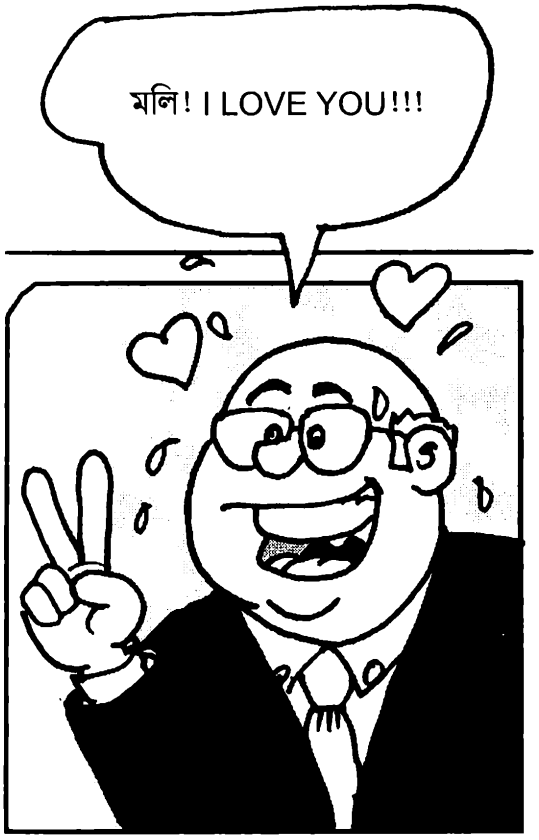
মলি! I LOVE YOU!!!

এসব কী বলছেন, তালিব ভাই!
এটা LIVE শো হচ্ছে!

আমাদের অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী এখন দর্শকদের কাছ থেকে সরাসরি প্রশ্ন নেবেন। খেয়াল রাখবেন প্রশ্নগুলো যেন অর্থনীতিবিষয়ক হয়... এই এল প্রথম ফোন!
LIVE

হ্যালো, আমার নাম নওশাদ হক। আমি ব্যাংকার। আমার প্রশ্ন ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী তালিবালির কাছে ...
জি, বলুন!

?
ওরে তালেইব্বা– ১৯৮০ সালে আমার দুই টাকা মেরে দিয়েছিলি, মনে আছে? মুদ্রাস্ফীতির হিসেবে সেই দুই টাকা আজ বিশহাজার টাকার সমান! চোরা...
নইশ্যা!

টেলিফোনে প্রশ্নকারী-দর্শকদের কাছে অনুরোধ আপনারা তালিব আলীকে ব্যক্তিগত নয়, অর্থনীতি নিয়ে প্রশ্ন করুন। হ্যাঁ, দ্বিতীয় কল এসেছে। জি বলুন?
লী নিউজ



.. এইডা কই?
জি? কাওরান বাজার।
াপনে ক্যাডা?
তা-তালিব আলী!

এট্টু নাসিমার মায়েরে দ্যান!
ভাই, আপনি বোধ হয় রং নাম্বারে ফোন করেছেন!
কী? আমি রং করি? এইডা দহগ্রাম না?

তুমি তো কুড়হাস ছাইড়্যা দিছিলা...
(খুব দ্রুত) ছুপ! এতকতাকছকিয়্যা?

অ্যা, ফুলমতি? কতকত করে দ্রুত কী বললে রাজিয়াকে?

এতকতাকছকিয়্যা?
মাইনে এত কতা বলিস ক্যান?

একি ফুলমতি, গত রাত থেকে দেখছি তুমি ন্যাংচাচ্ছ– পায়ে ব্যথা পেলে কীভাবে?
আ?

নাইতে নান্নাঘরে কারেং গেছিল। দারোয়ানরে কইসি জেনারা ছাড়তে। ছাড়ে নাই। হ্যাসে না আন্দারে দুক্কু পাইসি!
?!?

অনুবাদক?

... রাইতে রান্নাঘরে কারেং চইলা গেছিল! দারোয়ানরে জেনারেটার ছাড়তে কইছিল। ছাড়ে নাই, তহন...
হ-হ...
ওঃ ওঃ

ভেউ... ভেউ...

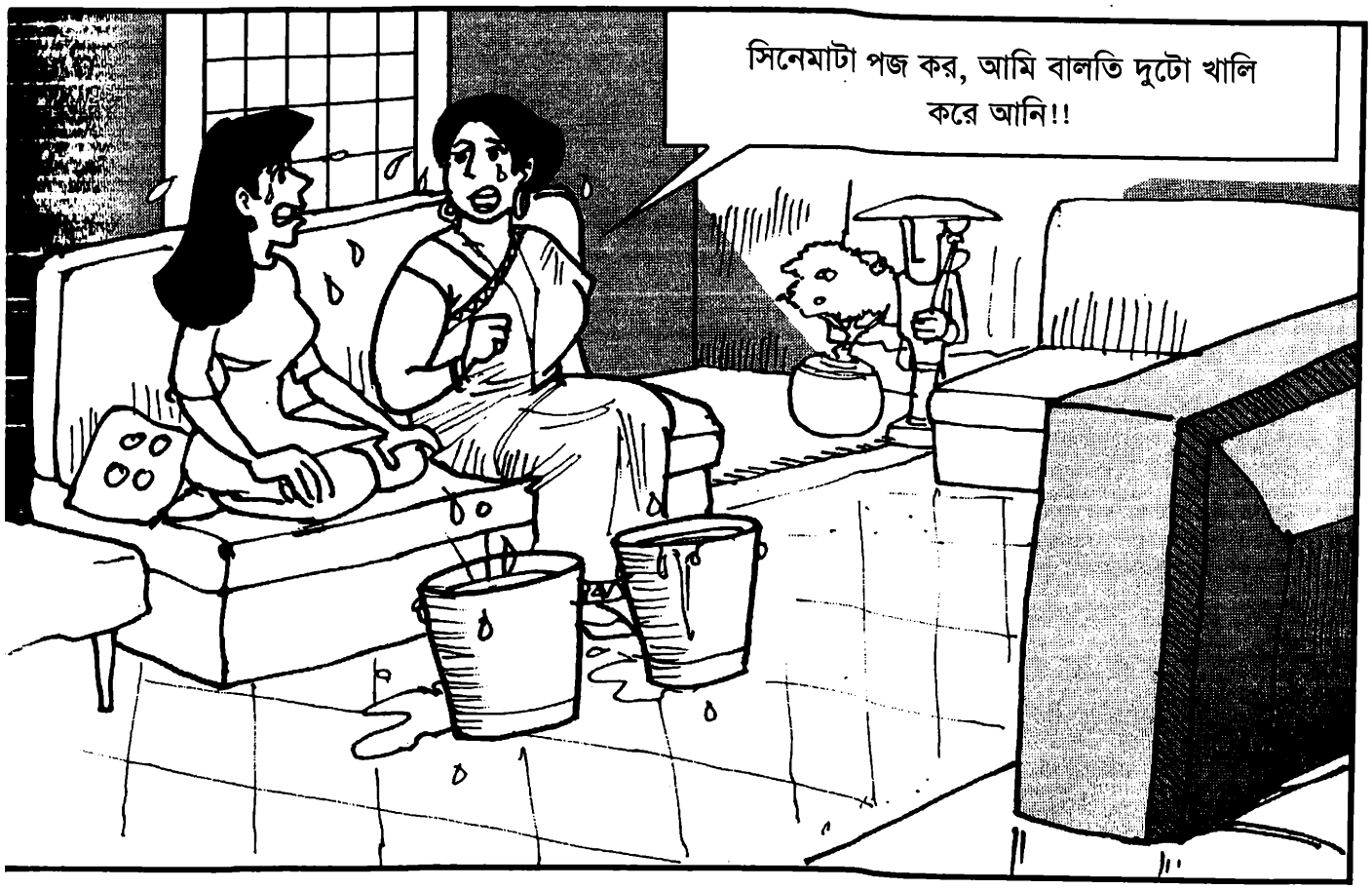


সিনেমাটা পজ কর, আমি বালতি দুটো খালি
করে আনি!!

আমি নাকি তোমার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ? কেন তুমিও তো আমার প্রত্যাশা.পূরণে ব্যর্থ!
এর মানে?
মানে আমি যেমন তোমার মনের মতো ছেলে নই, তুমিও তেমন আমার মনের মতো বাবা নও!
প্রত্যাশা ছিল আমার বাবা হবেন একজন ঝাকড়া চুলের রক গ্রুপের ড্রামার। বন্ধুরা ঈর্ষা করত... তার বদলে জীবনে কী পেলাম? এক টেকো ব্যবসায়ী বাবা!
ওরে সালেকা!
ওরে মালেকা!
এই ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য তুই দায়ী! কারণ তুই বাবাকে বলেছিস সে ROCK STAR হলে তুই নাকি সুখী হতি!

জ্যাকেটটা কেমন মানিয়েছে আমাকে?
দারুণ!
সত্যি বলতে কি– শীতের পোশাকে তোমাকে চেনাই যায় না, বেসিক!
বেসিক? বেসিকটা আবার কে? আমি নাকি? অ্যা?
!

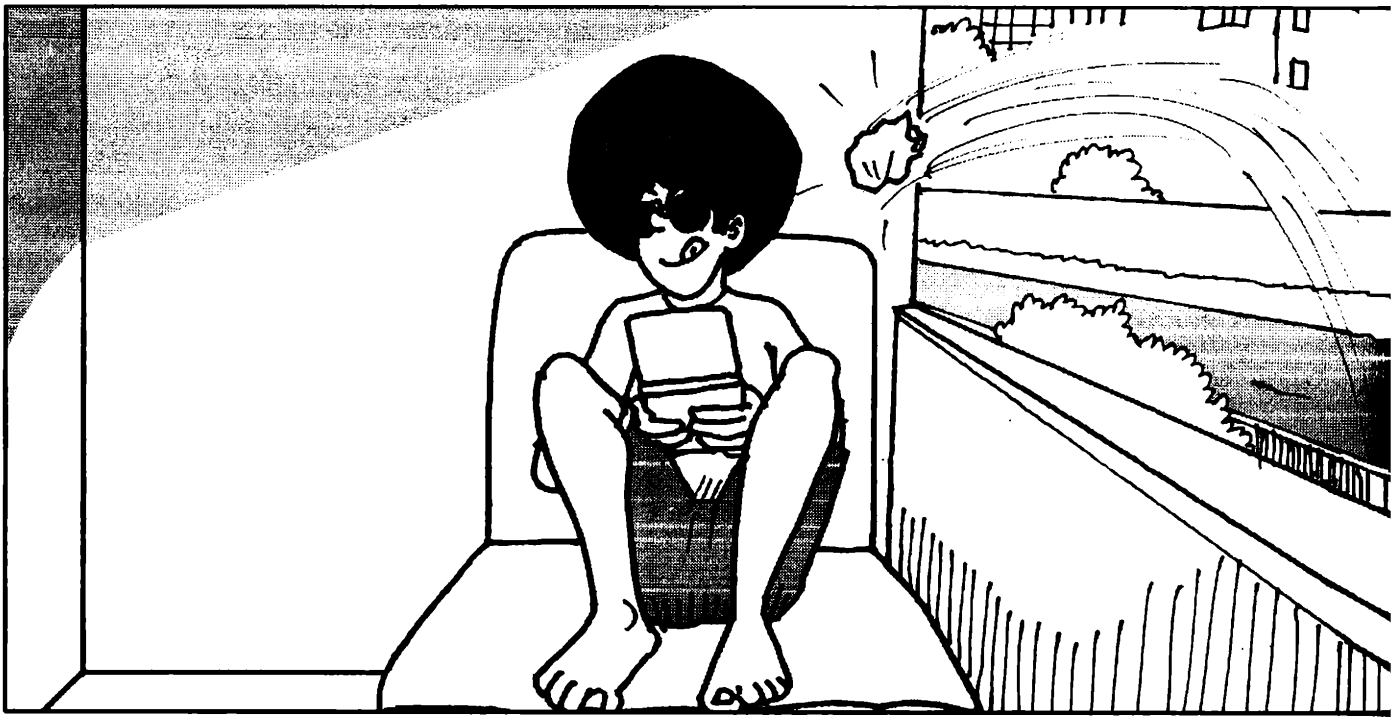

I Love you Magic
কোথায় গেল মেয়েটা?
হি হি হি হি...

বারান্দায় বসে কাকে খুঁজছিস? পাশের বাড়ির ফারিহাকে? ওর সাথে এই মাত্র আমার দেখা হলো...
মশকরা কোরো না, তুমি হচ্ছ বড় ভাই... ইয়ে... ফারিহা কি বলল আমার কথা? মানে ওর সাথে মাঝে মাঝে পড়াশোনার কথা বলি!
ফারিহা তোকে নিয়ে কী ভাবে জানতে চাইলে আগে এই ফর্দ অনুযায়ী আমার কাজগুলো করে দিতে হবে!
১. ইলেক্ট্রিক বিল
২. পা টিপে দেয়া
৩. বিরিয়ানি খাওয়ানো
ইলেক্ট্রিক বিল দিয়েছি! প্যাকেট বিরিয়ানি আনিয়েছি। তোমার গান্ধা পাও টিপে দিচ্ছি। এবার তুমি বলো...
বিরিয়ানী
আমাকে নিয়ে ফারিহা কী বলেছে? আমাকে কি সে.. ইয়ে.. প-পছন্দ করে?
কে জানে? ফারিহার সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়নি। আর ওই 'I LOVE YOU MAGIC' চিঠিটা লিখেছিলাম আমি! তোকে চরম গাধা বানালাম– হিঃ হিঃ হিঃ

মেয়েলি কণ্ঠ : হ্যালো, আমি ফারিহা বলছি। আমি কি একটু ম্যাজিকের সাথে কথা বলতে পারি?
EVIL KING
WORLD
হুঁ হুঁ, ম্যাজিক এসে তোর জিভ ছিঁড়ে জবান বন্ধ করে দেবে।
যত্তসব!
হু হু হা হা হা হা হা...
কী ভয়ংকর!!

তোমার মেয়ে রিয়া অবশেষে একটা ছেলেকে পছন্দ করেছে!
তাই নাকি! এ তো দারুণ সুখবর!

ছেলেটা ড্রইংরুমে বসে ছোট ছেলে রাজীবের সাথে গল্প করছে! যাও, দেখে এসো!

মরা-খেকো! মরা-খেকো!
একবার তোর বোনকে বিয়ে করে নেই!

তো বেসিক, তুমি চাকরিতে একটু পিছিয়ে আছ... তবে ছাত্র ভালোই... তোমার বাবা কে?
হুম... বাবার নাম শুনলে রিয়ার বাবা ক্ষেপে উঠবে!
আমার বাবার নাম.. হি হি... হি.. হি..
হি হি আলী? কী উদ্ভট নাম তোমার বাবার!

...া কিসের ব্যবসা করে
...মার বাবা হি হি আলী?
খিক খিক
রিয়ার ভাইয়ের উৎপাতে ঠিকমতো কথা বলতে পারছি না!

ঠাস!
হাঃ হাঃ

তোমার বয়সে হবু শ্বশুরের সাথে কথা বলতে আমি ভয় পেতাম! আর তুমি কিনা হাসছ!

তুমি একটু জোকার টাইপের ছেলে... তবে যেহেতু রিয়া তোমাকে পছন্দ করেছে, তোমাকে একটা সুযোগ দেব রিয়াকে জয় করার...
??
আমার সাথে এ বেলা তাস খেলে জিততে হবে। নাও, কার্ড দিচ্ছি!
নওশাদ হক? আবারও চালাকি করে ছুতো বানিয়ে জুয়া খেলছ?!
আরে নাঃ... ইয়ে...
নওশাদ, আমি কিছুতেই তোমাকে এই নিষ্পাপ ছেলের সাথে খেলতে দেব না!
শোনো দিয়া– ও নিষ্পাপ নয়, পোংটা ছেলে!
না! মনে আছে– ১৯৭৯ সালে জুয়ার কারণে তোমার প্রিয় বন্ধু তালিব হয়ে গেল তোমার শত্রু?
!
তালিব! ওই প্রতারকের কথা মনে করিয়ে দিলে মেজাজটা খারাপ করে। ওই প্রতারকের জন্য আমি আজ জুয়া খেলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত!!

ওরে মা, তোর বুঝি ওই ফাজিল ছেলে বেসিককে পছন্দ হয়েছে? আমারও পছন্দ...
ধাবা... যাও!!
আরে লজ্জার কী আছে? আমি আগামী সপ্তাহে ছেলেটার বাসায় যেতে চাই। বেসিকের সাথে বিয়ে। তোকে দারুণ মানাবে!!
বেসিককে বিয়ে? হায়...
ধ্যাৎ... ভুলেই গিয়েছিলাম মেয়েটা বেশি সেনসিটিভ!

মেয়ের বাবা এন হক আমাদের বাসায় আসতে চায়? অবশ্যই! এ তো আমার মনের কথা... বাউন্ডুলে বেসিকটার বিয়ে হবে!!
আচ্ছা এন হকটা কে? ব্যাংকার? মানে ওই শয়তান নওশাদ হক নইশ্যা না তো... দেখো মলি, নওশাদ হলে এ বিয়ে হবে না! ওকি, তুমি ওটা কী বের করছ?
ইইই...! মাকড়শা! ওরে বাবা এগুলো তুমি পুষছ কেন... আমাকে দেখাচ্ছ কেন?
এগুলো ছেলের বিয়ের নিশ্চয়তা!
মাকড়শা দিয়ে ভয় দেখিয়ে বেসিকের বিয়ের নিশ্চয়তা চাইছ কেন? আমি তো এমনিই রাজি!!
রিয়া হক হচ্ছে তোমার শত্রু নইশ্যার মেয়ে!
চটাস!
রিয়া নইশ্যার... মানে নস্যুর মেয়ে? নেহী ইই! NOO... হবে না... এ বিয়ে হবে না! মাকড়শা দিয়ে ভয় দেখালেও হবে না!!
তাই? এই কাঁটাটা প্লেটে ঘষলে একটা দাঁত শিরশিরানো শব্দ হয়...
বলো রাজি?

বিল্ডিং কাঁপছে! ভূমিকম্প নাকি?
কম্পনটা ডাইনিং রুম থেকে আসছে!!
ধুপ
ধুপ
তা তা থৈ থৈ নইশ্যার মেয়ে....
না! ধুপ!
? ! ?
ধুপ!

তুমি যত যা-ই করো আমি নইশ্যার মেয়েকে বেসিকের বউ বানাব না!
সত্যি? তা হলে তো এই চকলেট কেক তুমি পাবে না!!

সুস্বাদু চকলেট কেক... শেষ হয়ে যাচ্ছে...!
গাব
গাব!

.. আমাকে এক পিস দে! রিয়াকে দশ বার বেসিকের বউ বানাব... প্লিইইজ...
হুহ্!

তালিবকে ভনিতা করে রেস্টুরেন্টে নিয়ে এসেছি স্রেফ রিয়ার সাথে হঠাৎ পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য!
কত দিন পর তোমার সাথে একা খেতে এসেছি! এই রোমান্টিক একাকী মুহূর্তের জন্য তোমায় ধন্যবাদ!
আরে বাঃ দেখো! আমাদের বেসিক একটা সুন্দরী মেয়ের সাথে বসে খাচ্ছে!
তোমার নাম রিয়া? তা রিয়া তুমি তো খুবই মিষ্টি... একদম পুতুলের মতো... বেসিক গাধাটা তা হলে একটা কাজের কাজ করেছে!
সব্বোনাশ! তোমরা কোথা থেকে এলে?
ওয়েটার?
একটা কাজী লাগাও!

অবশেষে রিয়ার বাবা নওশাদ হক এসেছে বেসিকের বাসায়, বিয়ে নিয়ে প্রাথমিক কথা বলবে। নওশাদ এখনও জানে না, বেসিকের বাবা তালিব যে তার শত্রু।

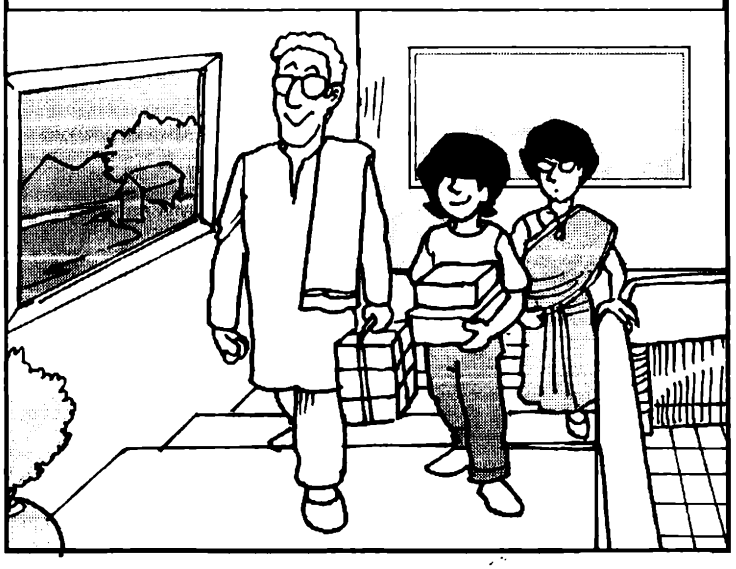

আগেকার দিনের মতো খুব রুচিশীল বাড়ি! বোঝা যাচ্ছে বেসিকের বাবা খুবই ভদ্রলোক মানুষ... পরিবারকেন্দ্রিক... অর্থলোভী বড়লোক না!

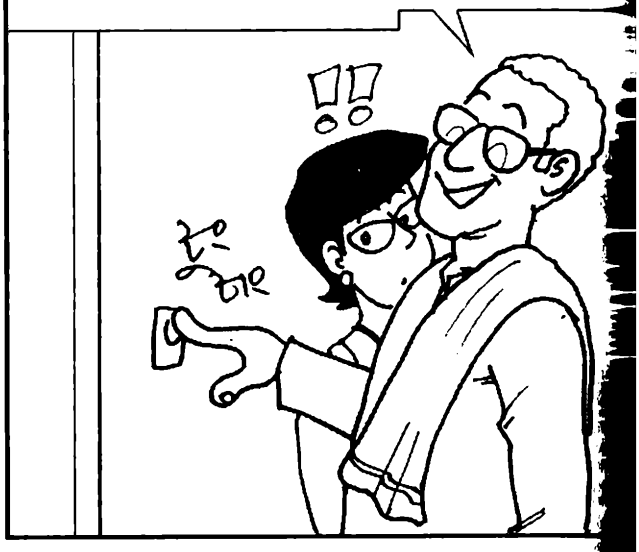


যাক! এত দিনে সত্যটা স্বীকার করলি যে আমি ভদ্রলোক!!

তোর মেয়ে যদি তোর খবিস চেহারাটা পেত, কখনোই তার সাথে বেসিকের বিয়ের কথা ভাবতাম না!

বেসিককে কখনে জামাই বানাব না

তোরা ভেতরে বস, আমি ওদের ভেতরে আনছি!

মেথর! পামড়! চামাড়!

ইতর! বানর! জোকার!

তালিব! নওশাদ! যাও ভেতরে গিয়ে মারামারি করো, না হয় আমি তোমাদের মার লাগাব!

ডুয়েল লড়ে তোর সাথে দফা-রফা হবে, তালেইব্বা!
গুলি চালা, ব্যাটা নস্যু!

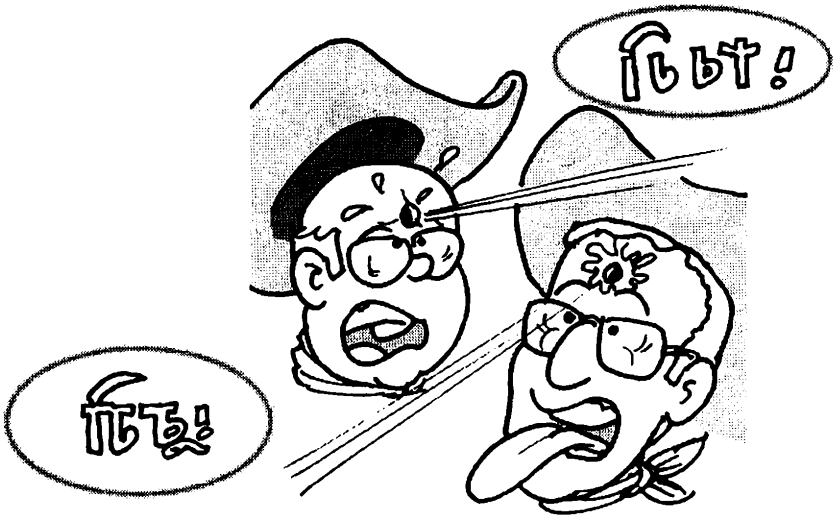


ঢিচাং!
ঢিচুং!

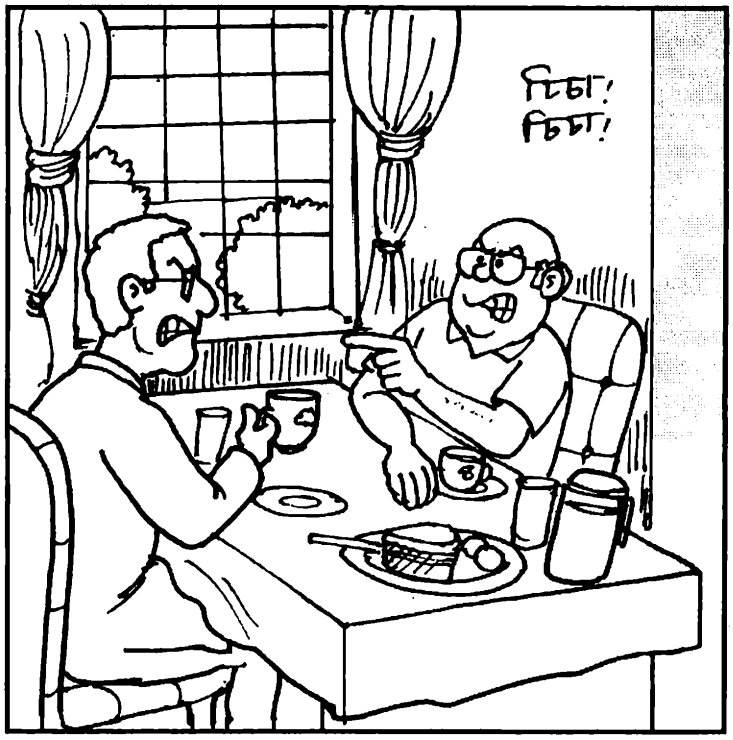


ঢিচা!
চিচা!

মলি তো কিছুতেই গুণ্ডা-সদৃশ তালিবের সাথে প্রেম করবে না। কিন্তু হাত-সাফাইয়ের রাজা তালিব ঠিকই ওর হৃদয় চুরি করে ফেলল।

এদিকে কথাবার্তায় অদক্ষ নওশাদ তালিবের সাহায্য নিয়ে দিয়াকে জয় করার শেষ চেষ্টা করছে– এক দান জুয়া!

১৯৭৮ সালে তালিব এবং নওশাদ মলি ও দিয়াকে বিয়ে করে মহা আনন্দে সময় কাটাচ্ছে। স্বল্প বেতনের চাকরি করলেও ওরা নিবেদিত প্রেমিক এবং সুখী মানুষ। একসাথে বেড়াতে যাওয়া ছাড়াও তালিব আর নওশাদ নিয়মিত তাস খেলত।
তালিব তখনও জুয়াতে হারত... কিন্তু হাতে চুম্বকের বেল্ট পড়ে খেলত... যাতে সব পয়সা চুম্বকের টানে ওর কাছে চলে আসত।
আর যা-ই পারিস, তালিব– তুই কখনোই আমার সাথে জুয়ায় একবারও জিততে পারবি না!
তাই? কাল তোকে দেখে নেব!
১৯৭৯ সাল। তালিবের বাসায় নওশাদ নিয়মিত জুয়া খেলে এবং জেতে।
পরদিন নওশাদের পেছনে আয়না বসিয়ে তাস খেলতে বসে তালিব। জয় অনিবার্য!
আমি তালিবের কাছে হেরে গেলাম...? অ্যাক!!
তালিবের কাছে জীবনের প্রথম জুয়ায় হেরে নওশাদ দাঁত খিঁচড়ে জ্ঞান-হারা। কত টাকা হেরেছে? ৫ পয়সা×৪০ = ২ টাকা!!

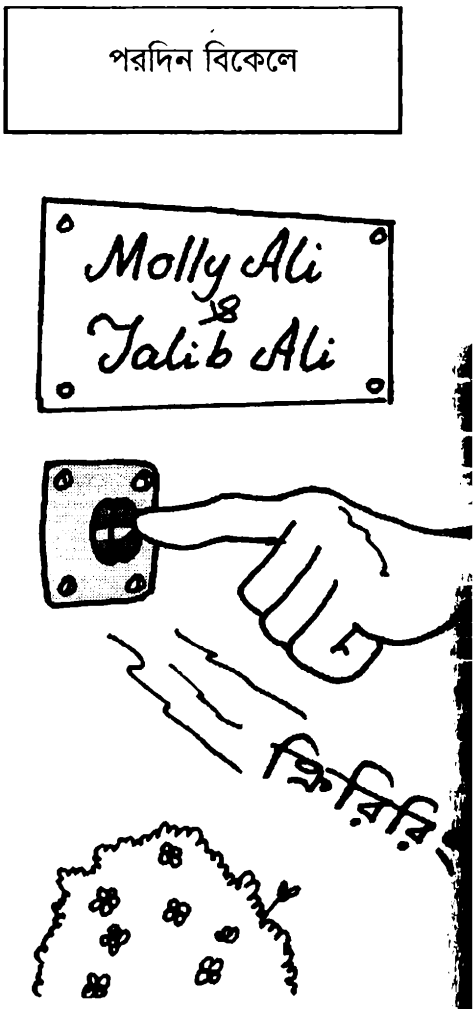

হা হা হা... হারুপার্টি!
আমার পেছনে আয়না ছিল! আচ্ছা!!!
নওশাদ বুঝে গেল যে তালিব বাটপারি করে জুয়ায় ওর কাছ থেকে দুই টাকা জিতেছে!
পরদিন বিকেলে
Molly Ali & Talib Ali
ক্রিরিরি
দরজা খুলে তালিব দেখে...
আগুন!!
পা দিয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে দেখে...
গোবর!
হা হা হা হা...

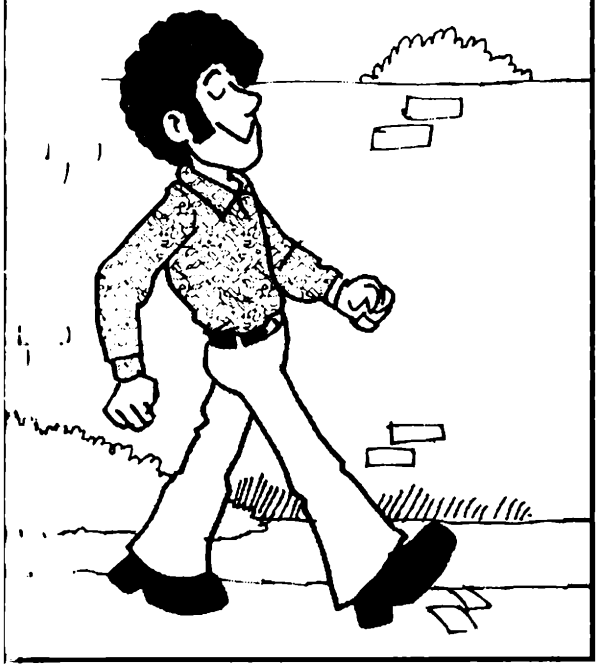

শাদের গোবর-কৌতুকের শিকার হয়ে পরদিন তালিব প্রতিশোধ নেয়।
ঈদের কাপড় পরে নওশাদ এক ডজন কলার খোসায় পা দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না!
আধমণ গোবরের স্তূপে পড়ার জন্যও সে প্রস্তুত ছিল না!

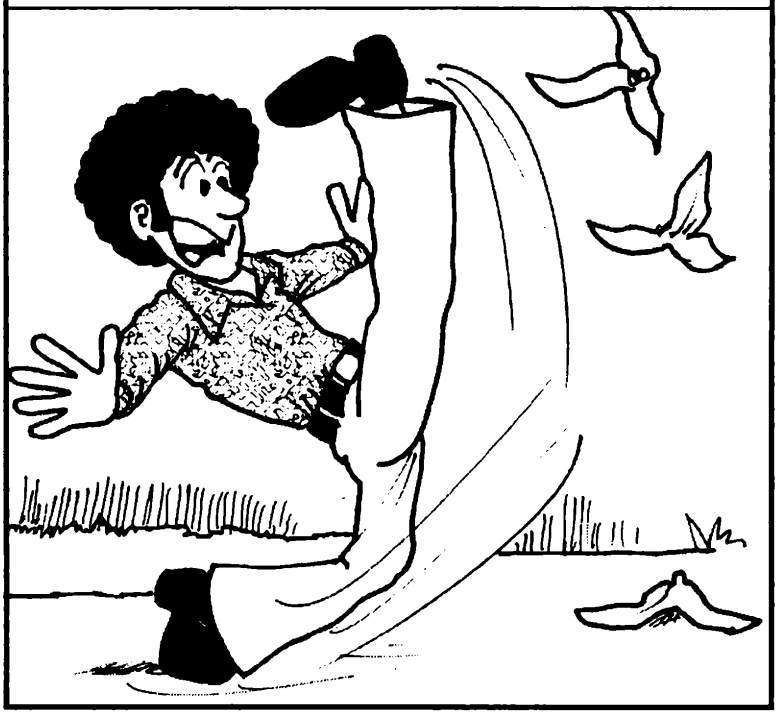

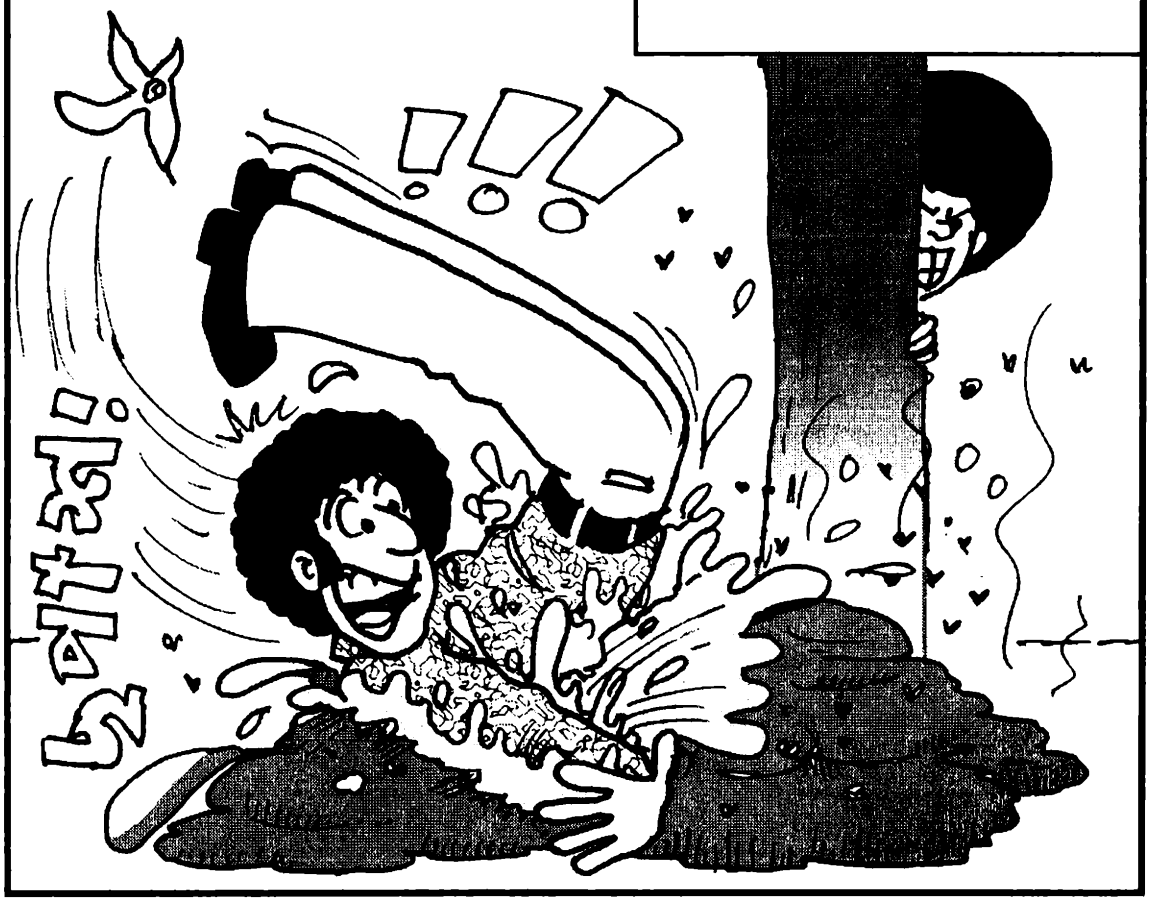

দুই বিবাহিত চাকরিরত যুবক এক জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে গোবর-যুদ্ধ শুরু করেছে! শেষে নওশাদ তালিবের জন্য দরজার ওপর এক বস্তা গোবর রেখেছে।
গোবর
জলদি আমার বাসায় আয়। একসঙ্গে স্টেডিয়ামে যাব!
তালিব নওশাদের বাসায় ঢোকার সময় নওশাদে
সাহিত্যিক শ্বশুরের সামনে পড়ে যায়!
সালাম, খালু। আপনি আগে ঢুকুন!
এসো এসো...
Diya Haq &
শ্বশুরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল...

ব্যস! এই থেকে দুই বন্ধু হয়ে গেল চির শত্রু।
নওশাদের শ্বশুর পত্রিকায় কলাম লিখল, 'গোবরে যুব সমাজ'– আর এরপর সাতাইশ বছর
তালিব ও নওশাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ রইল।।

আমার অবিশ্বাস্য লাগছে যে আমার স্ত্রী আর কন্যা ষড়যন্ত্র করে আমাকে আজ আমার শত্রুর বাসায় পাঠিয়েছে!
আমার স্ত্রী আর পুত্র কিনা ষড়যন্ত্র করে শত্রুর মেয়েকে পুত্রবধূ বানাতে আমাকে রাজি করিয়েছে!!

বিয়ে না করলে কোনো শ্বশুর থাকত না, আর তার মাথায় গোবরও পড়ত না। শত্রুর মাথায়ই পড়ত। তাতে সুখী থাকতাম! এখনকার মতো অসুখী না!

আমি নিজ কানে শুনেছি ওই খবিস বলেছে দিয়াকে বিয়ে করে সে অসুখী হয়েছে!
তবে রে... আমার সংসারে আগুন লাগানোর চেষ্টা?!

নওশাদ আর তালিব, তোমরা বন্ধু না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের বিব্রত করতে থাকব। এজন্য আমরা তোমাদের ছবি হাতে নিয়েছি!

না! আমরা বন্ধু হব না। তোমরা ছবি নিয়ে আমাদের বিব্রতও করতে পারবে না!

দেখো তোমাদের দুই বন্ধুর ফটোরা কোলাকুলি করে বলছে, HI দোস্ত...
SORRY দোস্ত!
থামো!!
ইয়াক!

আমাদের বাসা থেকে বের হবার আগে কথা দাও যে তুমি বেসিক-রিয়ার বিয়েতে রাজি!!
না!
....

এই শেষবারের মতো মিষ্টি করে বলছি...
শে.. শেষবার? এরপর কি তোমার খিটখিটে বুড়ো বাবাকে ডেকে আনবে নাকি বাসায়?

ঠিক আছে মলি, তোমার ছেলের সাথে রিয়ার বিয়ে হবে...
ঠিক আছে, দিয়া! মেনে নিলাম!

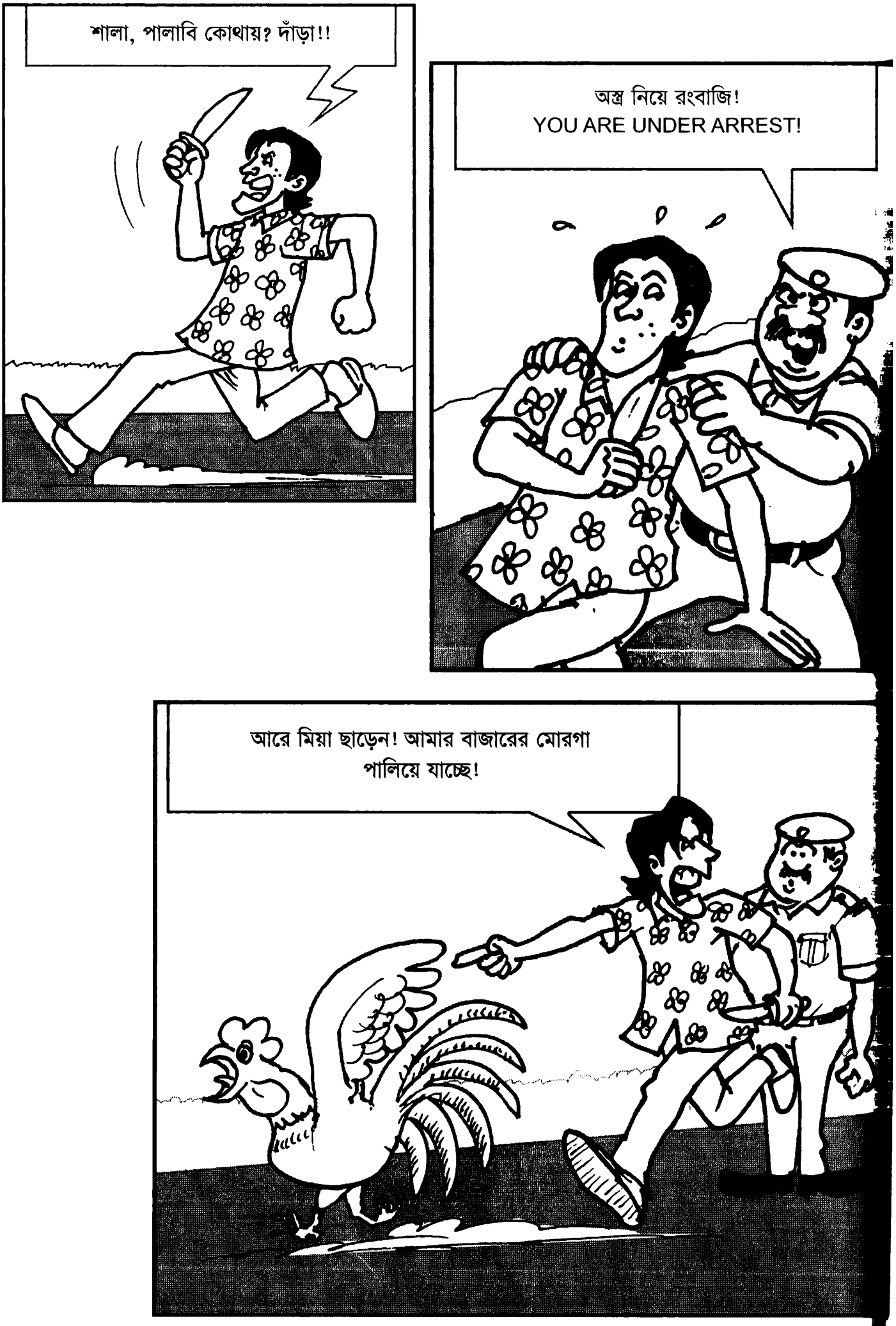
শালা, পালাবি কোথায়? দাঁড়া!!
অস্ত্র নিয়ে রংবাজি!
YOU ARE UNDER ARREST!
আরে মিয়া ছাড়েন! আমার বাজারের মোরগা
পালিয়ে যাচ্ছে!

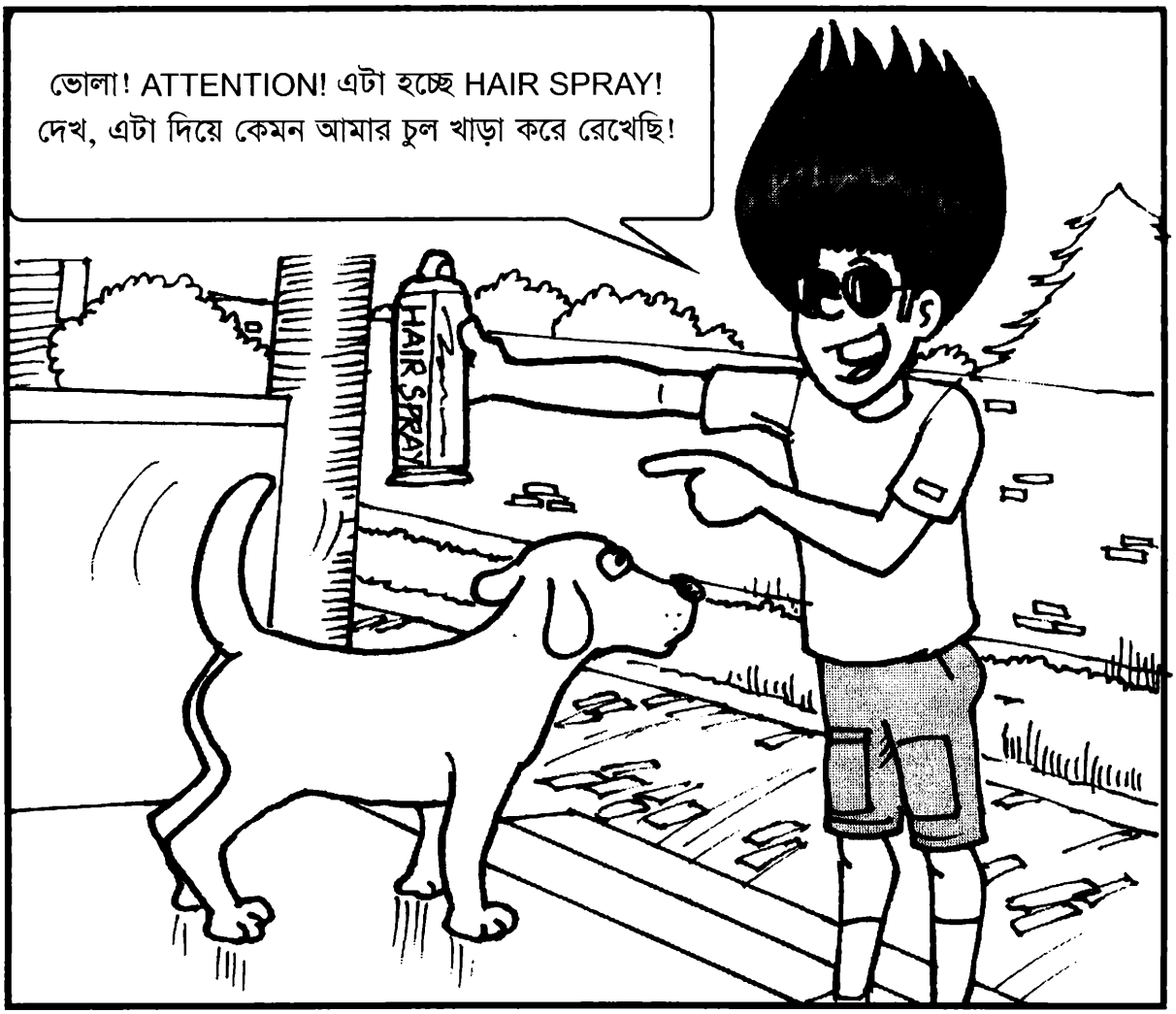
ভোলা! ATTENTION! এটা হচ্ছে HAIR SPRAY!
দেখ, এটা দিয়ে কেমন আমার চুল খাড়া করে রেখেছি!
HAIR SPRAY

চুপচাপ দাঁড়া!
?

কে বলেছে কুত্তার
লেজ সোজা হয় না...
হি হি হি...!
?!?!

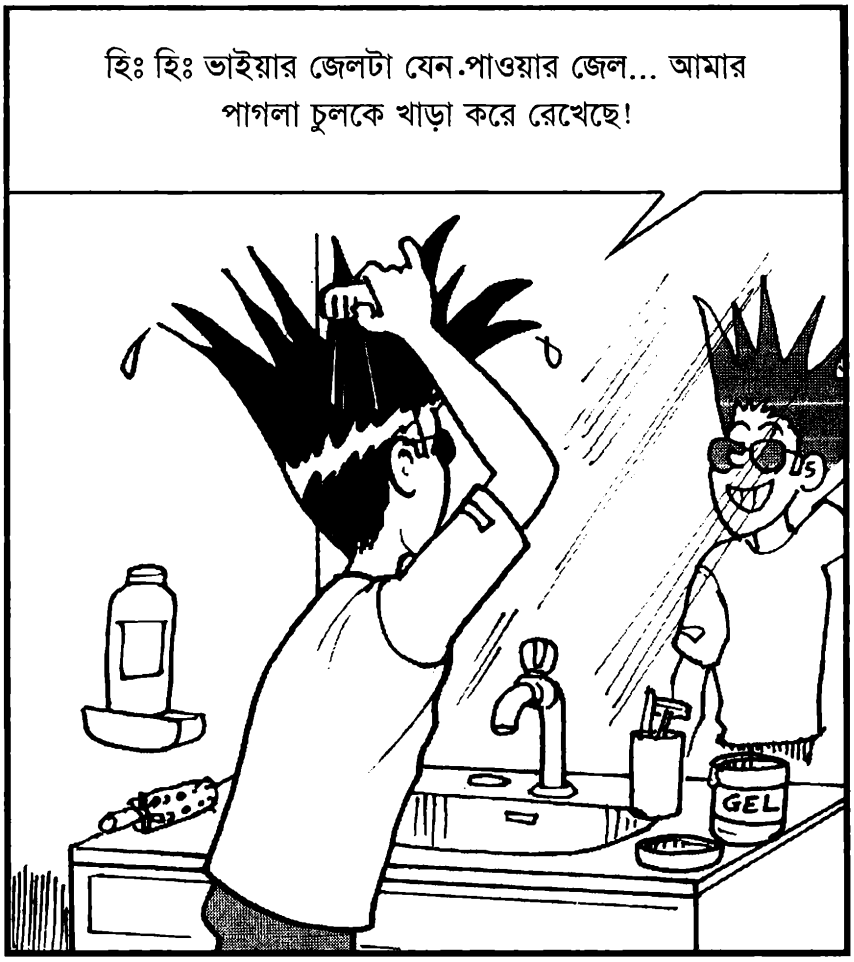

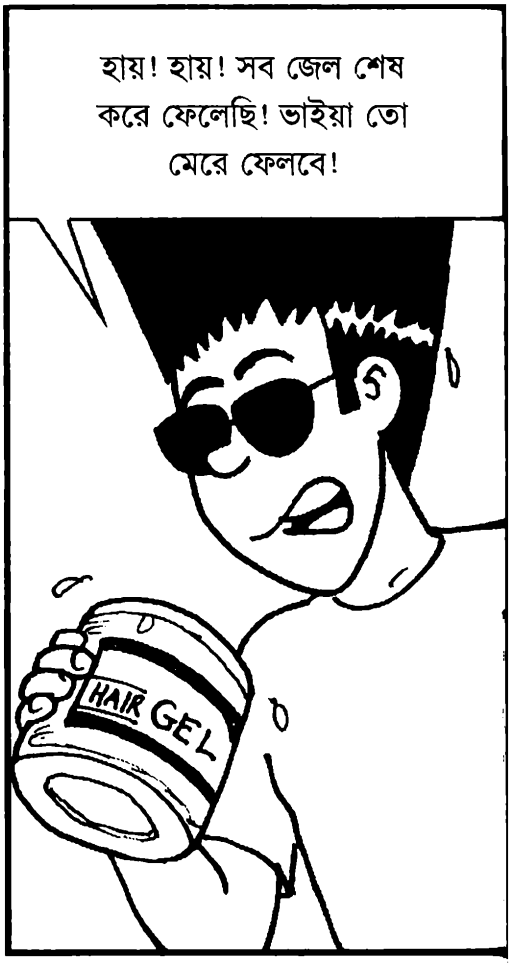

হিঃ হিঃ ভাইয়ার জেলটা যেন পাওয়ার জেল... আমার পাগলা চুলকে খাড়া করে রেখেছে!
হায়! হায়! সব জেল শেষ করে ফেলেছি! ভাইয়া তো মেরে ফেলবে!
HAIR GEL
ফুলমতি বুয়া, জলদি এ ডিব্বায় ভাতের মাড় দাও!
আ?
GEL
পরে
কী ব্যাপার? জেল থেকে এমন ভাত-ভাত গন্ধ আসছে কেন?

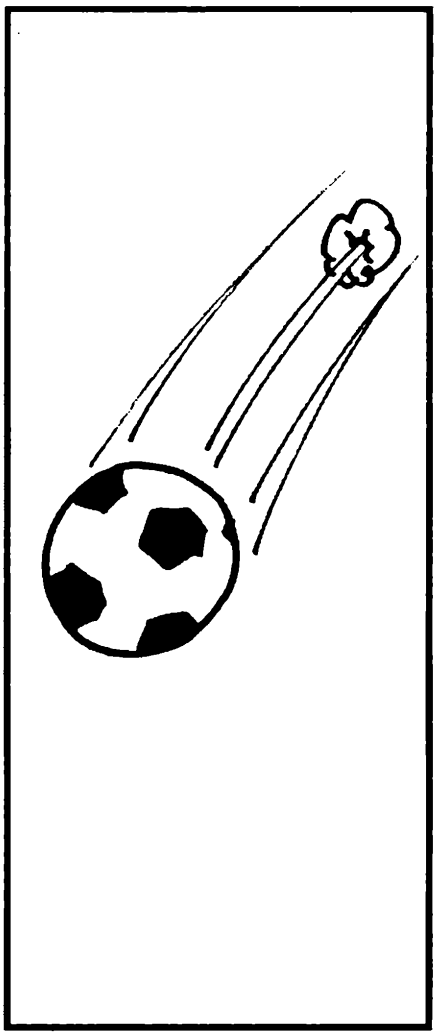

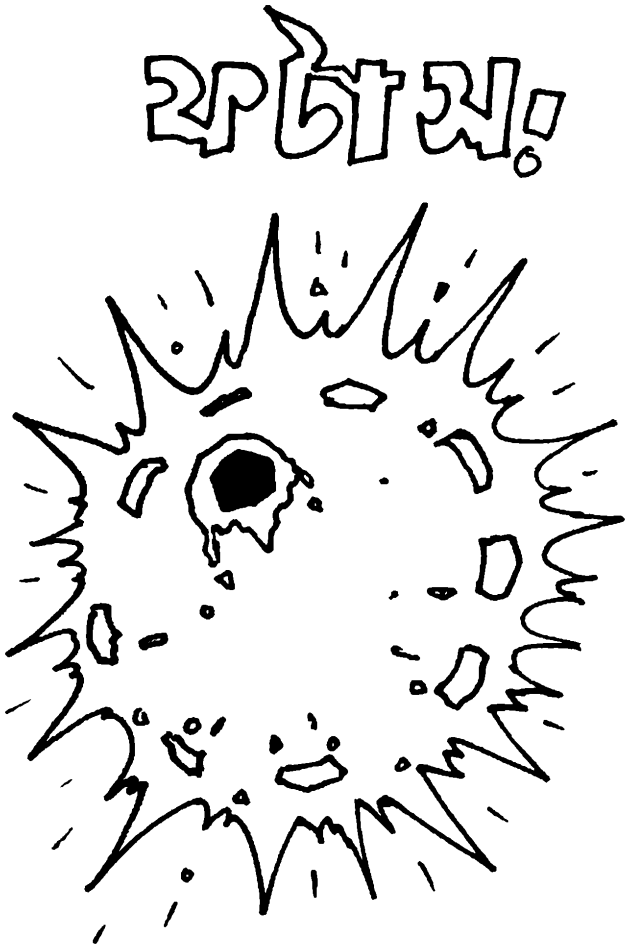
ফটাস্!

এ নিয়ে আজ তিন বার বলটা ফাটালি! এবার তুই আমাদের ক্ষমা কর!

এবার দয়া করে তোর চুলের ফ্যাশনটা পাল্টে আয়!
10
3
2

PIRATES OF THE
GEL
নেচার! থাম!
আমার জেল....!!
সসস!
শেষ পর্যন্ত তুইও ভাতের মাড়ের জেলের কাছে
ধরা খেলি!!
?
কড়
কড়
GEL

আমার চুলটা হাস্যকর লাগছে কারণ চুলে যে জেলটা লাগিয়েছি ওটা মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে! মনে হয় যেন ভাতের মাড় মেখেছি!
দেখো কেমন লোহা হয়ে আছে চুলটা!
হিঃ হিঃ
পটাং!
কড়ড়াং!

ওকি রে বাপ! তোর চুলের এ অবস্থা কেন?
আমি নিশ্চিত যে ওই বেটে শয়তান আমার জেলে ভাতের মাড় ঢেলে রেখেছিল। এখন আমার চুল শক্ত হয়ে ভেঙে গেছে!
আমি চুলে টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে ঘুরছি!

ভাইয়া, আমাদের চুল নষ্ট করার জন্য ম্যাজিককে কী শাস্তি দিচ্ছ?
ও দরজা দিয়ে ঢোকা মাত্র দেখতে পাবি কী শাস্তি দিচ্ছি!

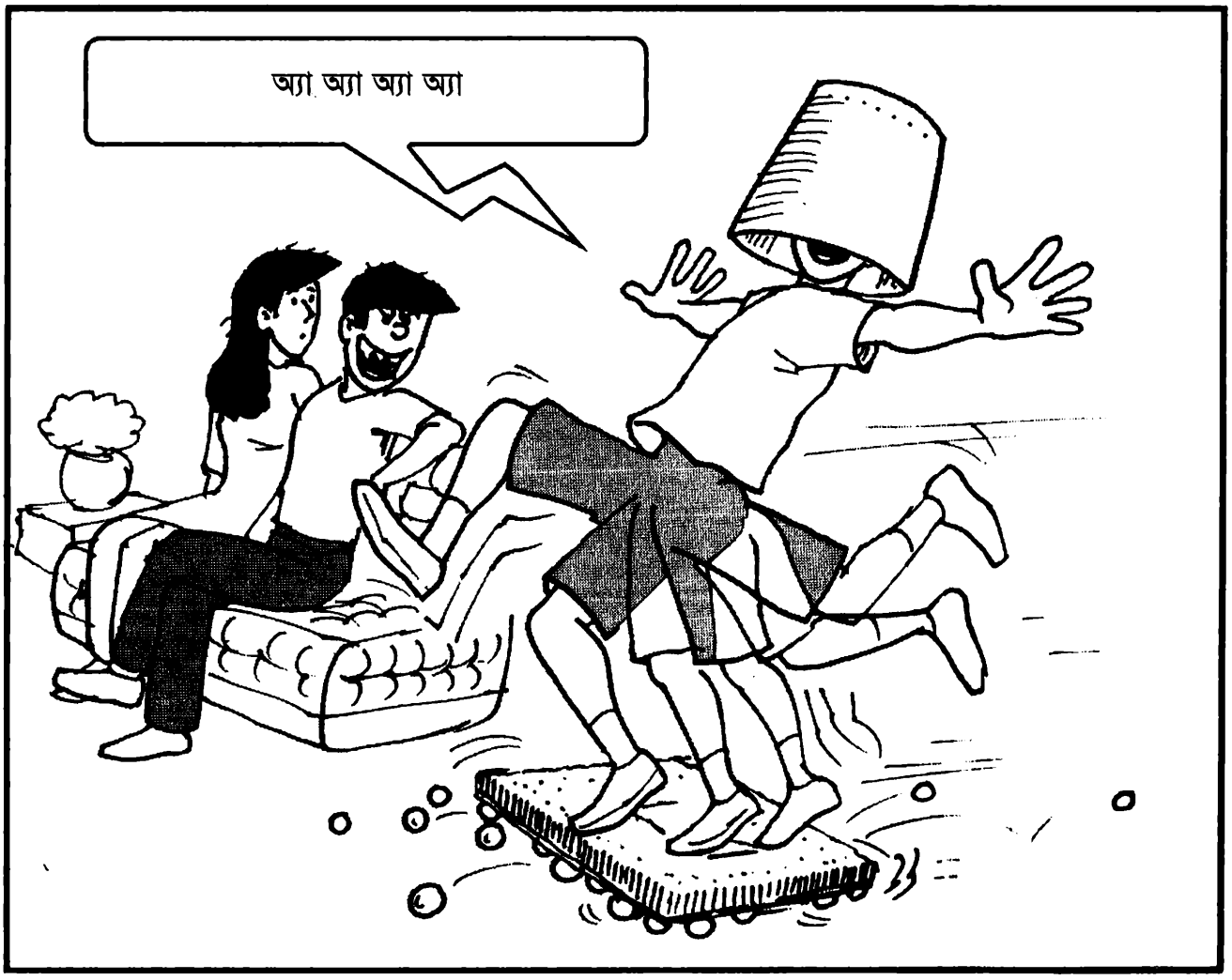
অ্যা অ্যা অ্যা অ্যা

আসামি ম্যাজিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?
মাই লর্ড... সরি... মাই লেডি... সরি... মাই ম্যাডেস্ট... আসামি ফাতরা ম্যাজিক...
আসামি নির্দোষ!
সেকি! আমি তো অভিযোগই দিতে পারলাম না!
বিচারককে অবমাননা?
আমি এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করব!
মহামান্য উচ্চতর আদালত...
আসামি দোষী!

ম্যাজিক নির্দোষ!
ম্যাজিক দোষী!
দুষ্টামীর জন্যে যদি ম্যাজিককে দোষী হতে হয়– তা হলে তুমিও দোষী!
কীভাবে?
তোমার কি সন্দেহ আছে যে তুমি নিজেই বাচ্চাদের শয়তানি করার অনুপ্রেরণা?

এই যে ভাই, দয়া করে রাস্তাটা ছেড়ে দাঁড়ান!
কিসে? পৃথিবীর কোনো বাপের ব্যাটা আমারে সরাইতে পারব না!
GIRL'S COLLEGE
SOLEMAN KHAN

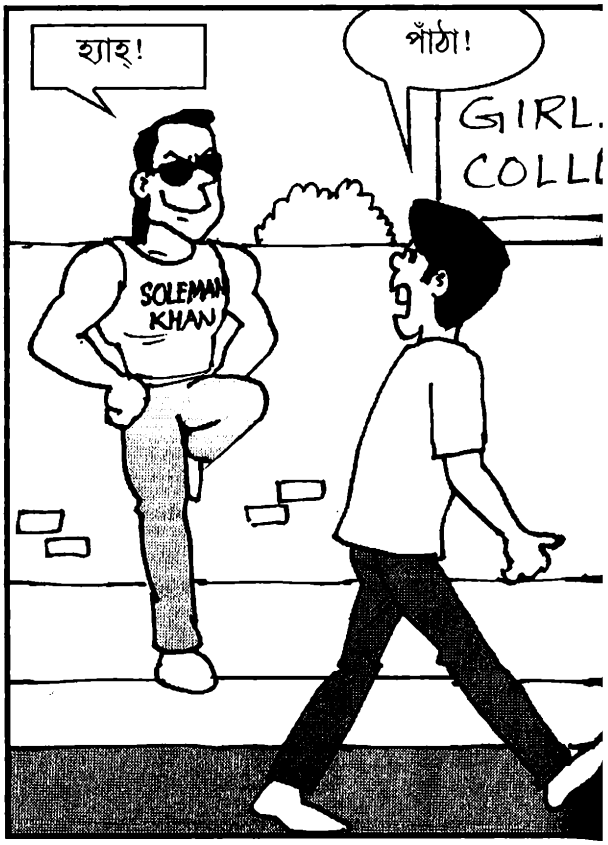
হ্যাহ্!
পাঁঠা!
GIRL.
COLL
SOLEMAN KHAN

!!

কামড়াইস না রে বাপ!

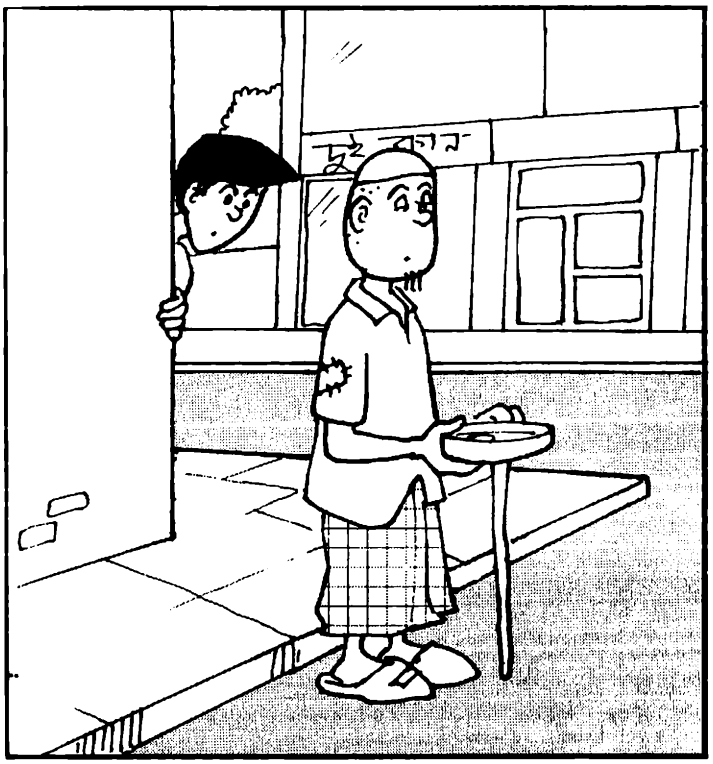

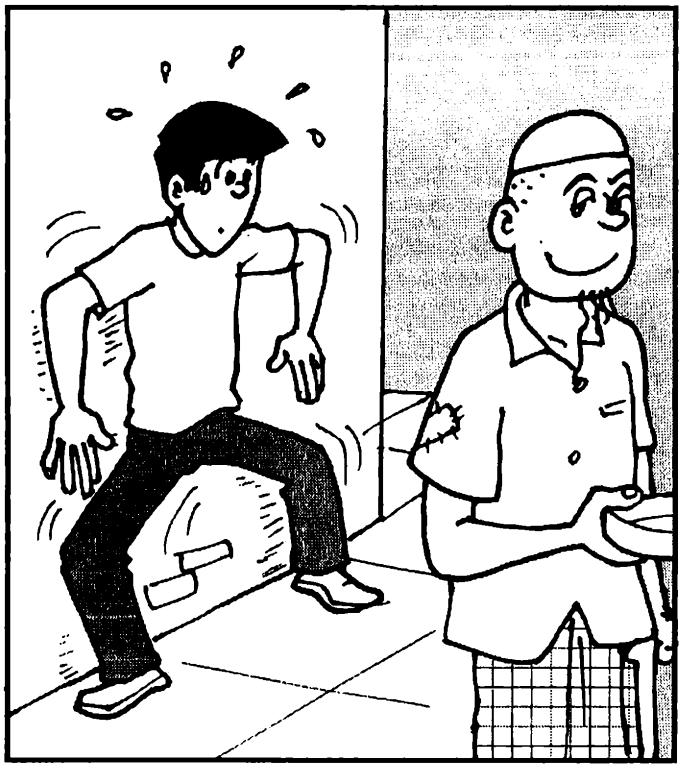

হেঃ হেঃ আরেকটা দিন সময় দাও, তোমার বিশ
টাকা ধার ফেরত দিয়ে দেব!

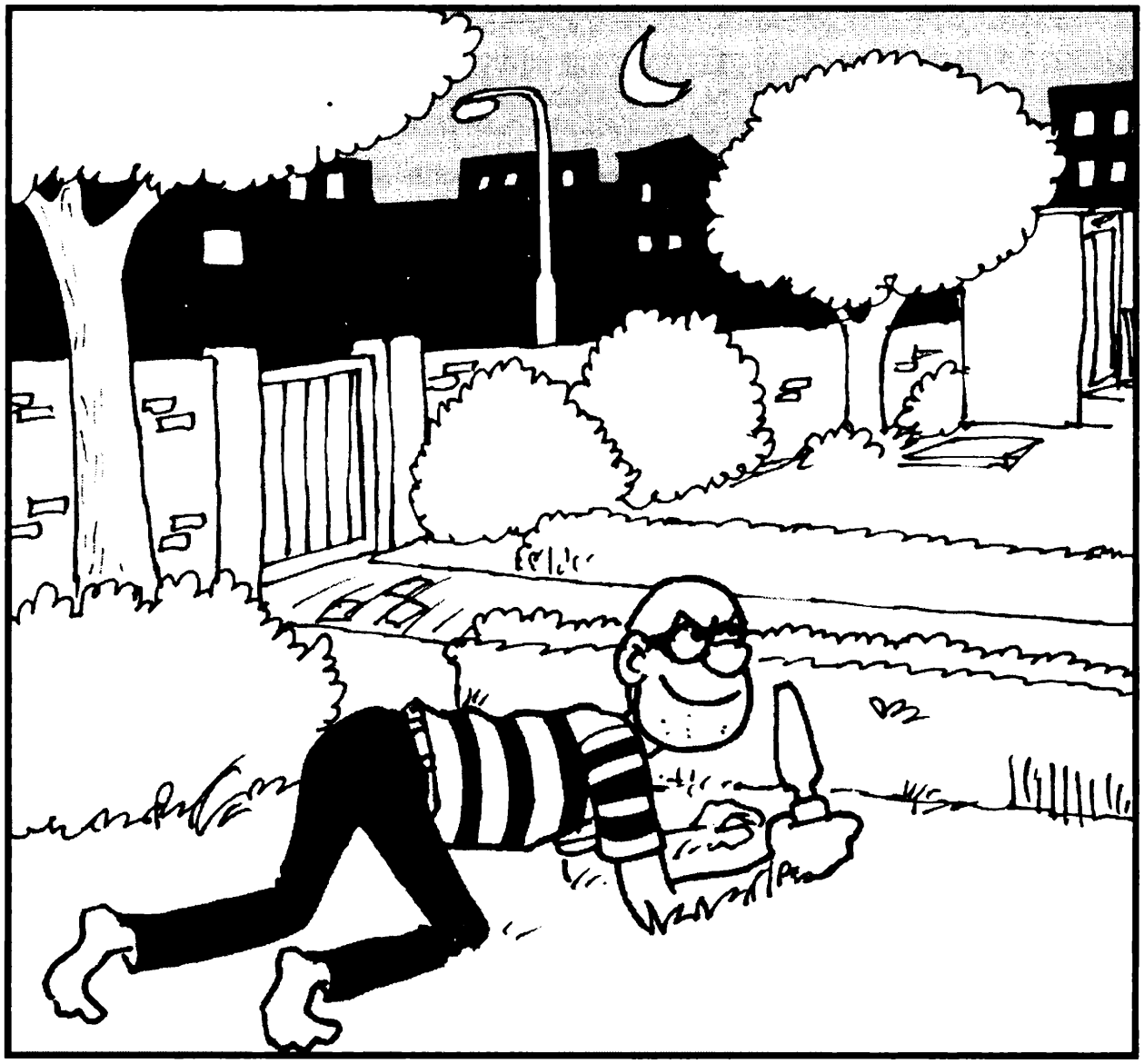

!


ওয়াক থুঃ!
ওয়াক থুঃ!

খুট!

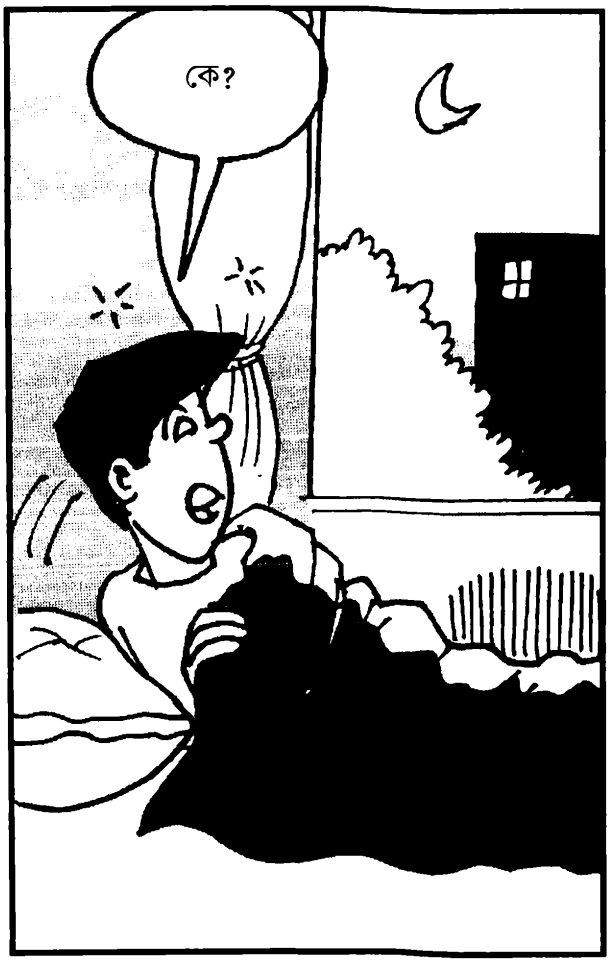
কে?

আমি জনৈক চোর!

চুরি করতে আইসা বারান্দায় ঘুমায়া গেছিলাম!

রাত্রে চোর আইছিল, কিন্তু কোনো তালা ভাঙতে পারে নাই। চুরিও করতে পারে নাই!
তয় আমার একটা মগ আর বদনা বাইরে পাইছিল– লয়া গেছে!! আর দেওয়ালে একখান চিকা মাইরা গেছে!
এই বাড়ির মালিক ছোটলোক
বেয়াদব চোর!

প্রিয় মোনালিসা,
ফোন কোরো।

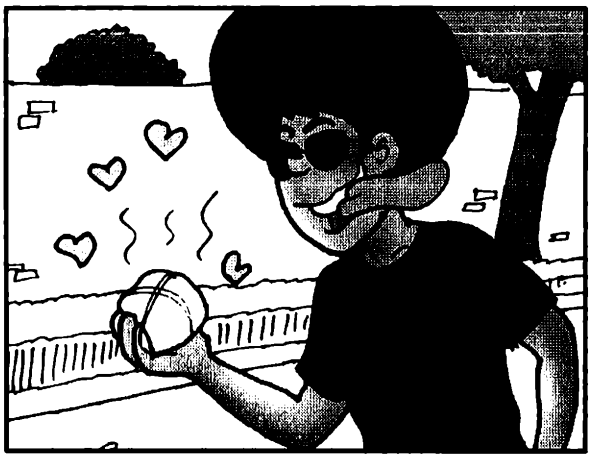

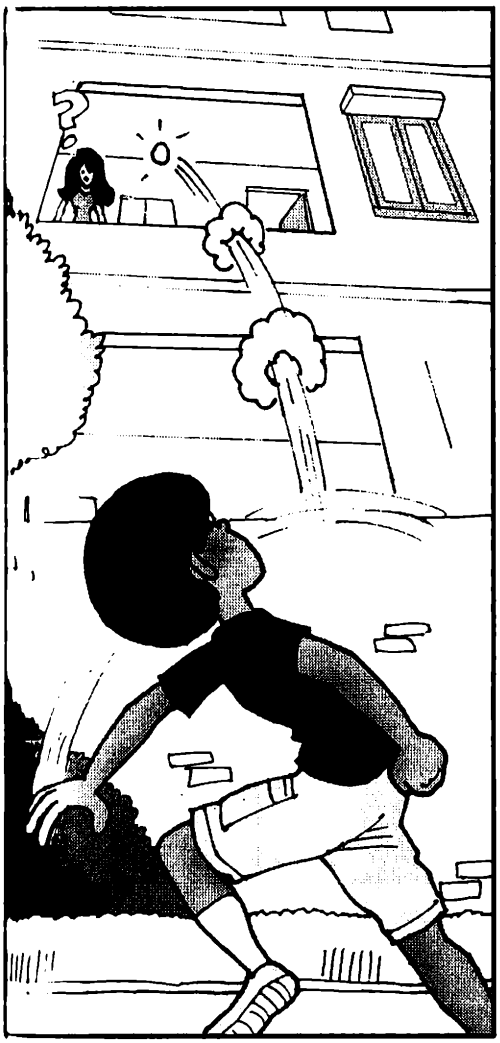

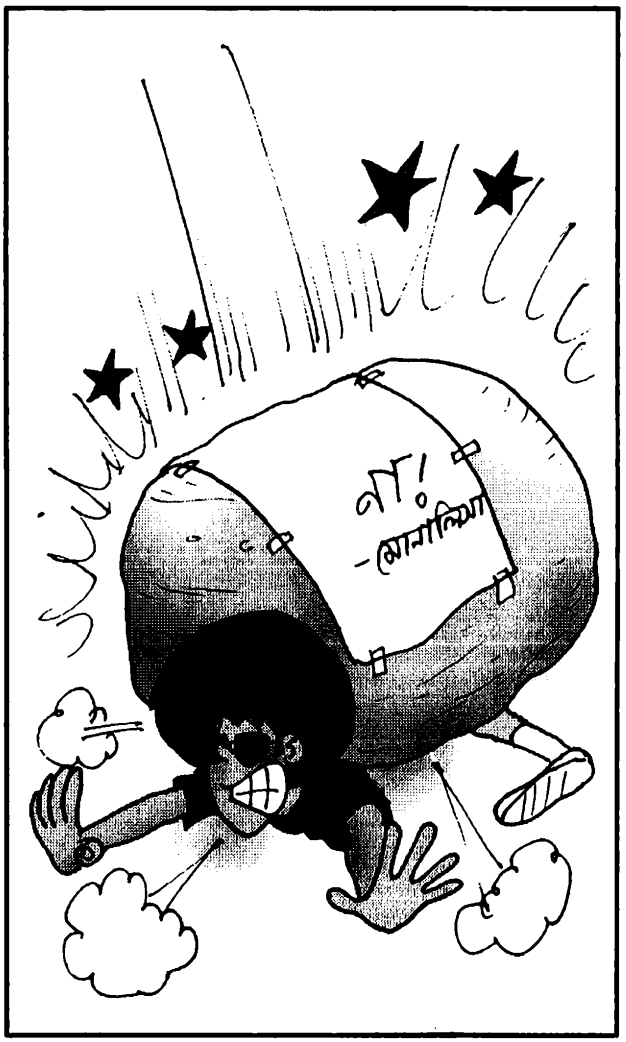
না!
-মোনালিসা

পাড়ায় আসা নতুন মেয়ে মোনালিসাকে দেখলে আমার মাথা ভনভন করে, বুক ধুকপুক করে, নাক পিড়পিড় করে...

এই ছোকড়া, প্রতিদিন এখানে এ সময় এখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাক কেন, অ্যা?
খাইছে!

হিঃহিঃ একে তো সানগ্লাস। তার নিচে আমার ট্যারা চোখ। তুমি কীভাবে দেখলে যে তোমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছি!

কত বড় সাহস! এখনও হাফ প্যান্ট পরা ছাড়তে পারনি? আমার সাথে টাংকি মার?!
কেন, তোমার বাবাও দেখেছি বারান্দায় হাফ প্যান্ট পরে থাকে!!
বেয়াদপ ছেলে!! আমি তোমার সিনিয়র! আমি কলেজে পড়ি!
হাঃ আমি অনার্সে পড়ি!

আসলে তুমি ক্লাস নাইনে পড় এবং আমি টেনে! অতএব সিনিয়র হিসেবে আমি তোমার সাথে টাংকি মারব– তুমি আমাকে সালাম দেবে, ঠিক আছে?
বান্দর!

যাঃ তোকে আমার সব পাইরেটেড সিডিগুলো দিয়ে দিলাম!
ইয়াহু!! থ্যাংক ইউ, ভাইয়া!
বড়লোক হয়ে যাব আজকে।

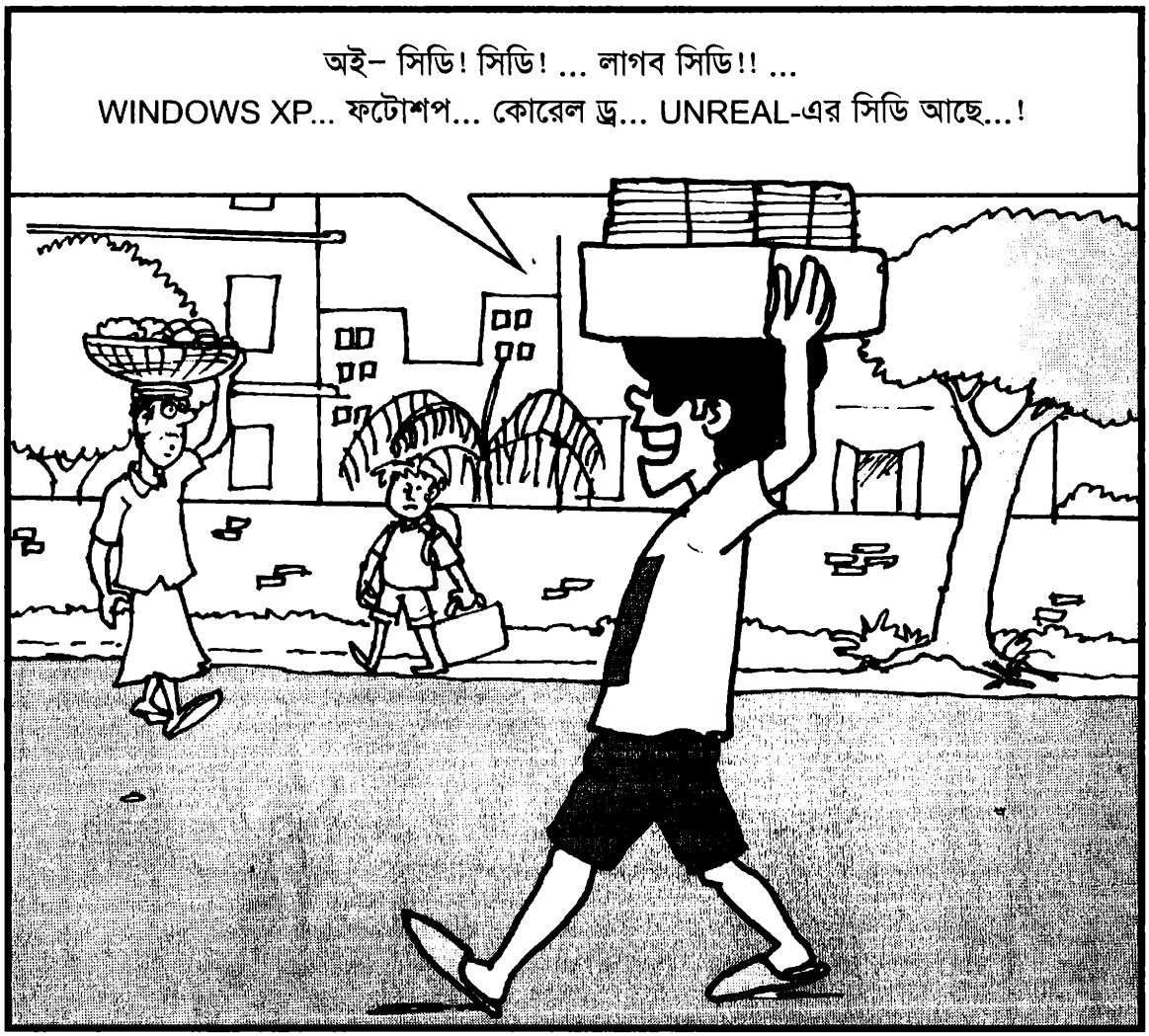
অই– সিডি! সিডি! ... লাগব সিডি!! ...
WINDOWS XP... ফটোশপ... কোরেল ড্র... UNREAL-এর সিডি আছে...!

কাজ ফেলে আপনারা দু জন অফিস লাইব্রেরিতে কী করছেন? এখানে প্রেম করা নিষিদ্ধ!

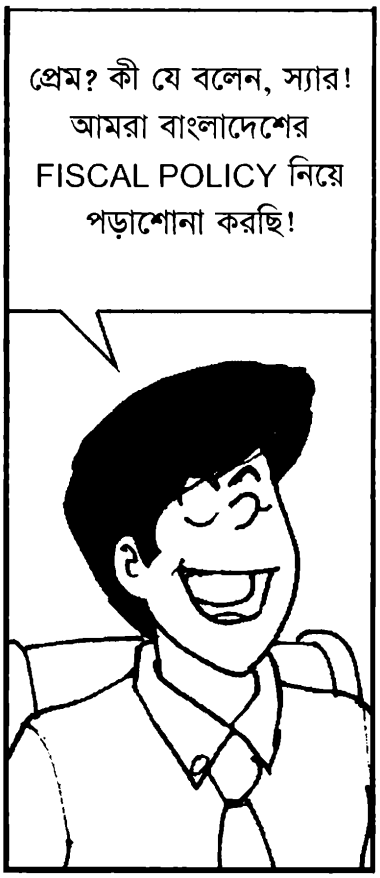


প্রেম? কী যে বলেন, স্যার! আমরা বাংলাদেশের FISCAL POLICY নিয়ে পড়াশোনা করছি!

তা হলে অন্তত বইগুলো ঠিকভাবে ধরে পড়ুন!

দোস্ত একটু হেল্প কর। কনস্ট্রাকশনের কাজে নতুন তো– আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দে!

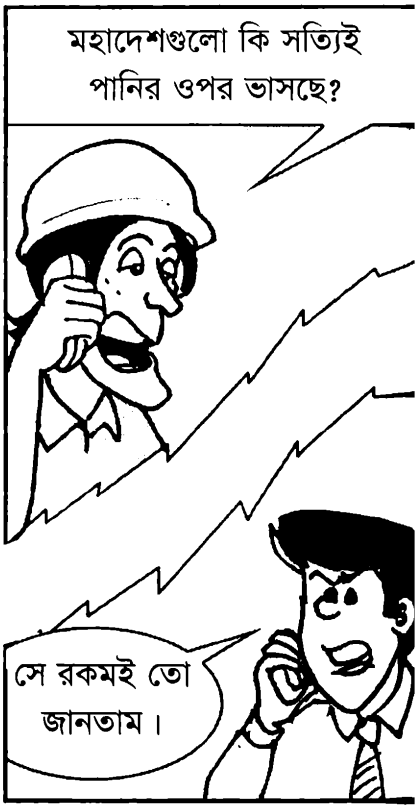


মহাদেশগুলো কি সত্যিই পানির ওপর ভাসছে?
সে রকমই তো জানতাম।

জলদি! সর্বনাশ হবার আগেই সবাই মাটির ওই ফুটোটা বন্ধ করে ফেলো!

পনেরো মিনিট ধরে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন!! এ বাসায় কাজ না থাকলে যান রাস্তা মাপেন!
অ্যা?
না! কোনো 'অ্যা' নয়। রাস্তা মাপেন, না হয় পুলিশ ডাকব!
.. অনেক বিশ্রাম হয়েছে– চলো কুদ্দুস, রাস্তা মাপার কাজটা আবার শুরু করি!
সড়ক ও জনপথ জরিপ বি

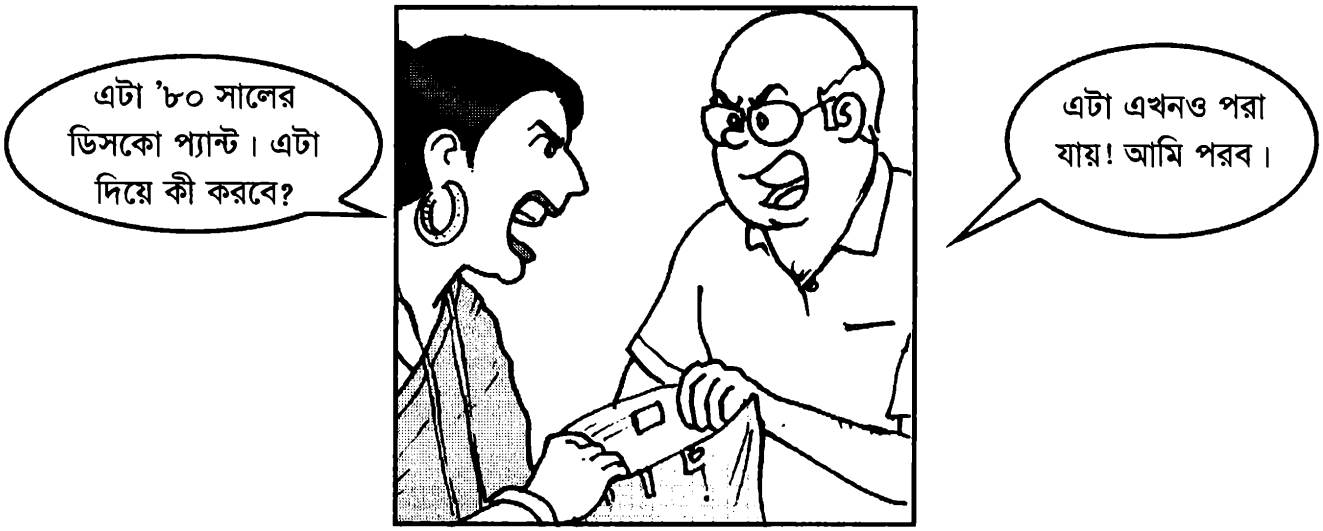

বাসায় প্রচুর জঞ্জাল জমে গেছে। পুরানো জিনিসগুলো গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি!
অ্যা? ওটা তো আমার প্রিয় প্যান্ট!
DHL
এটা '৮০ সালের ডিসকো প্যান্ট। এটা দিয়ে কী করবে?
এটা এখনও পরা যায়! আমি পরব।
দারুণ ফিটিং হচ্ছে! তোমার একটা '৭৪ সালের প্যান্ট পেয়েছি। ওটাও দেব?
হ্যাক্‌!
হুম!
হুপ!
হিপ!

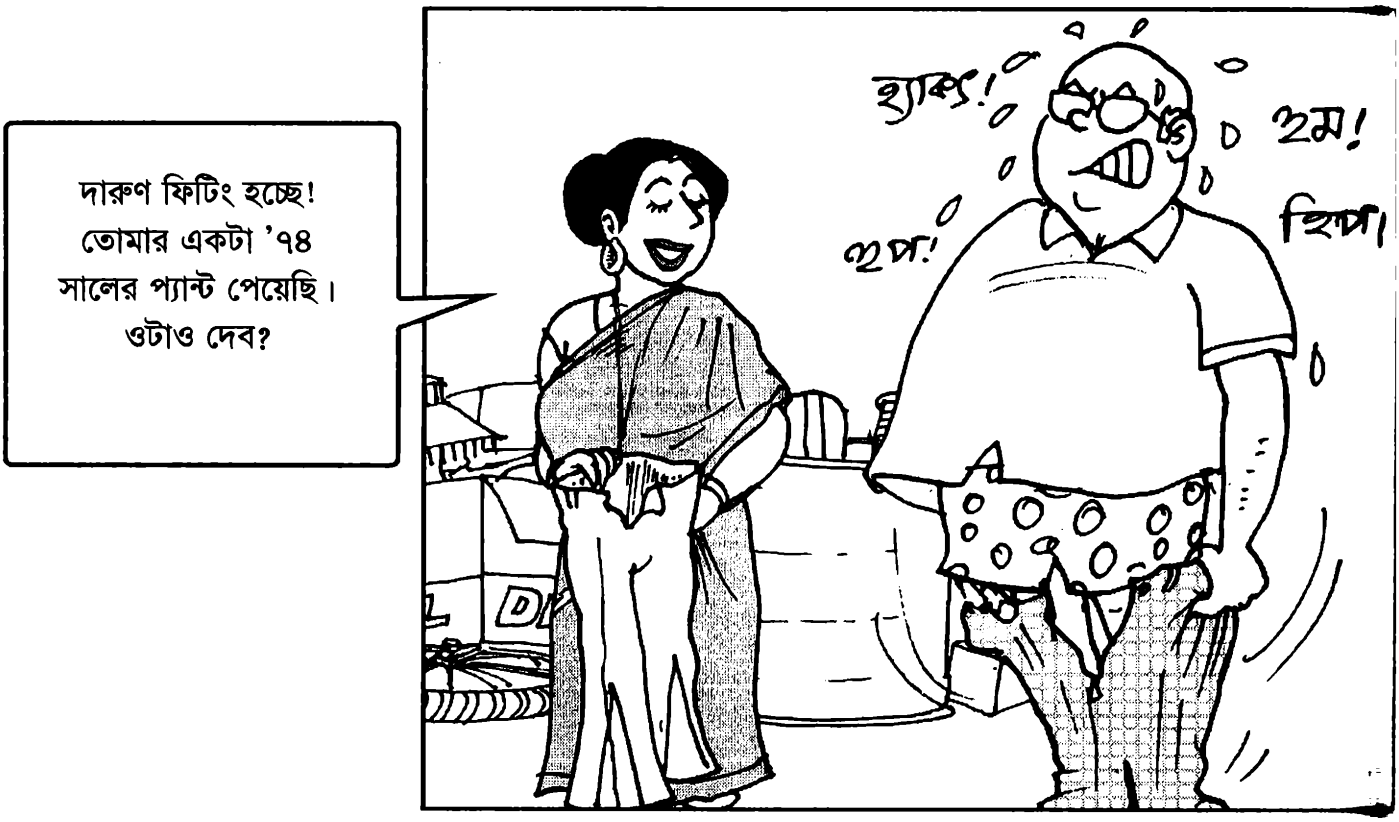

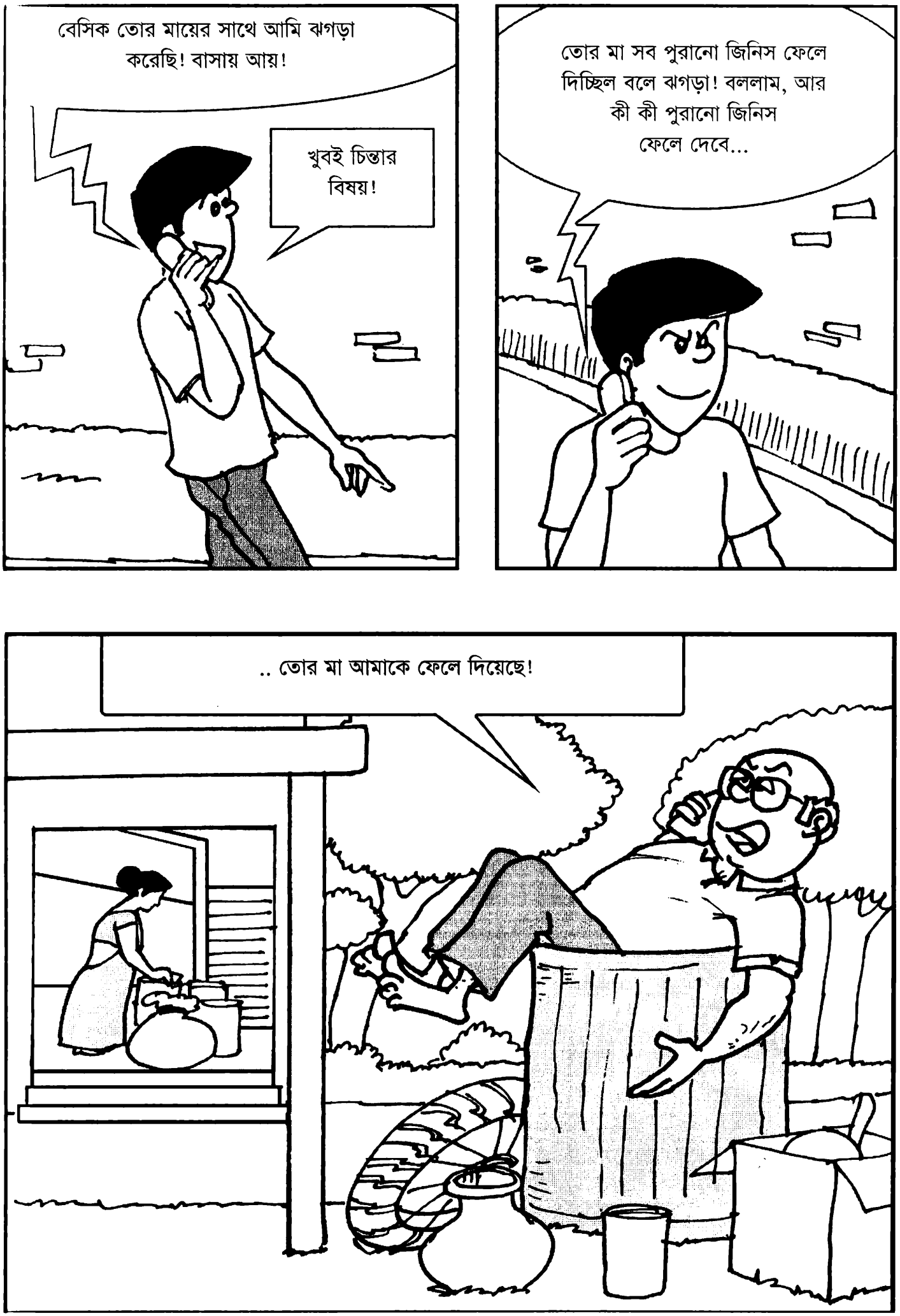
বেসিক তোর মায়ের সাথে আমি ঝগড়া করেছি! বাসায় আয়!
খুবই চিন্তার বিষয়!
তোর মা সব পুরানো জিনিস ফেলে দিচ্ছিল বলে ঝগড়া! বললাম, আর কী কী পুরানো জিনিস ফেলে দেবে...
.. তোর মা আমাকে ফেলে দিয়েছে!

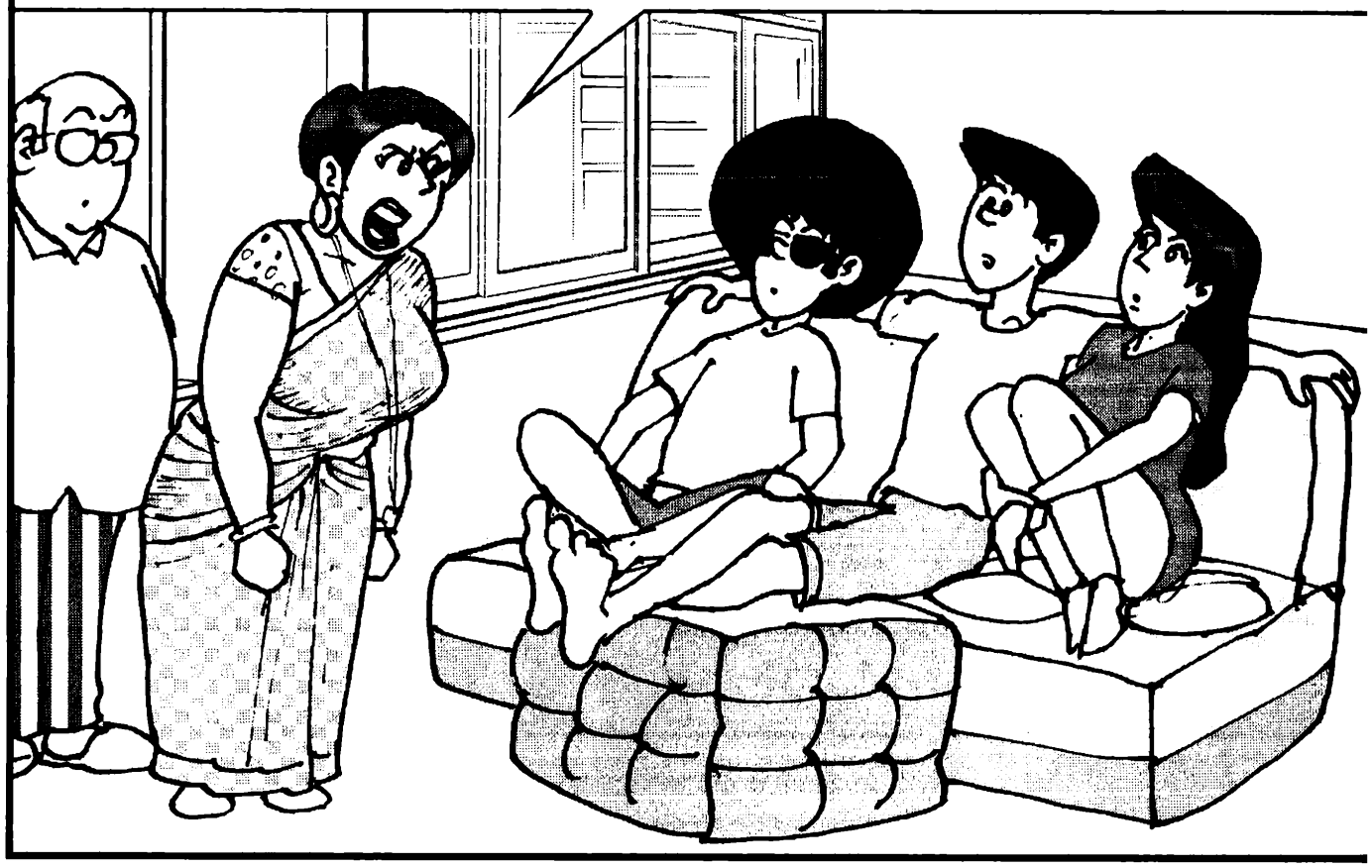

তোরা মনে করিস তোদের বাপ সাধু? সে হচ্ছে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। তার পুরানো কাপড় ফেলে দিয়েছি বলে সে আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে! সে আমার জিনিস নষ্ট করে দিচ্ছে!
মোটেও না! আমি প্রয়োজন ছিল বলে তোমার জিনিস ব্যবহার করেছি! নষ্ট করিনি।
ঠিকই বলেছ... আমার এক বোতল শ্যাম্পু আর এক বোতল কন্ডিশনার ব্যবহার করার পর তোমার টাকটা ঝিলিক দিচ্ছে!

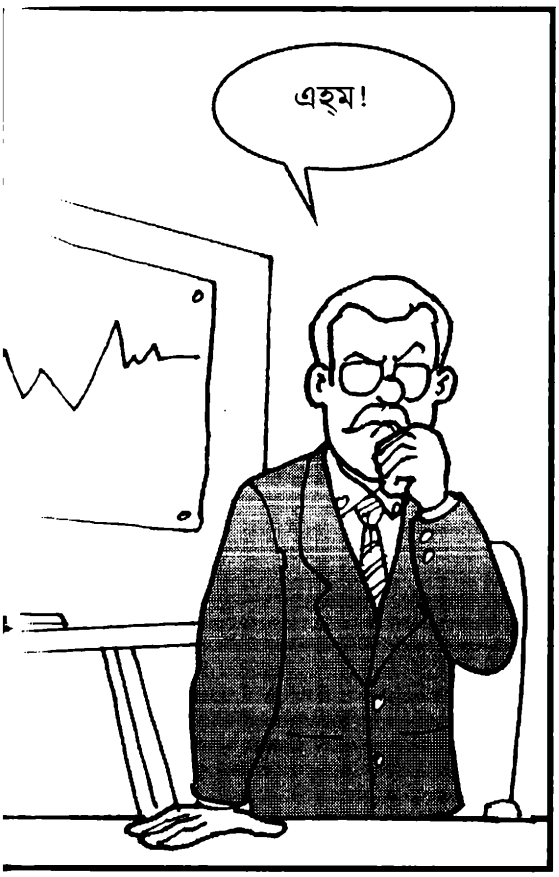
এহ্‌ম!

আপনারা প্রতিদিন সকালের মিটিংয়ে ঘুমিয়ে যান।
এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আমি একটা
পদক্ষেপ গ্রহণ করছি!
হাই!

ধরে নিচ্ছি আপনারা রাতে জেগে থাকেন। কাল থেকে আমরা ব্যাংকে
রাতে কাজ করব, দিনের বেলা ছুটি!

বাংগু মাস্টার, আমার সিল্কের শার্টটা ঠিক-ঠাক মতো তৈরি করেছ তো?
অবশ্যই! আমার মতো ভালো টেইলার এই যুগে পাইবেন না!
আমি ওইসব পচা রেডিমেড শার্ট বানাই না! এক নম্বর ফিটিং বানাই! নেন পইরা দেখেন!
বাংগু টেইলার্স

একি! এটা কী বানিয়েছ?
নাঃ! আমার মাপ ঠিকই আছে! শার্টও ঠিক! সমস্যাটা আপনে নিজেই!

কই! কই?
শয়তানগুলো
কোথায়?
ভোঁ৩৩
চারদিকে মশার শব্দ পাচ্ছি অথচ একটাও
দেখছি না! রহস্যটা কী?
ভোঁ৩৩
কিসের মশা?! ম্যাজিক কোত্থেকে একটা
বেহালা এনে বাজানোর চেষ্টা করছে!!
ভোঁ33

তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই!
প্যা পো প্যা পো
ঠুকুন ঠুকুন
DREAM THEATRE
.. কেবল তবলা আর হারমোনিয়াম। স্কুলের ট্যালেন্ট পুরস্কার জিততে তোকে আরও বেশি কিছু করতে হবে!
হুম! দাঁড়াও!
তোরা যে...
প্যা পো
প্যা পো
ঠুকুন ঠুকুন
DREAM THEATRE
খস খস

এ কূল ভাঙে... ওই কূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা!
দখিনা হাই স্কুল
বার্ষিক প্রতিযোগিতা
মনোনয়ন বোর্ড
আজ সঙ্গীত
মনোনয়ন চলছে:
- রবীন্দ্র/নজরুল
- পল্লী
- আধুনিক
তোমার গলায় সুর আছে...
অদ্ভুত...
কিন্তু পল্লীগীতিতে তুমি ছাড়া প্রতিযোগী নেই। তিন জন ছাড়া তো প্রতিযোগিতা হবে না!
প্রতিযোগিতার যা-ই হোক। ওর গলাটা অদ্ভুত। সুরও আছে, উচ্চারণও ভালো। অথচ শুনলে মনে হয় একটা আস্ত ব্যাঙ গান গাইছে!
ব্যাঙ? না না, পাতিহাঁসের গলা!
বল্টু আর শাবাবকে নিয়ে তোমার ঘরে একটু পল্লীগীতি প্র্যাকটিস করব। তিন জন ছাড়া প্রতিযোগিতা হয় না বলে স্কুলের প্রতিযোগিতায় অনেক কষ্টে ওদের নাম লিখিয়েছি!
এ KEWL ভাং-এ
ওই খুল ঘড়ে
সব্বোনাশ!
আস্তে! আরে ওরা গান গাইতে পারলে কি আর প্রতিযোগিতায় নাম লেখাই? আমাকে ফার্স্ট হতে হবে না?

মলি খালা, আজ ম্যাজিকের কারণে আমরা অপমানিত হয়েছি! ওর কথায় আমরা স্কুলে গান প্রতিযোগিতায় আজ গান গেয়েছিলাম। ম্যাজিক সেখানে মেডেল পেয়েছে...
আমরা পেয়েছি ঘৃণা!

এই যে, ম্যাডেস্ট! এটা আমার পল্লীগীতির মেডেল। আর দর্শকরা বল্টু-শাবাবের গান শুনে এই এক বস্তা টমেটো উপহার দিয়েছে... এটা দিয়ে সস বানাও!

ইদানিং তুই কাজ-কর্মে ফাঁকি দিচ্ছিস, রাজিয়া। এখন ঠিক-ঠাক মতো ঝাড়ু দে। ফাঁকি দিবি না!
জ্বে, খালাআম্মা!

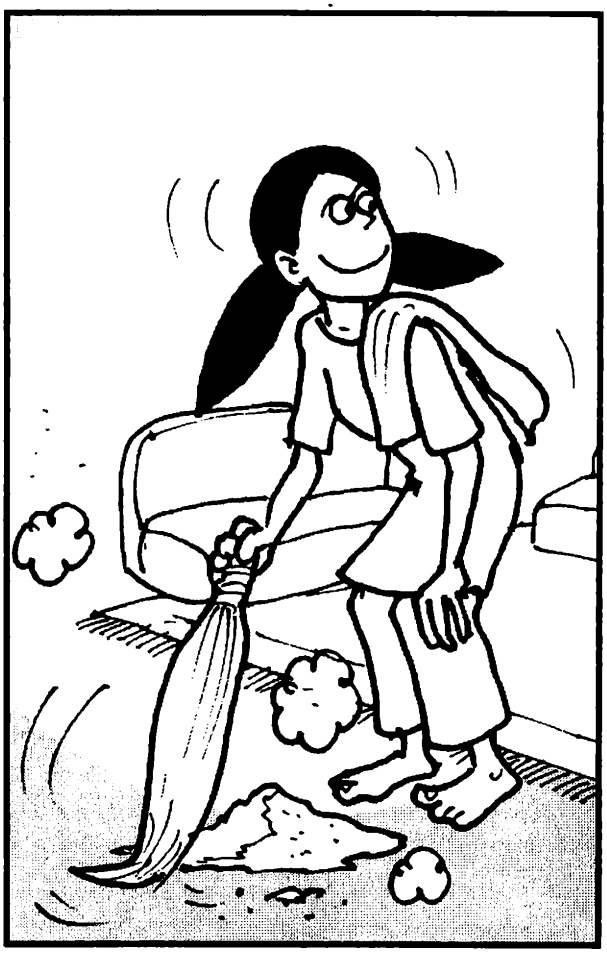

কার্পিটের নিচে ইবা কীসব লিখা? অ্যা?
তোর বেতন কাটা হবে।

আরে, ম্যাজিক নাকি? এসো, এসো! বসো!
আরেক দিন। নাও, তোমার জন্য মা পোড়াবাড়ির চমচম পাঠিয়েছে।
চমচম
চমচম
চমচম

ওকি... মিষ্টি কই? এ তো খালি বাক্স!
চমচম

প্যাকেটগুলো নিয়ে হাটতে কষ্ট হচ্ছিল, তাই একটু হালকা করে দিলাম। তারপর ভাবলাম তুমি তো এমনিই খুব মিষ্টি... তোমার মিষ্টির দরকার নেই!
চমচম

হ্যারে হিল্লোল, তোর কি সাহায্য দরকার?
এক্ষুনি তোদের ছাদে আসব কেন?

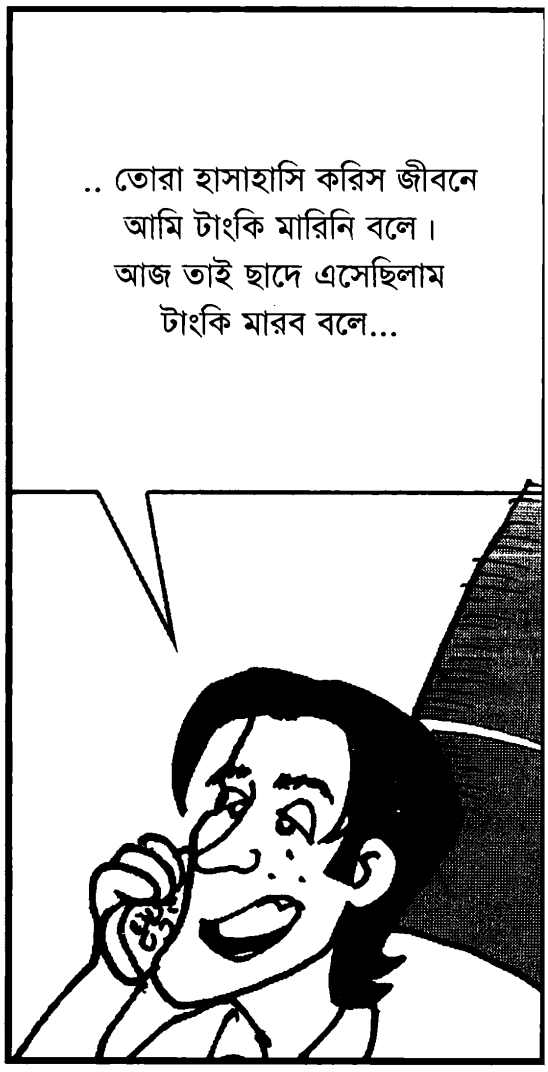
.. তোরা হাসাহাসি করিস জীবনে
আমি টাংকি মারিনি বলে।
আজ তাই ছাদে এসেছিলাম
টাংকি মারব বলে...

বহু কষ্টে একটা গাজীর
টাংকি উঠিয়েছিলাম,
পাশের বাড়ির রিতাকে
মারব বলে!

কিন্তু এরপর হাত ফস্কে টাংকির নিচে
চাপা পড়ে গেছি!
?

ট্যাকা দেন, স্যার! অপারেশনের লেগা ট্যাকা লাগব। বিশ্বাস যান না? এই দ্যাখেন ইংরাজিতে লেখা মেডিকেলের কাগজ!

হুম! তোমার টিউমার আছে, না?
হ, টিউমার।
তোমার নাম সদরুল?
হ, সদরুল।
তোমার রয়স পঁয়ত্রিশ?
হ, পঁয়ত্রিশ।

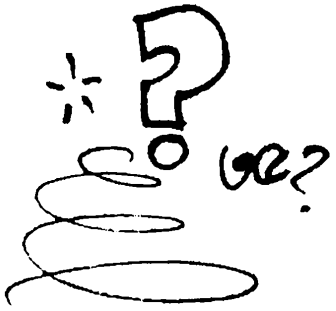

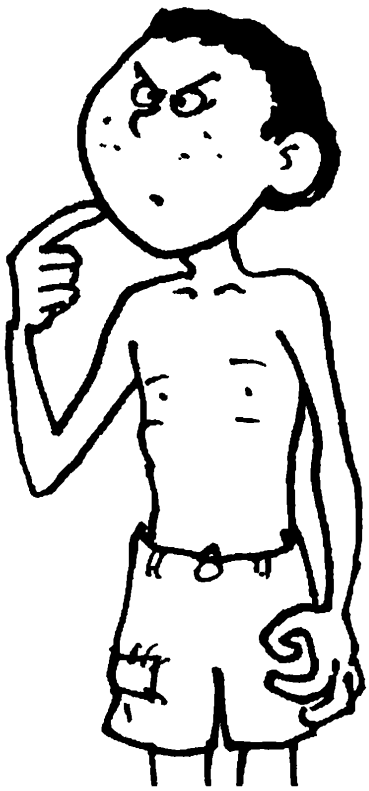

দ্যান মিয়া! ইংরাজী বোজেন না..! আমারে মিথ্যুক বানাইতে চান?

মলি আমাকে একটু ভিক্স দাও...
এঃ এঃ এঃ
এক্ষুনি বারান্দায় যাও... আমি আসছি!
আঃ আঃ আঃ
না!
সরি, মলি!

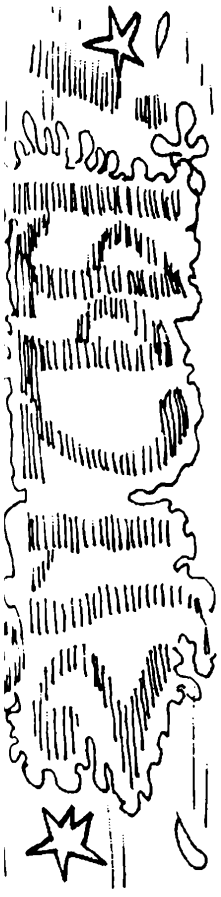

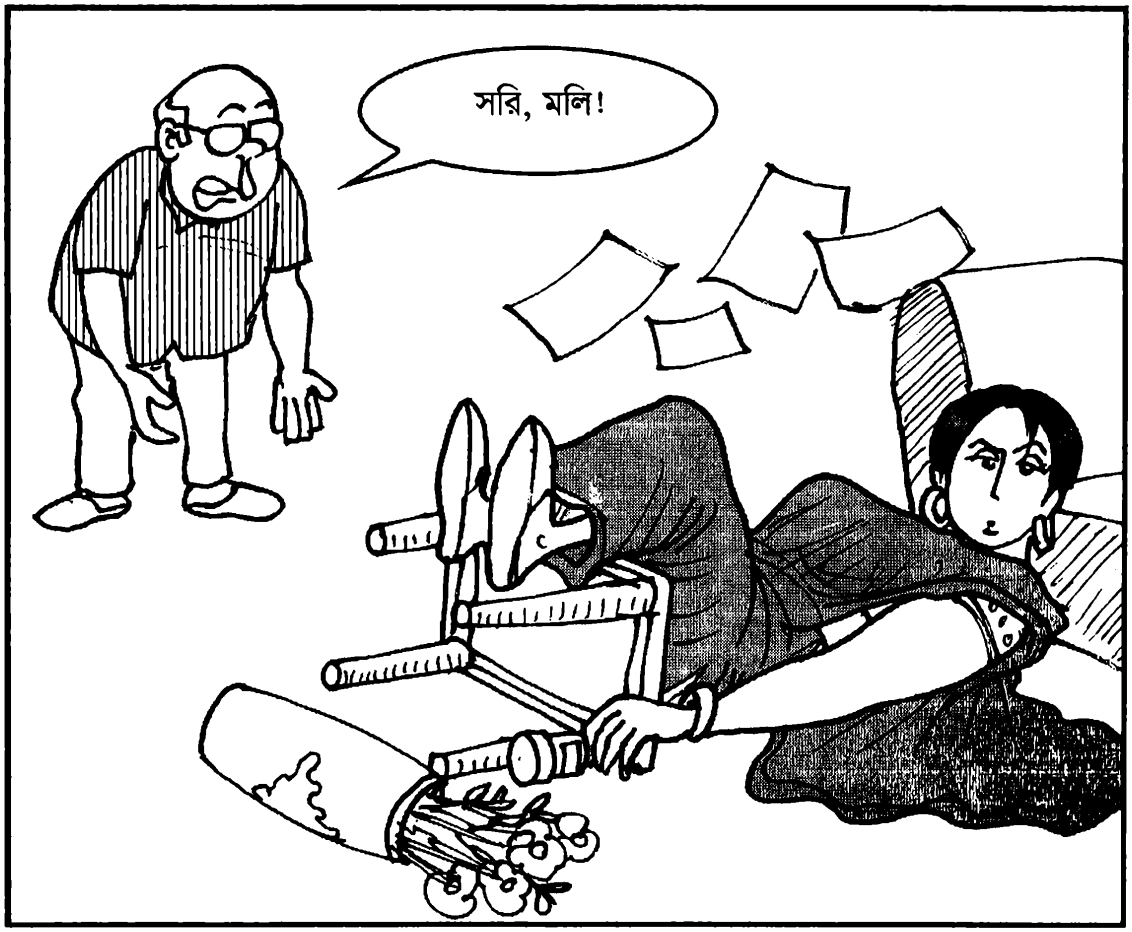

ঠাণ্ডায় ম্যাডেস্টের গলা বসে গেছে। ডাক্তার তাকে কথা বলতে নিষেধ করেছে!
তাই নাকি? আমার সুইট হার্টের জবান বন্ধ?
কঁ কঁ


আমি এ বাড়ির বস। এখন থেকে আমার সিদ্ধান্তই এ বাড়িতে চূড়ান্ত। না, কোনো উত্তর দেবে না। আমি আজ গরুর মাংস ভুনা, চিংড়ি ভর্তা আর কলিজী খাব। কোনো কথা বলবে না! আরে কথা বলবে কি– সাহস আছে নাকি?

না মলি, তর্ক নয়। আমার নির্দেশ বিনাবাক্যে মানতে হবে। আমি সিংহ পুরুষ। নইশ্যার মেয়ের সাথে বেসিকের বিয়ে বাদ। ম্যাজিককে খামোকাই শাস্তি দেবো। আমি সারা রাত বাইরে পার্টি করব! কিছু বলার সাহস আছে তোমার?

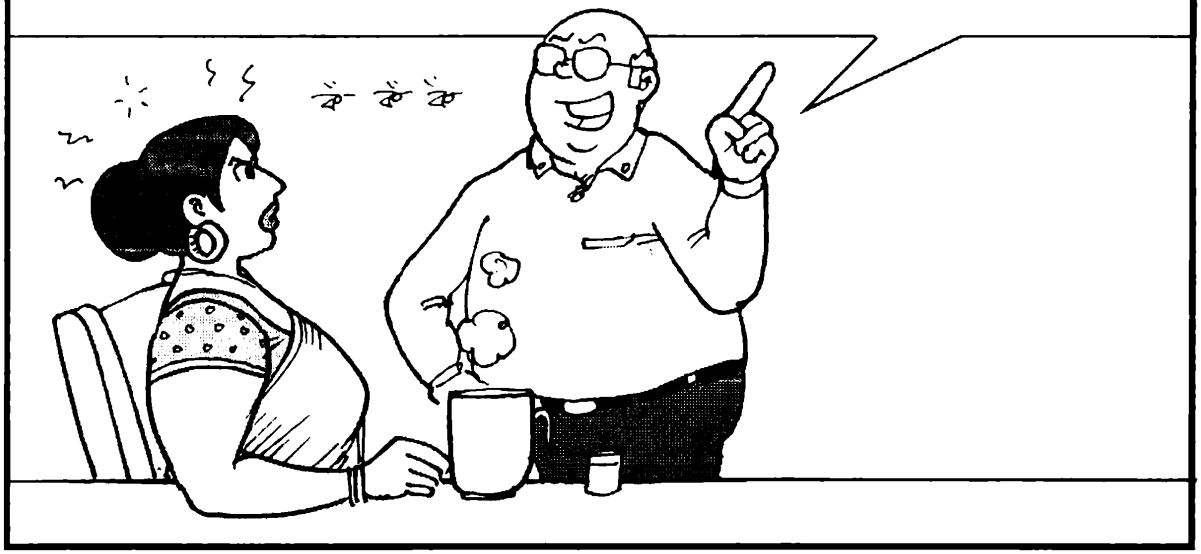

মা? আমার প্রেশার মাপার যন্ত্রটা দেখেছ?
একটু আগে পাঁজিটাকে দেখলাম তোর যন্ত্রটা নিয়ে নিচে গেল।
হুঃ! যা ভেবেছিলাম, ভোলা! তোর তো প্রেশারটা বেশি! সারা রাত কাউ কাউ করলে এমনই হয়।

ক্ষেপছ কেন?
এই প্রেশার মাপার যন্ত্রটা কুকুরের পায়ে পড়িয়েছিলি?
ওটা একটা এক্সপেরিমেন্ট।

এখন যে এটা কেউ ব্যবহার করতে চায় না! তাই আমিও এক্সপেরিমেন্ট করে এটা তোর ওপর ব্যবহার করব!

হয়েছে! হার মানছি, ওটা ফুলিয়ো না! তুমিই বেশি শয়তান, হলো তো?

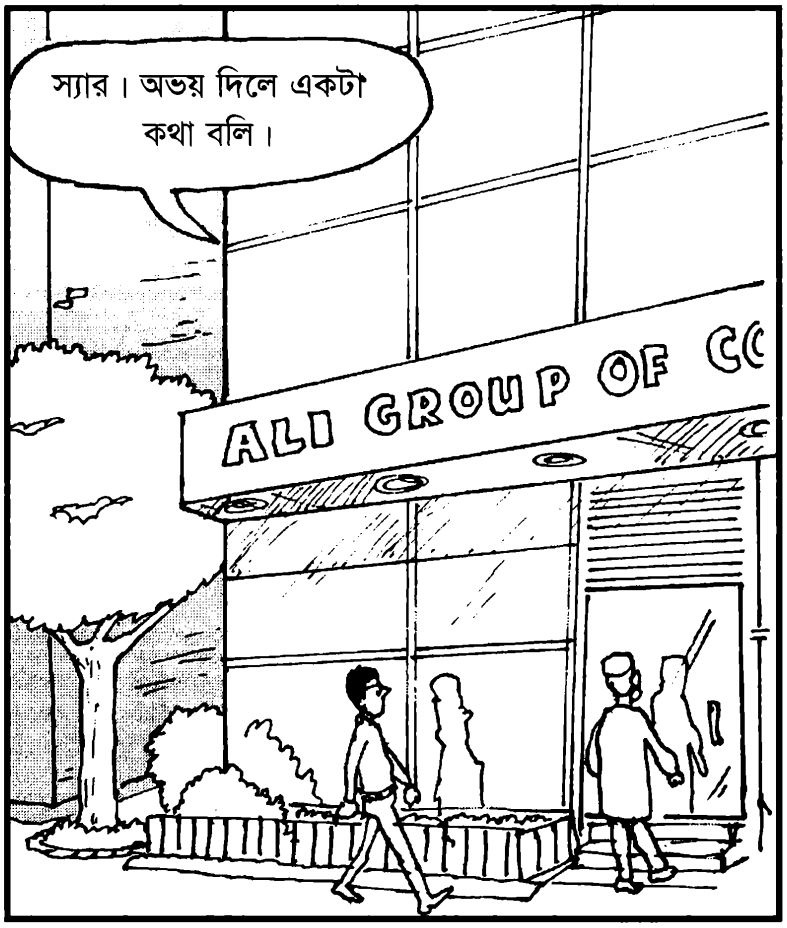

স্যার। অভয় দিলে একটা কথা বলি।
ALI GROUP OF C
দ্রুত বলে ফেলো, সোহেল!
স্যার, আপনি আমাকে খামোকা প্রতিদিন বকাবকি করেন। কী দোষ আমার?
দোষ? তোমাকে সারাক্ষণ দেখি মুখ কালো করে বসে আছ! বকব না তো কী করব?
আমি স্যার কালো! কী করব? উপটান লাগিয়ে অফিসে আসব?

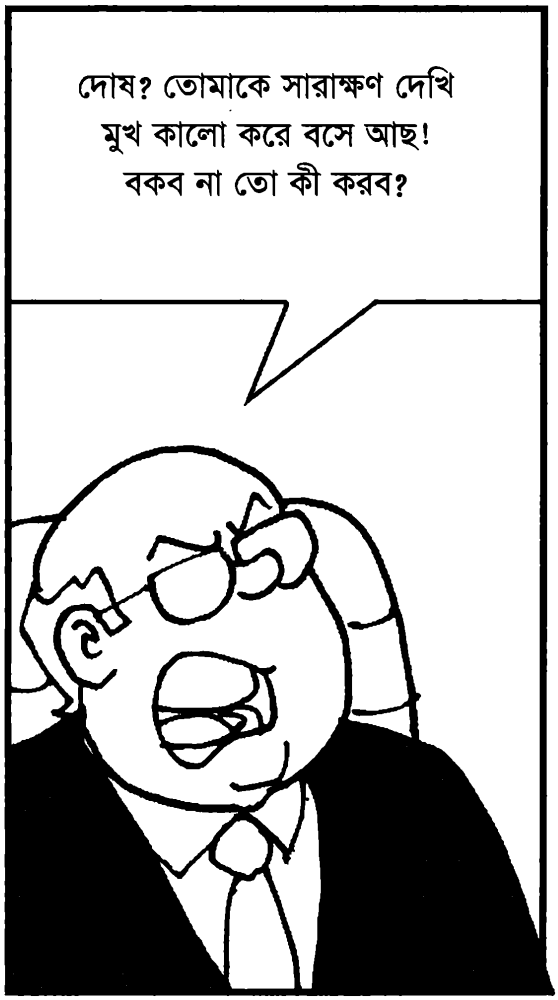

নেচার?
একটু শুনে
যা মা!
আমি ওজনের ম্যাশিনটা বুঝতে পারছি না। দেখে বলত
আমার ওজন কত হলো!
আচ্ছা।
তোমার ওজন হচ্ছে... যতটুকু
হলে ওজন মাপার যন্ত্রটা ভেঙে
যেতে পারে– ততটুকু!

সেকি!?
শশশ! আস্তে! আরে বাসার সবাই আমার সাথে এটা করে... তুমি থেকে ম্যাজিক পর্যন্ত! আমি কেবল দেখছিলাম ব্যাপারটা আমি করলে কেমন হয়!
তাই বলে তুমি ছেলের পকেট মারবে?
বাবা গতকাল আমার পকেট থেকে একহাজার টাকা মেরে দিয়েছে। আজ আমি তাঁর দুহাজার টাকা মেরে প্রতিশোধ নেব!!
হুহুহু!
গ্যানজাম কোরো না, ভাইয়া। বাবার মানিব্যাগে একহাজার টাকা আছে। পাঁচ শ তোমার, পাঁচ শ আমার!

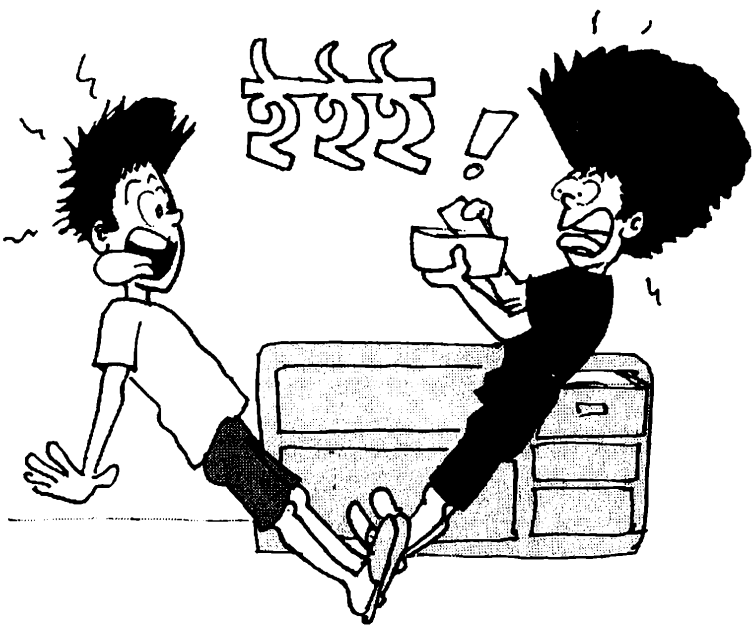

চুপচাপ শাস্তি মাথা পেতে নে। না হয় সবাইকে বলব
তুই বাবার পকেট মেরেছিস!
বিশ্বাসঘাতক! তোমাকে
তো ভাগ দিয়েছিলাম!
চোর!

চুলে ভাত ছিটাচ্ছ কেন?
এ কেমন শাস্তি?

পক পক পক
হা হা হি হি
মোরগা সরাও
ভাইয়া...
হি হি হি

তোমার দোকানের সব জুতার সাইজই
দেখছি বেঢপ বড়!

ব্যাটারা কষ্ট করে এত বড় বড় জুতা না
বানিয়ে একবারে গরুগুলো জুতার দোকানে
পাঠিয়ে দিলে পারে!

!?
যাদের পা অত বড় ওরা
সরাসরি পায়ে গরু
পরে ঘুরতে পারে!

ছেলের এনগেজমেন্টের জন্য ভালো একটা হিরার আংটি দেখান তো ভাই!

এ হচ্ছে SOUTH AFRICA-র হিরার আংটি। দাম বেশি না, একটা তিন থেকে চার লাখের ভেতর। না কিনলে ধরবেন না।

বলেন কি! এত দাম বেড়ে গেছে?

জানতাম কিনবেন না। এখন হিরা দেখার দাম হিসেবে পাঁচশ টাকা পরিশোধ করুন!

একেকটা হিরার আংটি তিন-চার লাখ টাকা? আমি তো কতই হিরার গয়না কিনেছি... এত দাম তো দেইনি। তা কারা এত দাম দিয়ে এসব কিনছে?
হ্যাঃ!!

আপনি হয়তো আগে কাচের আংটি কিনেছেন। এসব দামি হিরের আংটি কেনার বহু লোকই আছে। ওই তো একজন কাস্টমার আসছেন!

উনি বিমান বন্দরের সুইপার
দ্যান দেহি এক ডজন হিরার চুরি!

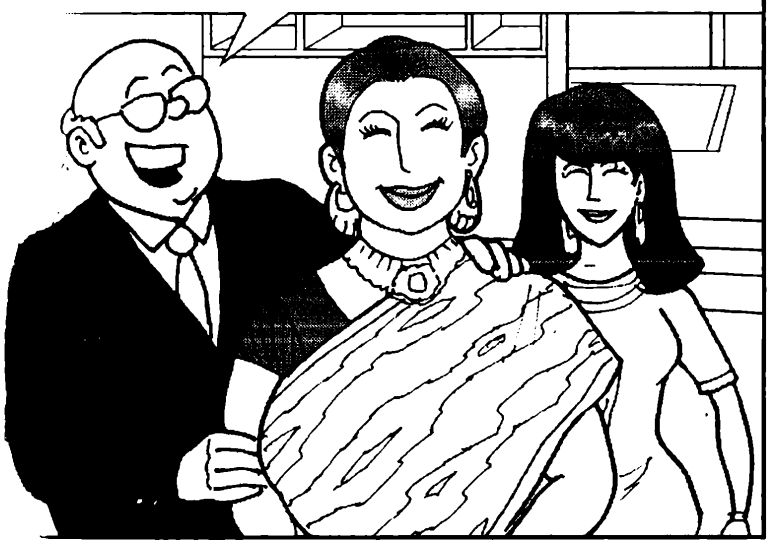

কাজে দেরি করে লাভ নেই। চলো মলি-নেচার... রিয়ার বাসায় এক্ষুনি এনগেজমেন্টের আংটি পরিয়ে আসি!
আমার এনগেজমেন্ট?
আমাকে আরও একটা বছর সময় দাও! এক্ষুনি কেন?
একি! গাড়ি যাচ্ছে না কেন! আরে শেকল দিয়ে কে গাড়িটা আটকে রেখেছে?
হা হা হা... নইশ্যার বাচ্চা! ব্যাপারটা কেমন হলো? এখন তোর মিষ্টি মেয়েটাকে আমি ছিনতাই করে নিয়ে যাব! সে আমাকে বাবা বলে ডাকবে... অথচ আমি কিনা তোর শত্রু বৎসল বন্ধু... অথবা বন্ধু বৎসল শত্রু...
হা হা... রিয়া আমাকে সকালে পেপার দিয়ে বলবে– বাবা, চা খাবে? কেমন? এ জুয়ায় হেরে গেলি তুই... তোর মেয়ে আমাকে রান্না করে খাওয়াবে!!
এ জুয়ায় আমি হারব না... যখন রিয়া তোকে রান্না করে খাওয়াবে তখন বুঝবি ঠ্যালা! হি হি হা হা!

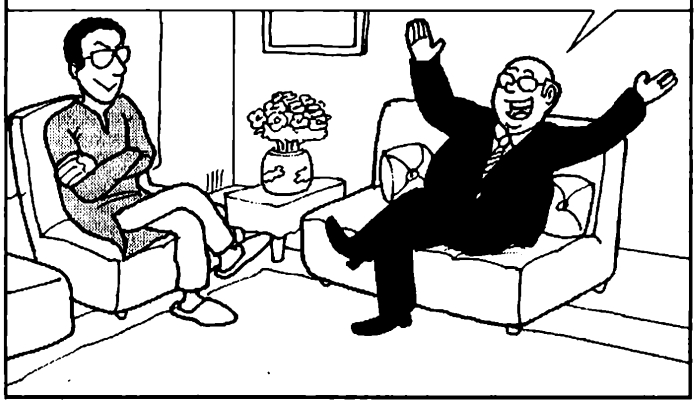

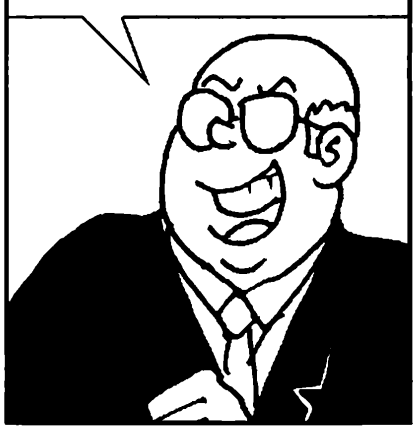

আরে এত লজ্জা কিসের। নে দেখি মা, এনগেজমেন্ট আংটিটা পরে নে!
হাঃ হাঃ দেখিস মা, উত্তেজনায় আবার অজ্ঞান হয়ে যাসনে!
আরে অজ্ঞান হবার কী আছে। এই আংটি হচ্ছে তোমার নতু জীবনের প্রতিশ্রুতি... এরপর বিয়ে... নতুন সংসার...
দ্যাখ তালিব, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তোর বাড়ি পাঠালে আমার বুকটা ফেটে যাবে। এর চেয়ে বেসিককে ঘরজামাই করে রাখি?
পাগল নাকি!
কেন? আমার মেয়ে যদি তোর বাড়িতে থাকতে পারে, তোর ছেলে কেন আমার বাড়ি থাকতে পারবে না?
সমস্যাটা যেহেতু তোর... তুই আমার বাড়িতে 'ঘর শ্বশুড়' হিসেবে থাকতে পারিস!

অত্যন্ত দুঃখে আছি। বাবা-মা আমাকে
বিয়ের জন্য এনগেজ করে ফেলেছে!

বয়স মাত্র ছাব্বিশ! আর একটা বছর ব্যাচেলর
থাকলে কী হয়? বিয়ে করলেই তো খাব ধরা।
আবার ধরা খেতেও উদগ্রীব হয়ে আছি!

সব তোমার দোষ!

বুঝলে রিয়া, আমাদের পাশের বাসায় এক ভূঁইফোড় বড়লোক
আস্তানা গেড়েছে। এখন সে প্রতিবেশীদের কাছে
নিজেকে জাহির করছে।

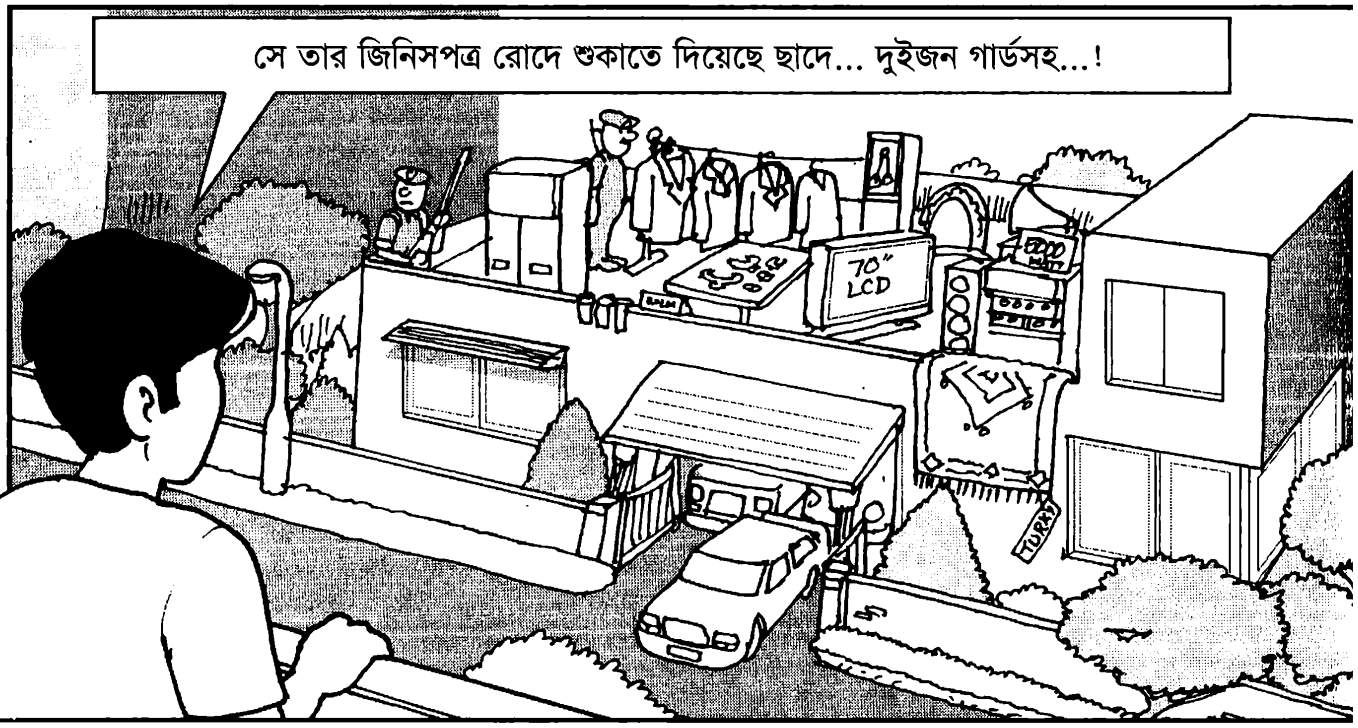
সে তার জিনিসপত্র রোদে শুকাতে দিয়েছে ছাদে... দুইজন গার্ডসহ...!
70"
LCD
TURKEY

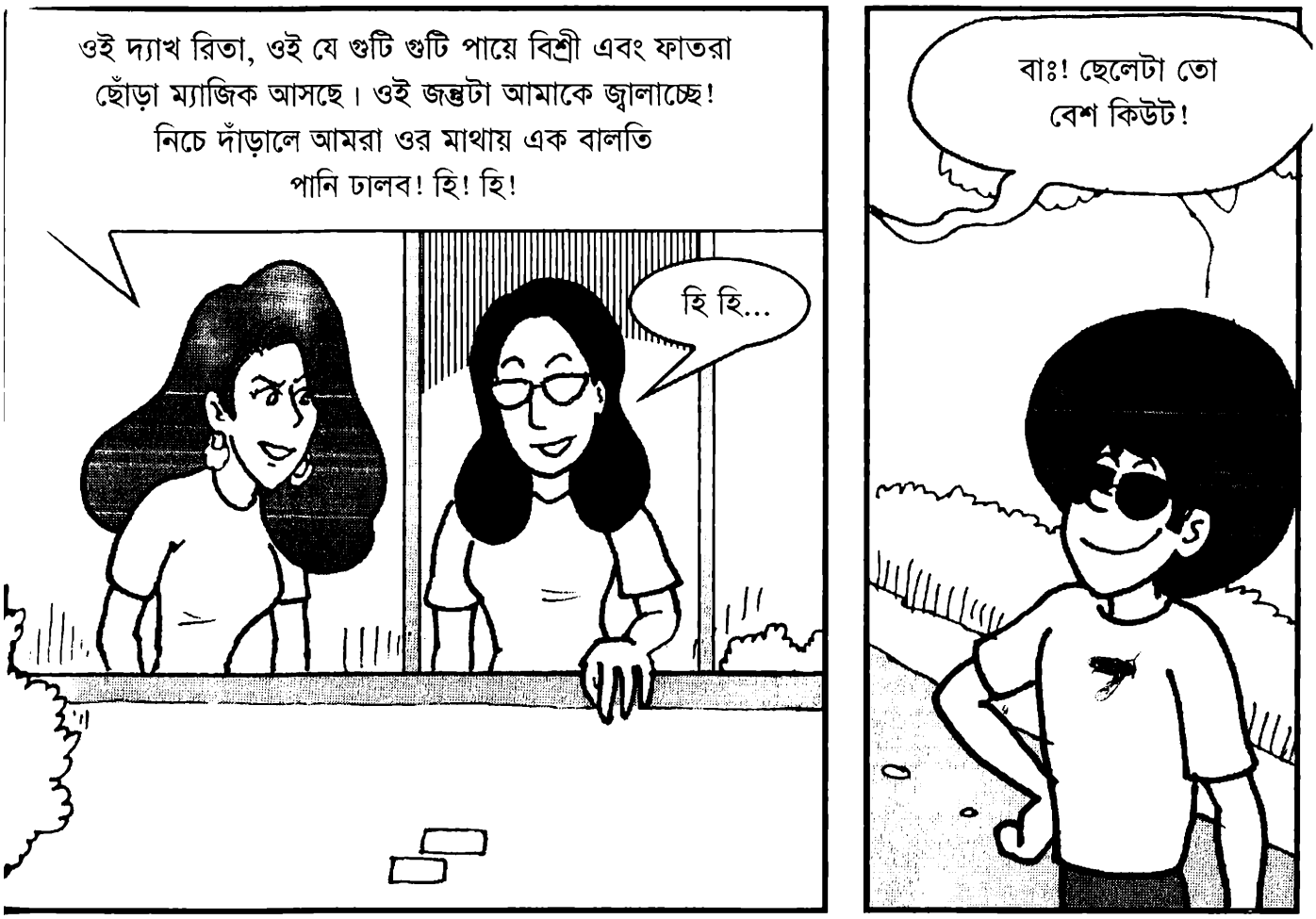
ওই দ্যাখ রিতা, ওই যে গুটি গুটি পায়ে বিশ্রী এবং ফাতরা ছোঁড়া ম্যাজিক আসছে। ওই জন্তুটা আমাকে জ্বালাচ্ছে! নিচে দাঁড়ালে আমরা ওর মাথায় এক বালতি পানি ঢালব! হি! হি!
হি হি...
বাঃ! ছেলেটা তো বেশ কিউট!

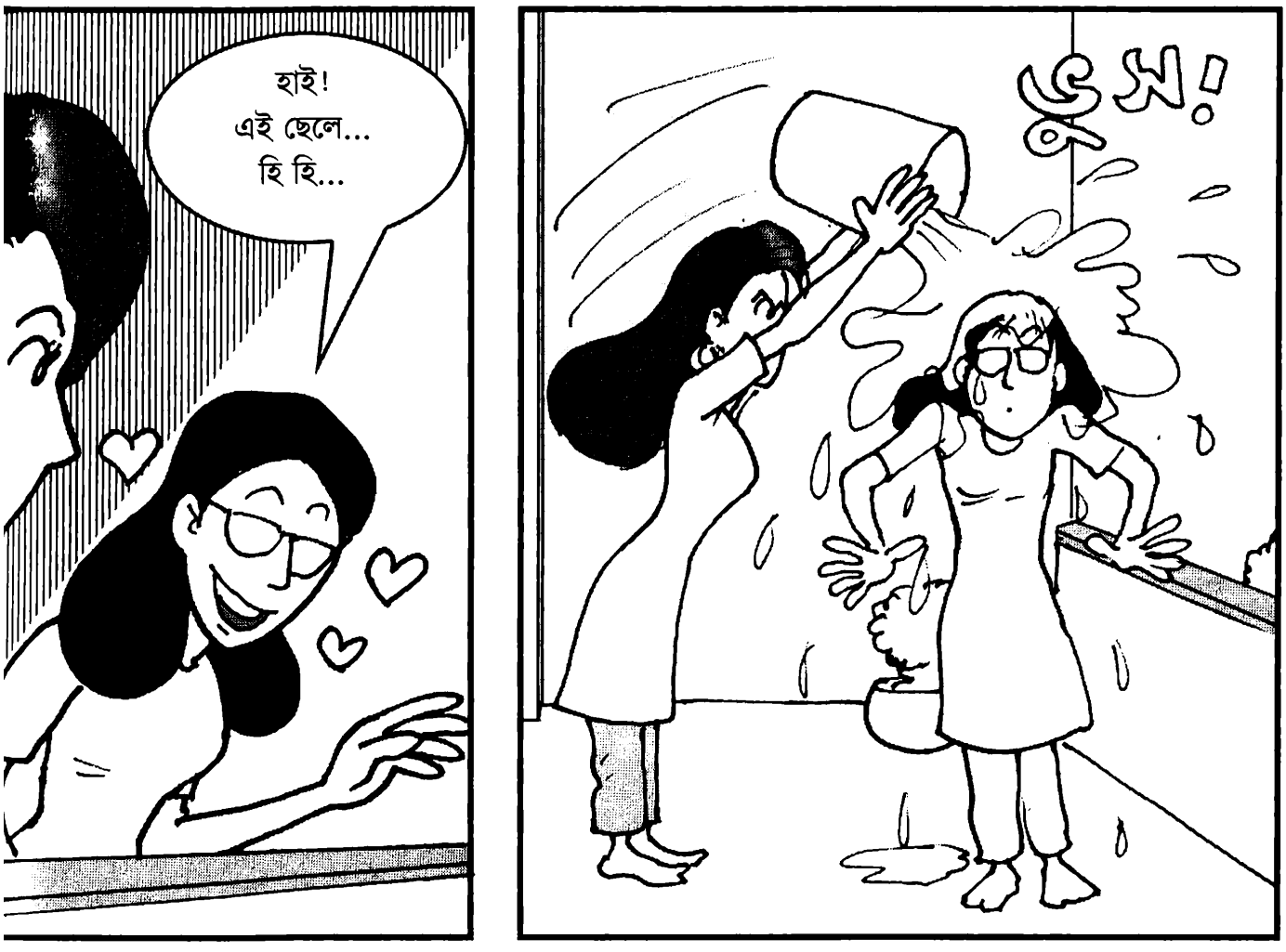
হাই! এই ছেলে... হি হি...
ভুস!

ওই 'বিশ্রী' ছেলে ম্যাজিককে 'HI' বলেছি বলে তুই আমার মাথায় পানি ঢাললি কেন? এর মানে কি তুই আসলে ওকে ভালোবাসিস?
না!

না!
না!
মোনালিসা ম্যাজিককে ভালোবাসে!
মোনালিসা ম্যাজিকের জন্য পাগল!

তা হলে আমি ম্যাজিকের সাথে টাংকি মারি?
খুন করে ফেলব, গাদ্দার!!

হ্যারে দোস্ত, উড়ে বেড়াচ্ছিস যে? কি,
মোনালিসাকে জয় করতে পেরেছিস?

একদম ওর হৃদয় হাইজাক করেছি! দ্যাখ
মোনালিসা আমার প্রেম পত্রের
উত্তর দিয়েছে!

সে লিখেছে– আমি
তোমাকে ঘৃণা করি!
জানিস তো– মেয়েরা যা বলে,
তার উল্টোটা তারা
বোঝাতে চায়!

ভাবী, রাজিয়াকে পাঠালাম। দুটো সিটামল পাঠিয়ে দাও, মাথাটা ধরেছে!
তোমার কাছে সিটামল নেই? এ হতে পারে? আমি তো জানতাম পৃথিবীর সব ঔষধ তোমার স্টকে থাকে।
ইয়ে... আসলে বাসায় এত ঔষধ জমে গেছে যে এর ভেতর সিটামল খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব!

আরে কলমটা গেল কই? এই মাত্রই তো এটা হাতে ছিল। কেমন কারবার!! ইদানিং ডেইলি একটা করে বলপেন হারাচ্ছি!

জি স্যার, আমরা সবাই ইদানিং প্রতিদিন কলম হারাচ্ছি। আমাদের অফিসে কোনো কলম-আসক্তের উপদ্রব হচ্ছে!

.. ভেবেই পাচ্ছি না ডেইলি আমার পকেটে এত কলম আসে কোত্থেকে?

আহা! এবার ধরা খেয়েছ কলম চোর!

তা হলে মি. বেসিক আলী,
আপনার সমস্যাটা খুলে বলুন...
ডঃ রিয়াজ ফিদা
মনোবিজ্ঞানী
MBBS
(মা বাবার বেকার সন্তান)
আমি ইদানিং
লোকজনের
কলম চুরি
করে বেড়াচ্ছি!

এ মাসে পঞ্চাশটা কলম মেরেছি। লাল,
কালো, সবুজ, নীল– অফিসের সবাই
আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে!
এটা আপনার সমস্যা? আমি তো মাসে দুই শটা
কলম মারি... আমার ছেলেমেয়ের কলমসহ
মারি... ওসব কলমের সৃষ্টি মারার জন্য!

তোমাকে আজ দারুণ লাগছে!
জ্বালিয়ো না তো! আমি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর জন্য বারোটা রিপোর্ট স্ট্যাপল্ করছি। এক্ষুনি দিতে হবে!!
থামো... সুড়সুড়ি দিচ্ছ... হি হি হি...

দশ মিনিট পর

একি রিয়া... সব রিপোর্ট তোমার ওড়নার সাথে স্ট্যাপল্ করা কেন?

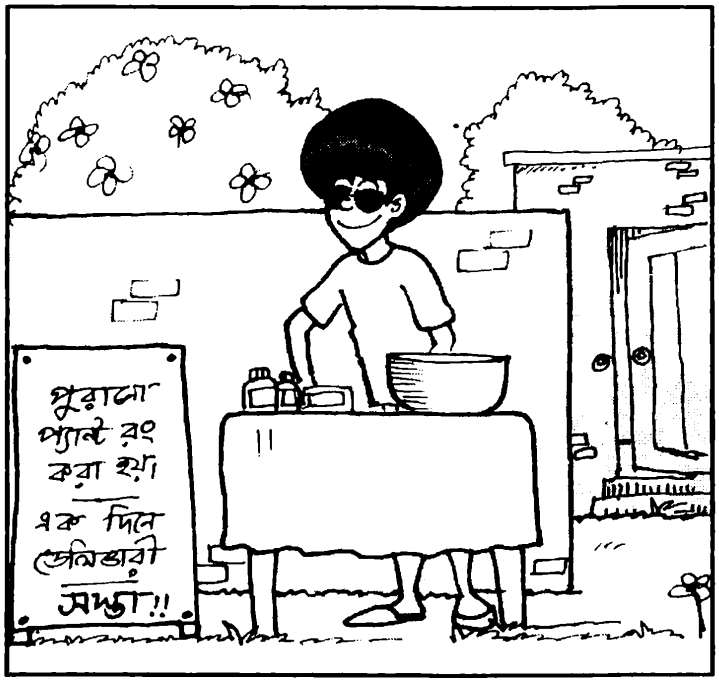

পুরানো প্যান্ট রং করা হয়।
এক দিনে ডেলিভারী
সস্তা!!
দুস্ত... আমার পুরানো জিন্সটা রং করা যাইবে?
অবশ্যই। এটাকে চকচকে কালো জিন্স বানিয়ে দেব।
পঁচিশ টাকা দিবি! সস্তা!! আলকাতরা!
আলকাতরা
আলকাতরা দিয়ে পুরো আঙিনাটা নষ্ট করে রেখেছে শয়তানটা। কই গেল! ওকে খুন করে ফেলব!
ম্যাজিক? কোথায় তুই? আমি ঠিকই তোকে খুঁজে পাব!
এক্ষুনি আয় এখানে!!

হি হি...
আয় মামুন, এবার আমরা গুপ্তা-গুপ্তা খেলব। প্রথমে আয় মদ্যপান করি, এরপর ডাকাতি!
সিরকা

হু হু হা হা হা

বিশ মিনিট পর
তোমার ঠোঁটের এ দশা কেন?
তোরও!

হায় আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও... আমরা তো কেবল সিরকা দিয়ে মদপানের অভিনয় করছিলাম। আর করব না... (হাউ মাউ)!
সিরকা

সেকি ফুলমতি! তোমার এই আবস্থা কেন?

নান্নাঘরে
ডাকাইত!!
?!
ওস্তাদ আজ সাত রাজার ধন
লুট করেছি...!
হ হু হা হা
হা হা...!
ICE
CREAM

নে, বলটা ধর! আমি পাম্প করছি!

মোনালিসা! আমাকে দেখে হাসছে!

আহা! কী হাসি!

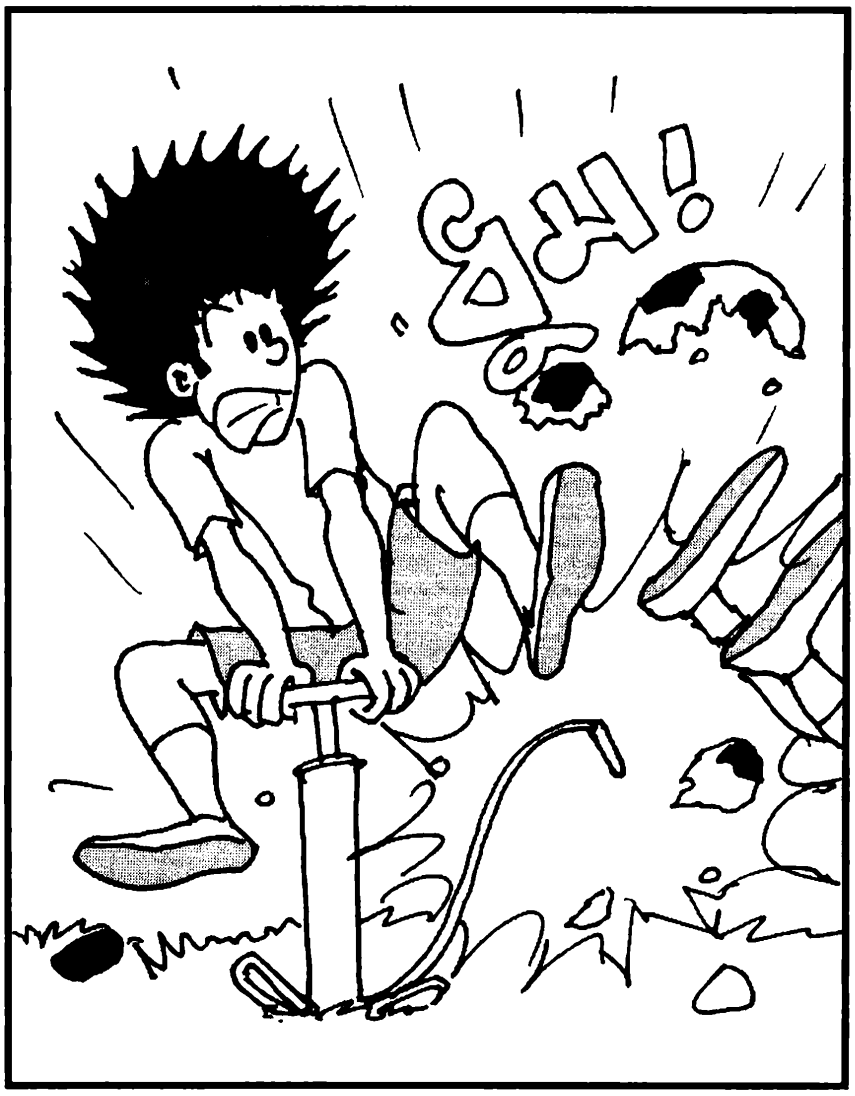
দুম!

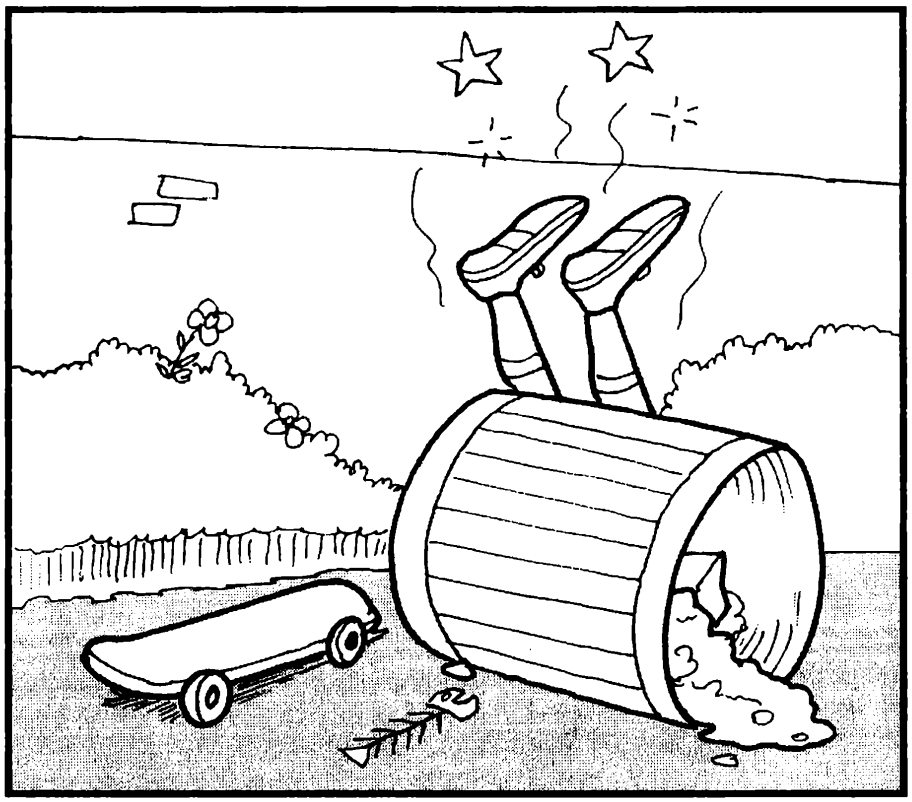

সেকি ম্যাজিক! তুই না স্কেট বোর্ডের রাজা?
অমনভাবে পড়লি কী করে?

হি হি হি...
ওই যে মোনালিসা ও তার হাসি! সুযোগমতো সে আমার দিকে তাকিয়ে এমন হাসি দেয় যেন আমি একটা করে অ্যাক্সিডেন্ট করি!

চারটা বেজে গেছে! ওই তো শয়তানটা এসে গেছে!
দেখি আমাকে তাড়াতে মোনালিসা আজ কী বুদ্ধি করেছে!
KEL

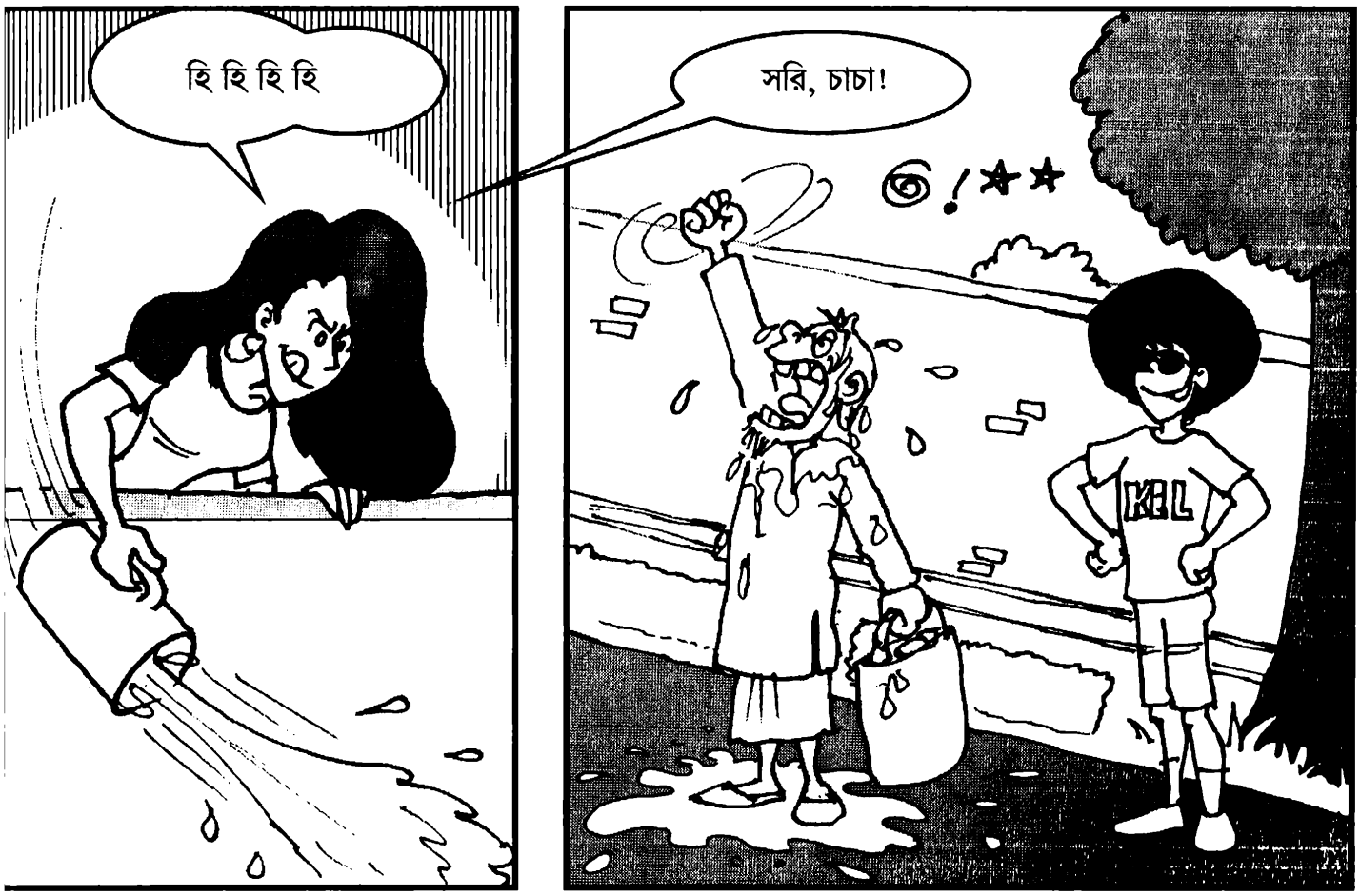
হি হি হি হি
সরি, চাচা!
@!**
KEL

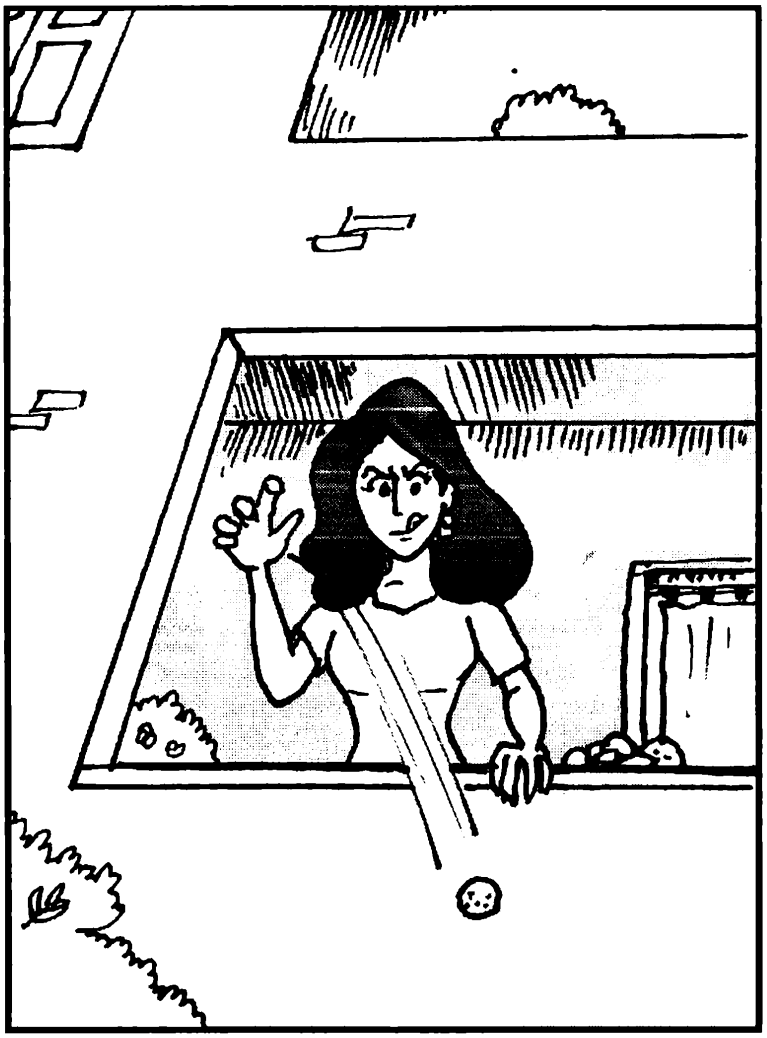

আমাকে ঢিল মেরে দমানো সহজ নয়!

এক... দুই... তিন...
?
ইঁইক!
মোনালিসা? তুই ডিম নিয়ে কী করছিস?
শ্যা-শ্যাম্পু করব মা... শ্যাম্পু!
আসলে তো ম্যাজিকের জন্য!!
বুঝলাম ডিম দিয়ে শ্যাম্পু করবি। তা হলে এখানে দুটো পচা টমেটো নিয়েছিস কেন?

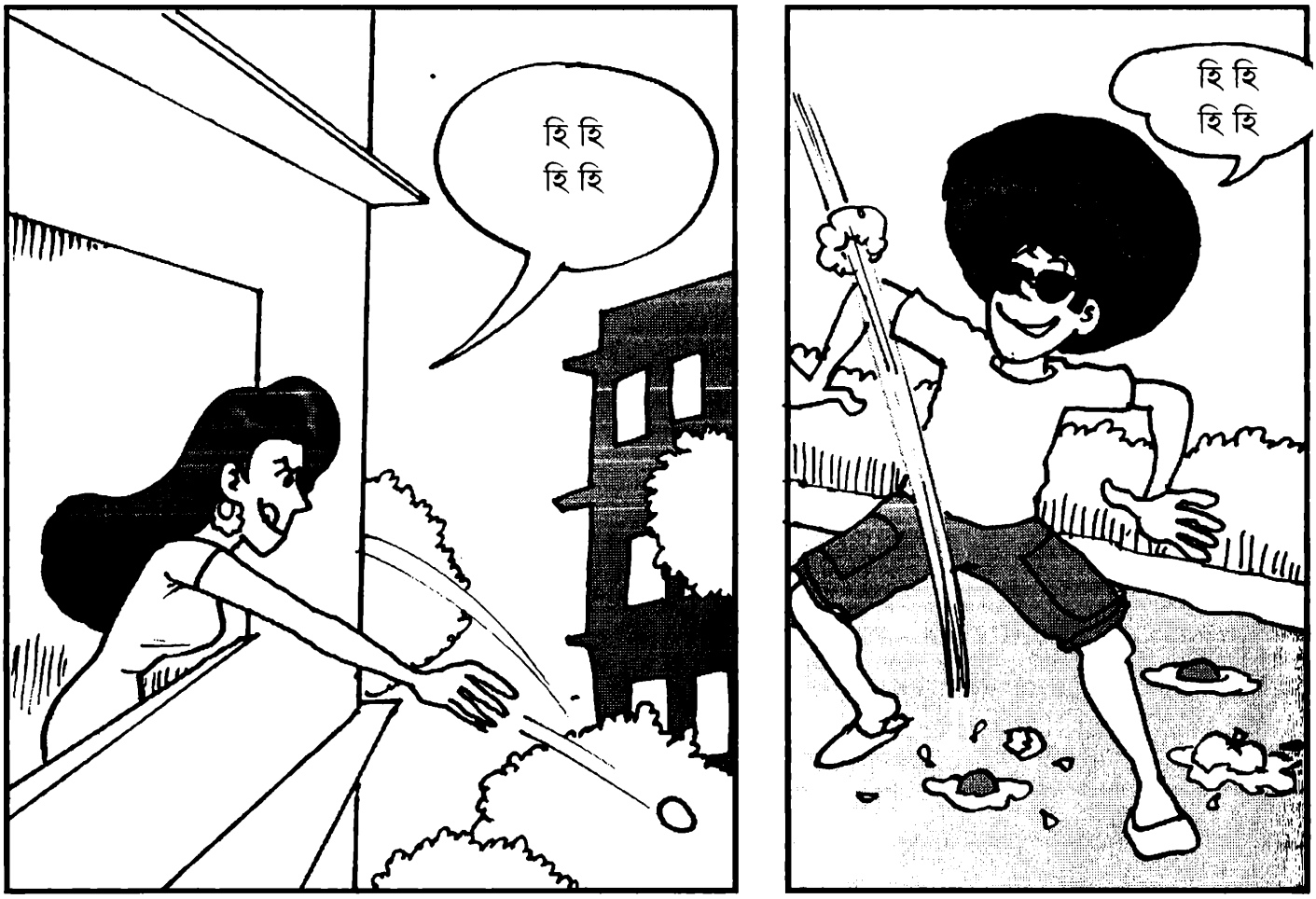
হি হি
হি হি
হি হি
হি হি

.. ব্যাপারটাতে আমি বেশ আসক্ত হয়ে যাচ্ছি!
কী? স্টক শেষ? আরও ডিম এনে দেব?

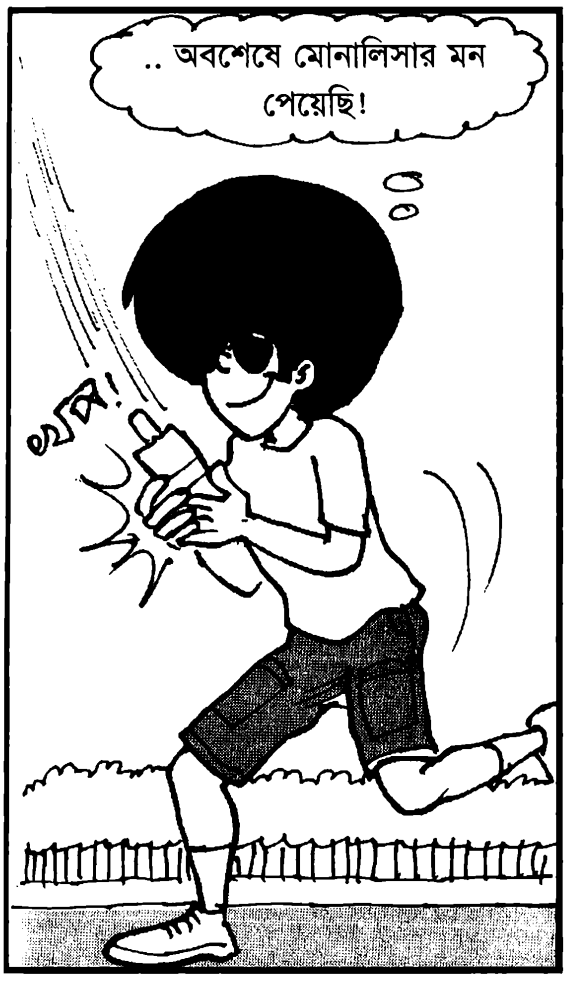

বাঃ আজ দেখি মোনালিসা হাসিমুখে আইসক্রিম হাতে নিয়ে আমাকে হাত নাড়ছে? আইসক্রিমটা আমার?
বাঃ তাই তো!
.. অবশেষে মোনালিসার মন পেয়েছি!
হি হি হি হি হি হি
অ্যা? এ তো ফ্রিজে ঠাণ্ডা করা প্লাস্টিকের খেলনা আইসক্রিম!!

এই মিচকে ছোঁড়া! তুই আমার বোন মোনালিসার দিকে আরেকবার তাকাবি তো চোখ উপড়ে ফেলব!

আরে...
আরে...

.. মি-মিথ্যে কথা! মো-মানালিসার দিকে কখনও তাকাইনি... তাকানোর প্রশ্নই ওঠে না!

প্রশ্নই ওঠে না মানে? ওরে শয়তান... আমার বোন সুন্দর না? তোকে এখন টুঁটি চিপে ঝালমুড়ির ঝাকানি দেব!

মলি? দরজার হুকে এটা কিসের ব্যাগ ঝুলছে?
ঢাকায় নাকি যে কোনো মুহূর্তে ভূমিকম্প হতে পারে। ওটা হচ্ছে ভূমিকম্পের ব্যাগ। এতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখেছি। ভূমিকম্প হলে এ ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত পালাব!
কী জিনিস এত ভারী আর গুরুত্বপূর্ণ?
গয়না? ভূমিকম্প হলে সব ফেলে গয়না নিয়ে পালাবে?
ওগুলো ছাড়া বেঁচে থেকে লাভ কী?

HBO!
MTV!
MTV!
HBO!
MTV!
MTV!
MTV!
HBO!
HBO!
HBO!
MTV!
MTV!
কখনোই না! আমি HBO দেখবই দেখব!
উহু হু!
হার
মানছি!

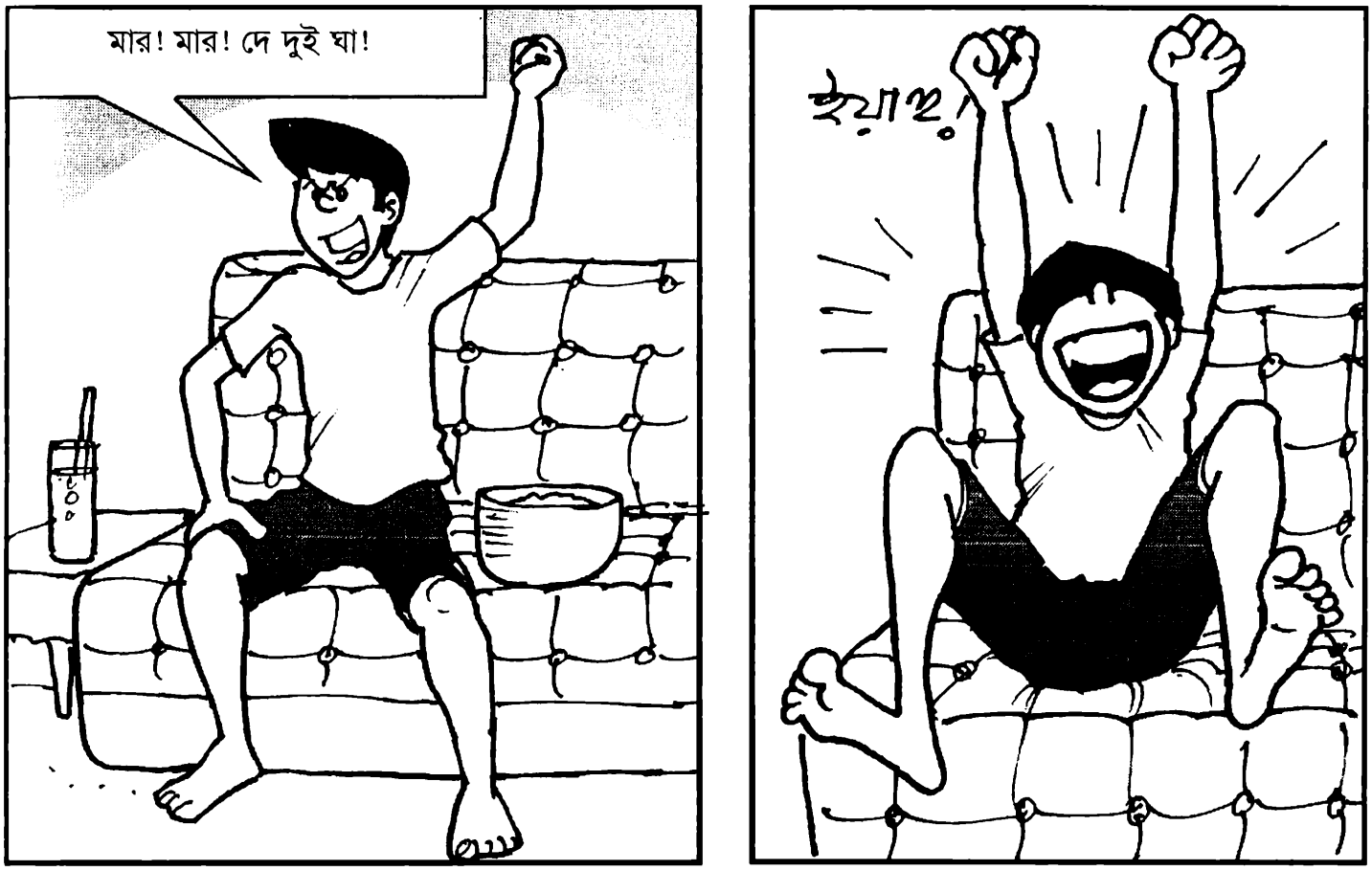
মার! মার! দে দুই ঘা!
ইয়াহু!

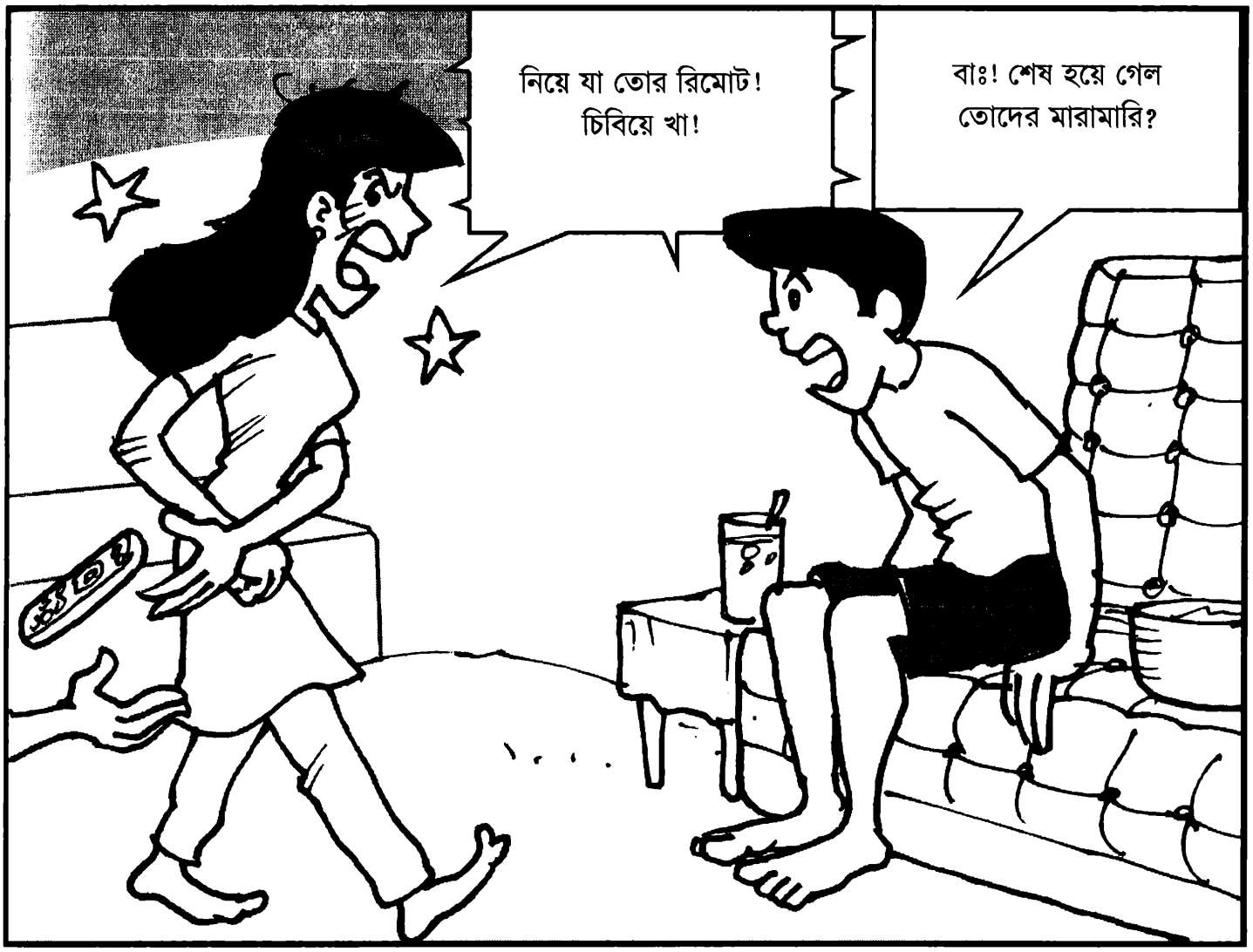
নিয়ে যা তোর রিমোট!
চিবিয়ে খা!
বাঃ! শেষ হয়ে গেল
তোদের মারামারি?

ভালোই তো অ্যাডভেন্চার গল্প লিখেছিস। তোর নায়ক জুডার এক দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানী। তার ল্যাবে আছে SPACE SHIP-রোবট। তার পকেটে থাকে লেজার গান।

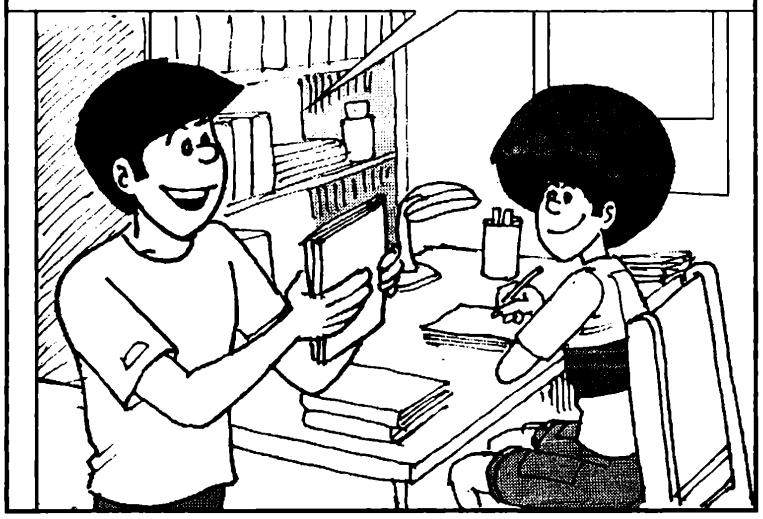

জুডার ল্যাবে বসে অন্য গ্রহও ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু ভিলেন SATAN KING যখন ওর ল্যাব থেকে ফর্মুলা চুরি করে পালাচ্ছে...

তখন জুডারের মতো এক দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানী এত কিছু থাকতেও ভিলেনের মাথায় পচা বাঙ্গি মারল কেন?

তোর অ্যাডভেঞ্চার গল্প 'জুডার ২'-এ দুর্ধর্ষ ও সুদর্শন বিজ্ঞানী জুডার 'রিডল' গ্রহকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সুন্দর। এই গ্রহের রাজকন্যা মোনালিসা অপূর্ব সুন্দরী। ঢেউ খেলা চুল– টানা টানা চোখ...

.. মোনালিসা জুডারকে দেখে পাগল। হাঃ হাঃ এগুলো কী লিখেছিস? জুডার মোনালিসাকে প্রশ্ন করে, 'তোমার গ্রহের কী ক্ষতি হয়েছে?' মোসালিসা– I LOVE YOU!

তোর গল্পের নায়ক জুডার এক দারুণ বিজ্ঞানী হলেও তাকে ঘিরে বেশ কিছু অবৈজ্ঞানিক বর্ণনা আছে।
যেমন?

যেমন জুডারকে খুব আকর্ষণীয় ব্যক্তি বোঝাতে তুই যেই বর্ণনা দিয়েছিস তা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, চরম হাস্যকর। লিখেছিস জুডার যখন SPACE SHIP থেকে নামল...

রাজকন্যা মোনালিসা আকর্ষিত হয়ে চুম্বকের মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে উড়ে জুডারের গায়ে ধাক্কা খেল। এর পর তাকে টেনে সরানো যায় না!!

টং থেকে এক্ষুনি নেমে গোছল করতে যা। গা থেকে পাঁঠার গন্ধ আসছে!
আর পাঁচ মিনিট, ম্যাডেস্ট!
আমার নতুন অফিসটা এখনও সাজাচ্ছি।
নামবি না?

বেশ! তোকে এখান থেকেই গোছল করাচ্ছি!
GENESIS

আহ্! নড়াচড়া বন্ধ কর। আমি সুন্দর করে চুল মুছে দিচ্ছি!
থাকিস তো পাগলের মতো!

এখন যেভাবে
চুল আঁচড়ে
দিচ্ছি সেটা
রক্ষা করবি!

সত্যি ম্যাজিক, মনে হচ্ছে তোর চুলে একটা বড়
ত্রিভুজ গুঁজে দেই!

হ্যারে হিল্লোল, কম্পিউটার দিয়ে নাকি খুব দ্রুত বিদেশে চিঠি পাঠানো যায়?
হ্যা, বাবা। ই-মেইলে এক সেকেন্ডে চিঠি পাঠানো যায়। পাঠাবে?


হ্যারে, একটা জরুরি চিঠি পাঠাব... আশ্চর্য প্রযুক্তি তোর এই কম্পিউটার!


?
তবে কিনা কম্পিউটারের পোস্ট বক্সটা বেশি ছোট...!

নাইম-রাফি, এক্ষুনি ঝগড়া থামাও।
কী নিয়ে ঝগড়া করছ?
আমি মিটিয়ে দিচ্ছি!

কার দেশের বাড়ি বেশি খারাপ?
বরিশাল না যশোর?

কোনো এলাকাই খারাপ না। এটা ঝগড়ার বিষয় হতে পারে না। আর অন্যের দেশের বাড়িকে ছোট করে খারাপ বলাও ঠিক না!

বেসিক ভাই কিছু জানেন না। আমাদের বাড়ি বরিশাল হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে ডেন্‌জারাস জায়গা।
অসম্ভব। আমাদের যশোরে বাচ্চারাই খেলে অস্ত্র দিয়ে...!

আরে নে নে, লজ্জা করিস না। রিয়াকে নিয়ে শুক্রবার একটু ডেটিং করবি যখন– আমার লেক্সাসটা নিয়ে যা। তোর ভাংগা গাড়ির চাবিটা আমাকে দিয়ে যা। আরে তোদের এটাই তো বয়স!

চলো তালিব আজ থাই রেস্টুরেন্টে যাই।
চলো... তবে আমরা বেসিকের গাড়িতে যাচ্ছি কিন্তু...

পরে
আমি জেনে-শুনে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছি!

তোর গাড়িটা একদম বাতিল। নতুন গাড়ি কিনে ফেল!
টাকা? আমার এত টাকাও নেই– আর তুমি আমার এ ব্যাপারে কিপটুশ!

কিপটুশ? আমি? এই নে টাকা!
দু শ টাকা? হাঃ হাঃ মার্সেডিস কিনব?

একটা খেলনা গাড়ি কিনে নে। সবাইকে বলবি তোর একটা গাড়ি আছে। আরে সেটা অন্তত রাস্তায় ঠেলতে কষ্ট হবে না!

এই শোনো, নওশাদরা একটা নতুন ফ্যামিলি কার
কিনেছে– NOAH! চলো না, আমরাও একটা কিনি।
বেসিকের বিয়েতে কাজে লাগবে!
উম?

.. কিন্তু আমি ব্যাংক লোনে
জর্জরিত। ব্যবসায় মন্দা।
এখন গাড়ি কেনার বিশ-বাইশ
লাখ টাকা পাব কই?
আমি জানি।
তুমি একটু চেষ্টা
করলেই টাকা
পাবে!

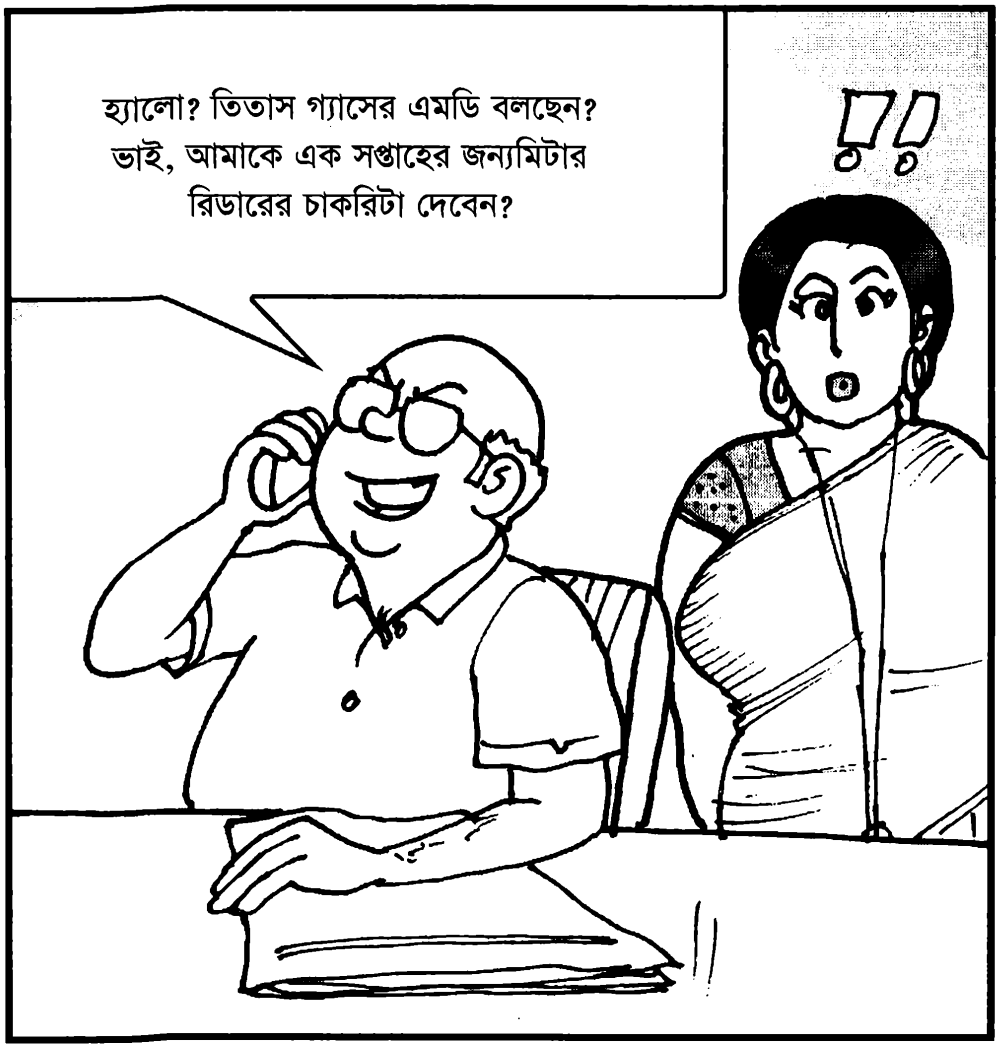


হ্যালো? তিতাস গ্যাসের এমডি বলছেন?
ভাই, আমাকে এক সপ্তাহের জন্যমিটার
রিডারের চাকরিটা দেবেন?

দোস্তরা শোন, তোরা ঝটপট
নান আর কাবাব সাবাড় কর!
রহমানিয়া হোটেল

পয়সা দিয়ে খাচ্ছি, তাড়াহুড়ার দরকার কি?
আরাম করে খাব!

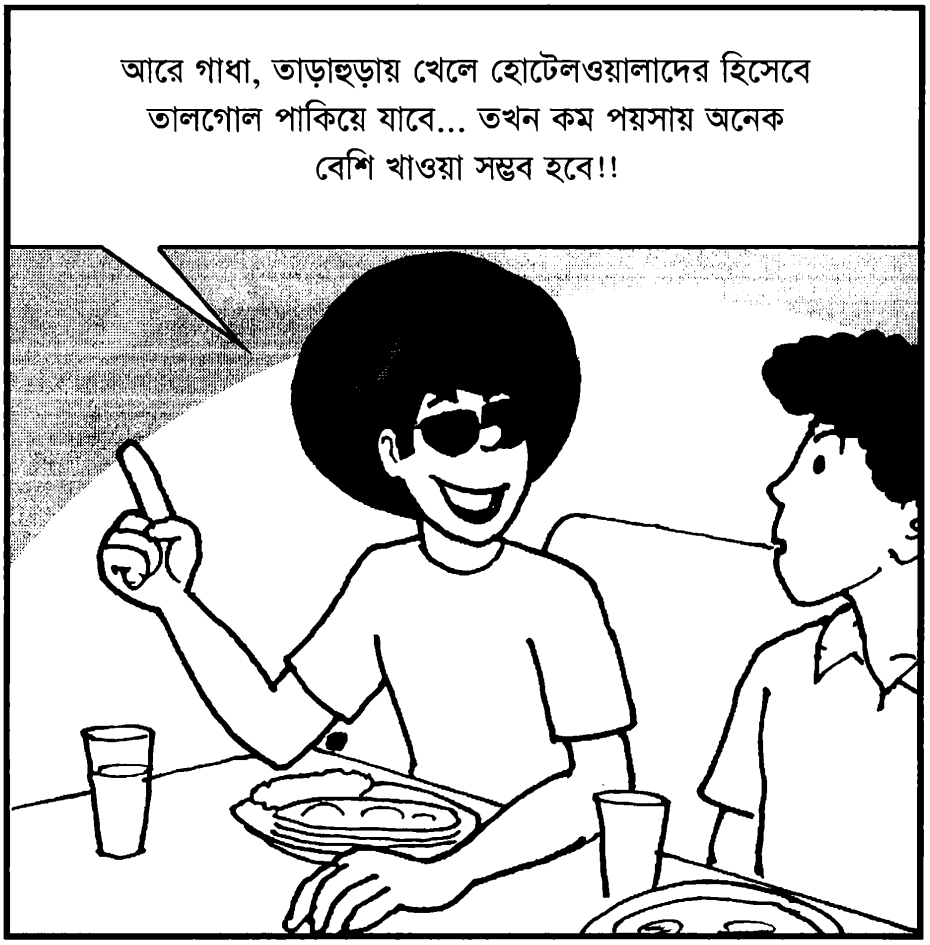
আরে গাধা, তাড়াহুড়ায় খেলে হোটেলওয়ালাদের হিসেবে
তালগোল পাকিয়ে যাবে... তখন কম পয়সায় অনেক
বেশি খাওয়া সম্ভব হবে!!

শোনো বাবা, হিল্লোলের ছোটবেলার বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলছি– যেভাবে হোক হিল্লোলের সিগারেট খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে!

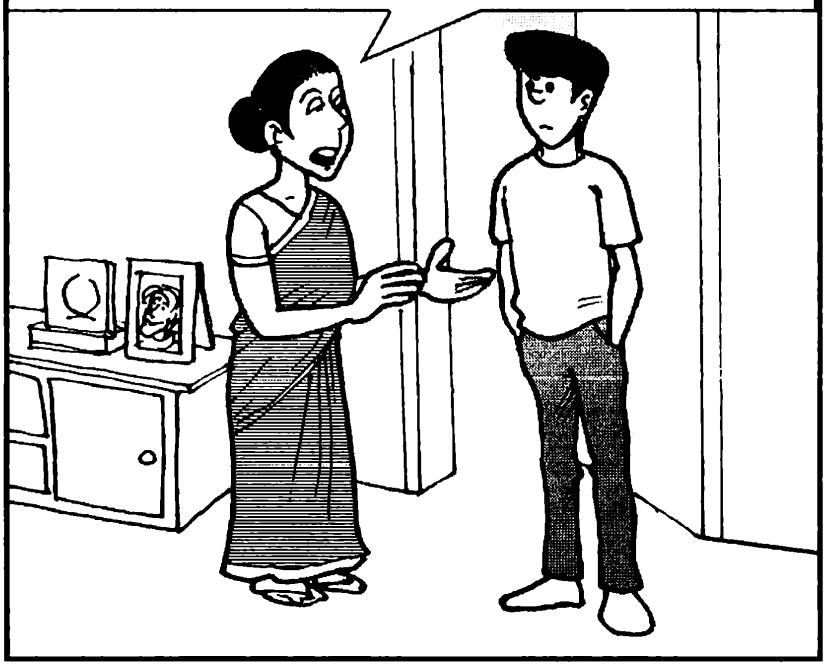

ডেইলি রাতে সিগারেট জ্বালিয়ে মুখে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে... মুখ পুড়ে যায়, বিছানার চাদর পুড়ে যায়। গতকাল আমি সব ম্যাচ গায়েব করে দিয়েছি...

রাতে সিগারেটে আগুন জ্বালাতে না পেরে আস্ত সিগারেট সে চাবিয়ে চাবিয়ে খেয়েছে... তারপর বমি করেছে... তাও সে সিগারেট ছাড়বে না!

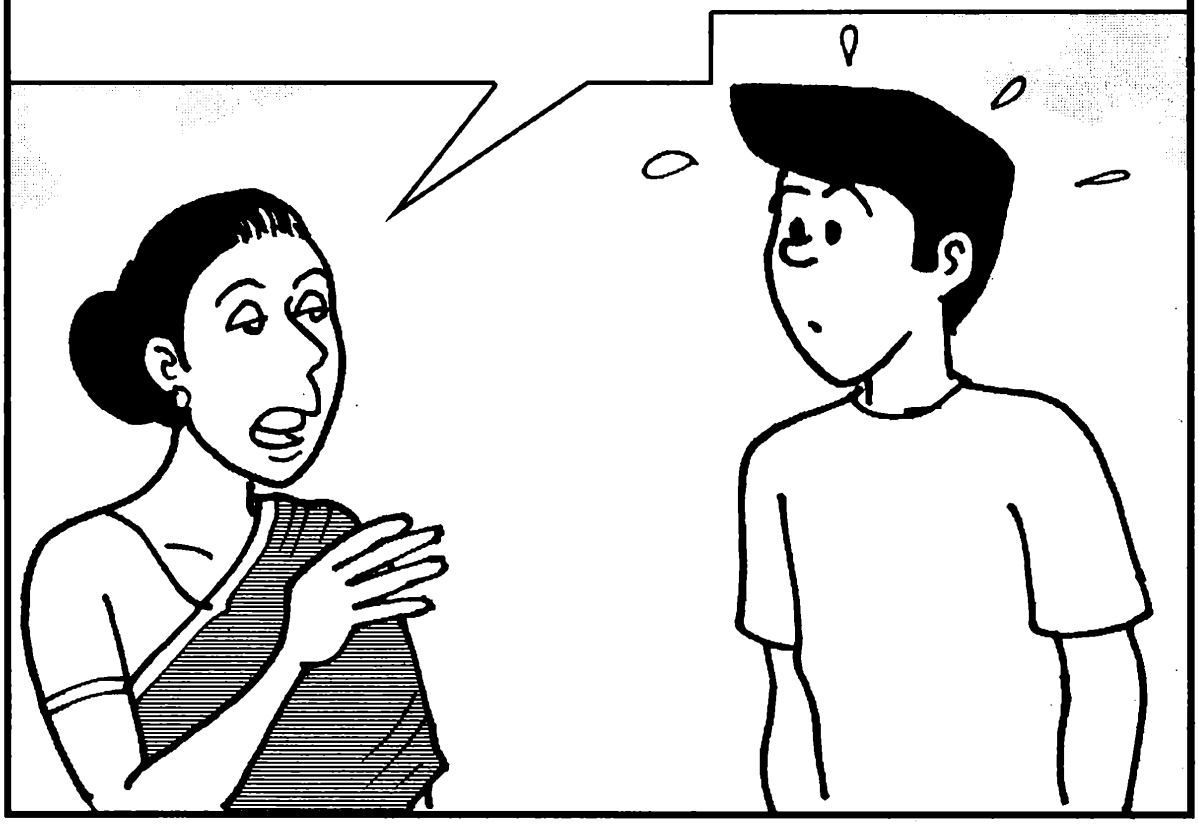

ভাইয়া? ম্যাচের কাঠি থেকে বারুদ ছেঁচে জড়ো করছ কেন?
পটকা-টটকা বানাবে নাকি?

এই বারুদ ঠাসছি হিল্লোলের সিগারেটের ভেতর। ওকে সিগারেট খাওয়া চিরতরে বন্ধ করতে হবে!
জোস!

পরে
মাই গড! হেল্প! দমকল ডাক!
আমার সিগারেটে আগুন
ধরে গেছে! উঃ উঃ

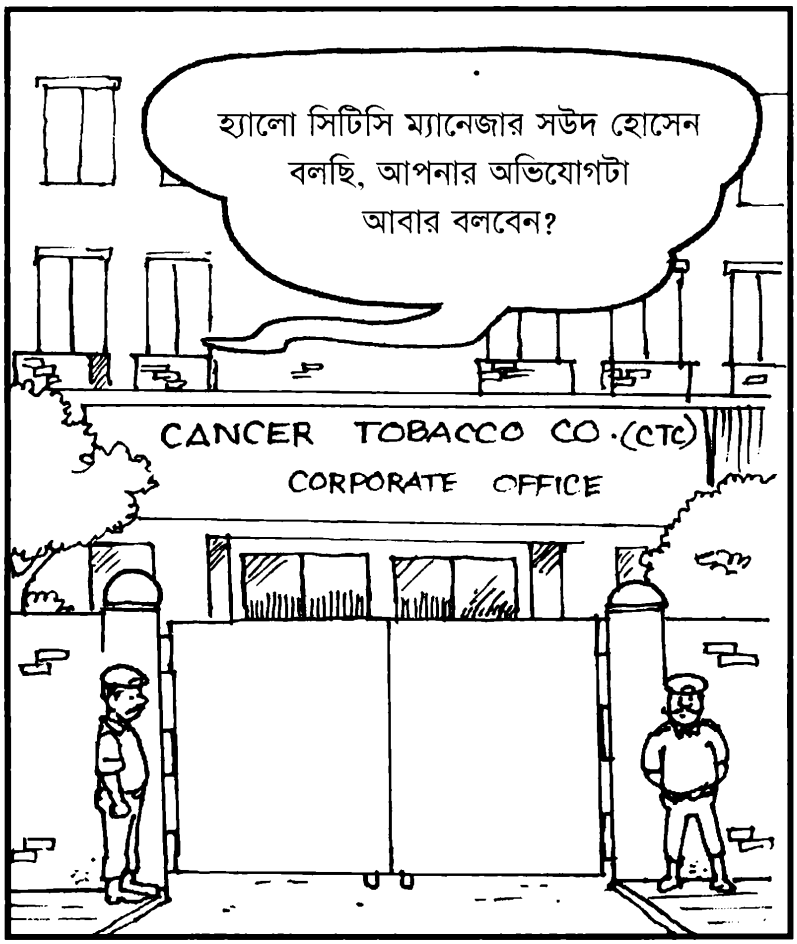
হ্যালো সিটিসি ম্যানেজার সউদ হোসেন বলছি, আপনার অভিযোগটা আবার বলবেন?
CANCER TOBACCO CO.(CTC)
CORPORATE OFFICE

আমাদের সিগারেট ধরালেই বিস্ফোরণ হচ্ছে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কোনো অভিযোগ?

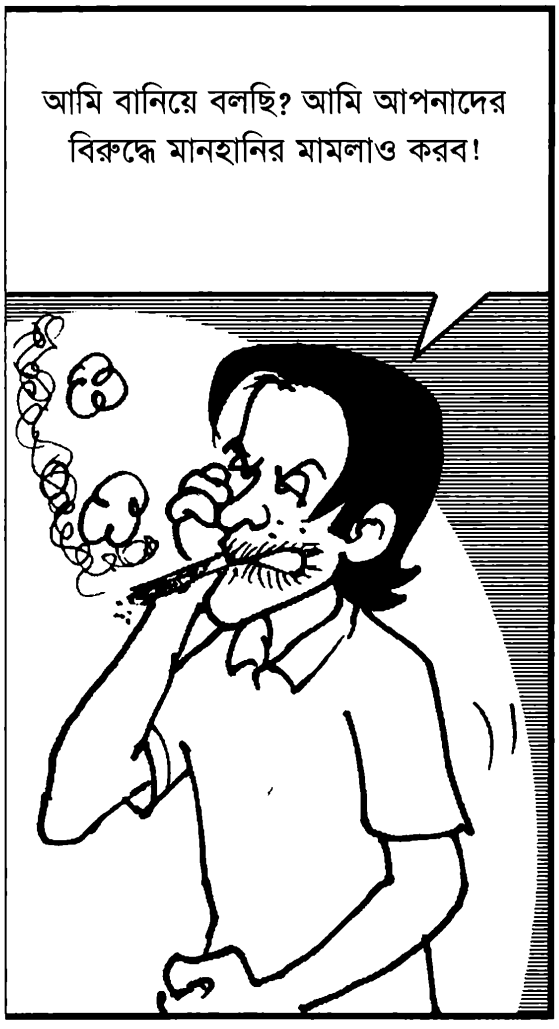
আমি বানিয়ে বলছি? আমি আপনাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও করব!

এসব সিগারেট খেয়ে মুখ পুড়ে যাবার পর বন্ধুরা এখন আমায় পোড়ামুখো হিল্লোল বলে ডাকে!

যা করার জলদি কর!
এই বেলায় সবাই ঘুমাচ্ছে। দারোয়ানটা লাপাত্তা। চিন্তা কী? আমরা টপাটপ কটা আম পেড়ে ভাগব!
এই! এই!

আরে কে জানত যে দারোয়ান ব্যাটা গাছে উঠে ঘুমাচ্ছে?
আমার লুঙ্গি! আমার লুঙ্গি!

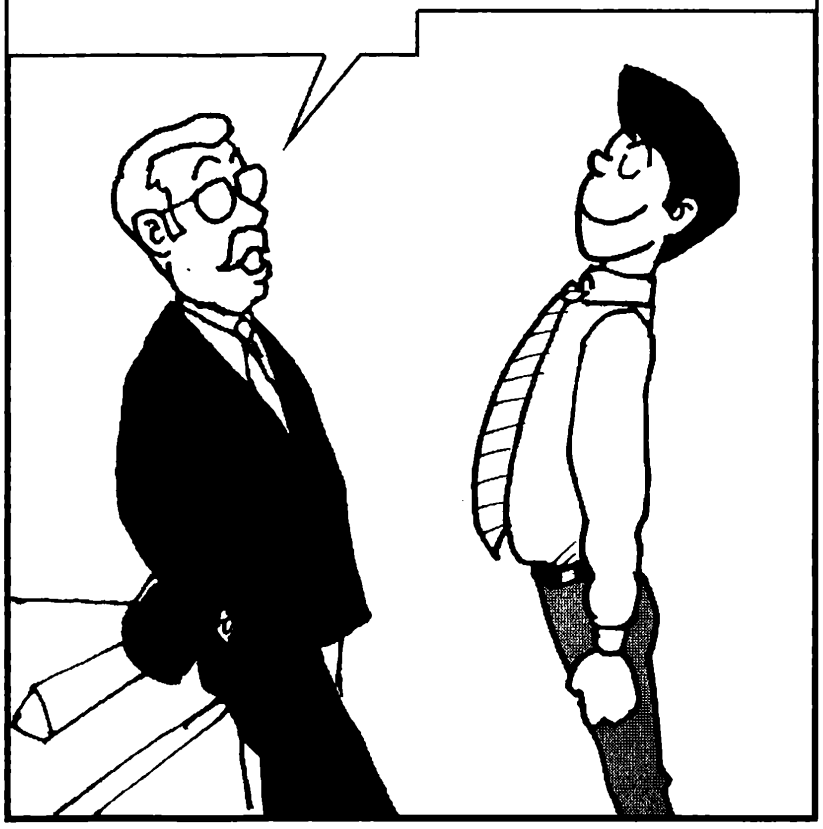

তোমার প্রমোশন ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বছরের সেরা জুনিয়র ব্যাংকার তুমি!
কাস্টমার-কলিগ সবাই তোমাকে পছন্দ করে...
অন্য ব্যাংকগুলো তোমাকে ডাবল বেতনে নিয়ে নিতে চায়...
থামুন স্যার!! গর্বে আমি চিৎপটাং হয়ে যাচ্ছি!

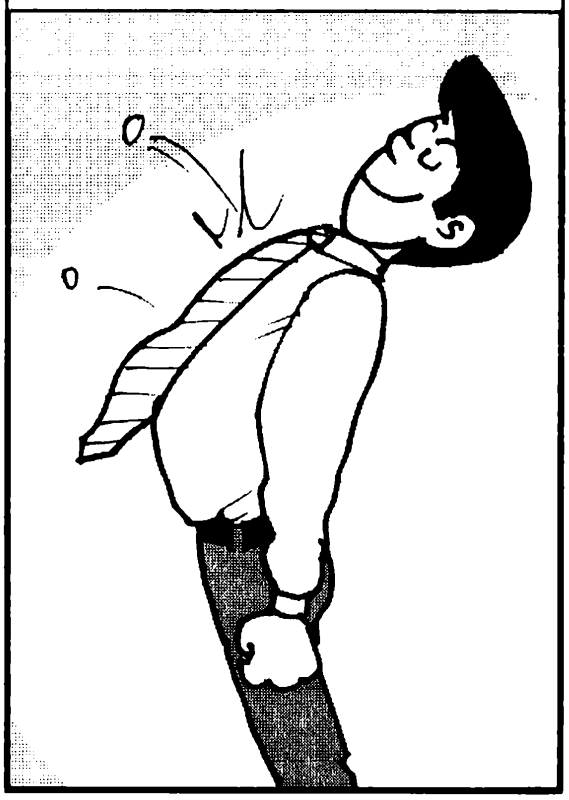

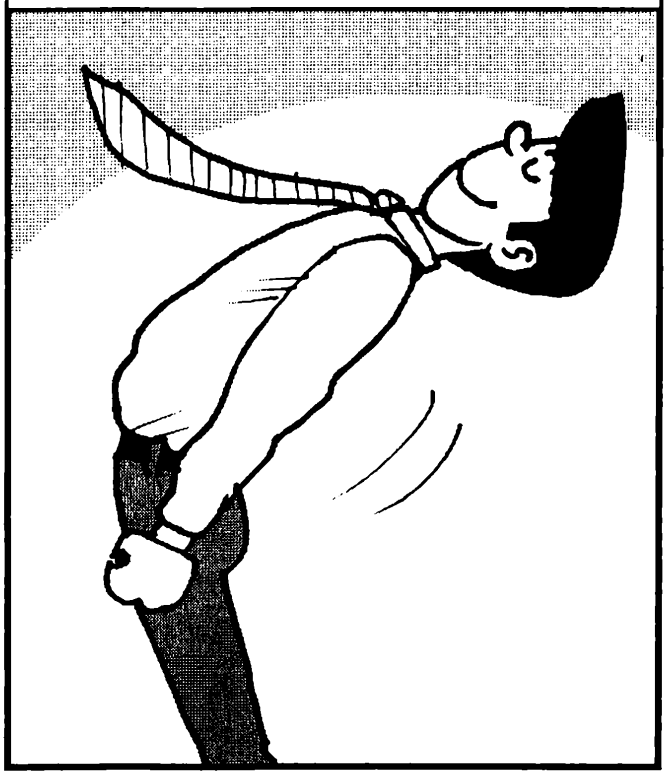

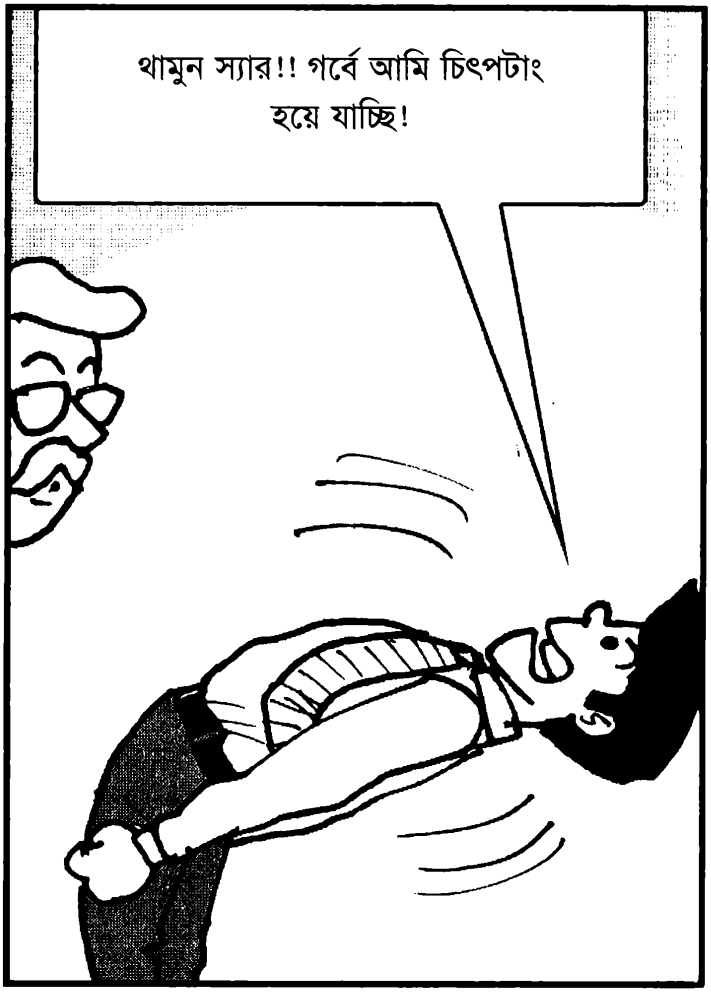

বুঝলাম এনগেজমেন্টের আংটিটা তোমার খুব পছন্দ।
তাই বলে বারবার দেখতে হবে?
আঃ

তোমার কাছে একটা নতুন কম্পিউটার যেমন
আকর্ষণীয় আমার কাছে এই হিরের
আংটিটা তেমন!

পরদিন সন্ধ্যায়
ওকি... এটা নিয়ে হাঁটছ কেন?
আমার Intel core2
duo 333...
2GB RAM
কম্পিউটার...।

এই ফাইলটা আপডেট করে দাও তো বেসিক... একি? তুমি আবার চশমা পরা শুরু করলে কবে থেকে?
অমন ঠাণ্ডা পলকহীনভাবে আমাকে দেখছ কেন? যাচ্ছি! যাচ্ছি! কাজটা করে রেখো, না হয় তোমার নামে কমপ্লেন করব!
ঘ্র... ঘ্র... ঘ্র... ঘ্র...